শ্রীরজনীনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক
শশাঙ্ক (বৰ্দ্ধমান) হইতে
প্রকাশিত।

মুখবন্ধ।

—:০:—

বাক্য মাত্রেই ভাবব্যঞ্জক। ভাবশূন্য বাক্য বাক্যই নহে। যে বাক্যের ভাব গ্রহণ করা না হইল, তাহার ব্যবহারও চলে না। কারণ, বাক্য কথনের উদ্দেশ্য কেবল মনের ভাব প্রকাশ মাত্র। কিন্তু অধুনা অধিকাংশ লোকই ভাবের প্রতি লক্ষ না রাখিয়া কতকগুলি বেদোক্ত বাক্যের উচ্চারণেই পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইতে চাহেন। কিন্তু তাঁহাদের বুঝা উচিত, যে জ্ঞান বাক্যে নহে, ভাবে। প্রকৃতি, পুরুষ, ব্রহ্ম, আত্মা, পরমাত্মা, ঈশ্বর, প্রাণ, মন, জ্ঞান প্রভৃতি কতকগুলি বাক্য অধিকাংশ লোকের মুখে ভাবশূন্য বলিয়া বোধ হয়। তাঁহরা এই সকল কথাগুলির যথোচিত ব্যবহারে অনভিজ্ঞ; তাহাতেই বুঝি, যে তাঁহারা কথাগুলির প্রকৃত ভাব গ্রহণে অসমর্থ। ভ্রম-পূর্ণ সাধারণ লোকের মনে প্রকৃত জ্ঞান জন্মাইতে হইলে, প্রথমে এই কথাগুলির ভাব তাহাদের হৃদয়ঙ্গম করা উচিত কারণ, এই কথাগুলিই সৃষ্টির আদ্যন্তজ্ঞানপ্রকাশক।

জল একটী বস্তু। সেই জল সচরাচর তরল। কিন্তু কখন আবার তাহা হিমাকর, কখন বা বাষ্পাকার। সেই জল কখন স্থির, কখন তরঙ্গময়, কখন বা স্রোতময়। কিন্তু জল যে আকারেই থাক না কেন, তাহার বাস্তবভাব কখন নষ্ট হয় না। জল সততই বস্তু বা প্রকৃতি *। হিম, জল, বাষ্প,

---

* অনেকে প্রকৃতি শব্দে মায়া বুঝেন। কিন্তু মায়া শক্তিময়, অতএব পুরুষেরই বিকার। এখানে প্রকৃতি শব্দ উপাদানের অর্থে প্রয়োগ করা হইল।

প্রকৃতির বিকার মাত্র। জলকে আবার দুই পৃথক বস্তুতে ভাগ করা যায়। তখন আর তাহাদিগকে জল না বলিয়া দুটী পৃথক নামে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু তহারাও বস্তু ভিন্ন আর কিছুই নহে—তাহারাও প্রকৃতিরই বিকার। যেমন এক মূল জল হইতে দুটী পৃথক বস্তুর উৎপত্তি হয়, তেমনি এক মূল প্রকৃতি হইতে এই অনন্ত সৃষ্টির উৎপত্তি। বস্তু মাত্রেই সেই মূল প্রকৃতির বিকার।

প্রকৃতি স্বয়ং ভিন্ন রূপ ধারণ করিতে সমর্থ নয়। তরল জল তাপযোগে বাষ্প, তাপহরণে হিম। তাপের হ্রাস, সামঞ্জস্য ও বৃদ্ধি অনুসারে জল ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। সেই তাপ বস্তু নহে, বাস্তবভাব তাহাতে লক্ষিত হয় না। তবে, তাপ প্রকৃতির রূপ পরিবর্ত্তনে সক্ষম বলিয়া তাহাকে শক্তি বলা যাইতে পারে। আবার পৃথিবীর আকর্ষণে জল স্রোতস্বৎ, বাতাঘাতে জল তরঙ্গাকৃতি। ঐ আকর্ষণ ও আঘাত শক্তিরই বিকার। শক্তির সামঞ্জস্য হইলেই জল স্থির। যাহার তাড়নে প্রকৃতি নানা গতি ধারণ করে তাহাই শক্তি। সেই শক্তিই পুরুষ। পুরুষ গতিময় এবং প্রকৃতির ভেদে ভিন্ন রূপধারী। যেমন পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখী মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে নদীর জল প্রবাহিত হইয়া, তটের বশে কখন ভিন্নমুখী, বালুকাময় অঙ্কের বশে কখণ ঘূর্ণায়মান এবং পবনের বশে কখন বা তরঙ্গময় হয়, সেইরূপ সকল গতিই ভিন্ন প্রকৃতিগত এক মুল গতির ভিন্ন রূপ—এক মহাপুরুষের বিকার। সেই মহাপুরুষই অনন্ত সৃষ্টির কর্ত্তা।

প্রকৃতি ও পুরুষ নিত্য সংযুক্ত। অসংযুক্ত পুরুষ কখন

অনুভূত হয় না। সংযুক্তপ্রকৃতিপুরুষই ব্রহ্ম। অখিল সৃষ্টি সেই ব্রহ্মসম্ভূত।

নিত্য প্রকৃতিহৃদয়বিহারী সেই পুরুষ জীবদেহে প্রাণ নামে অভিহিত। সেই প্রাণময় পুরুষই আত্মা, এবং সেই মহাপুরুষই পরমাত্মা।

তাপ, তড়িৎ, আলোক, শব্দ প্রভৃতি শক্তিবৃন্দ সেই গতিময় পুরুষের বিকার মাত্র। প্রকৃতিগত এই সমস্ত শক্তি তরঙ্গাকৃতিগতিযোগে ভিন্ন ইন্দ্রিয়পথে জীবের হৃদয়কে তাড়িত করিয়া, সেই হৃদয়ে জ্ঞানময় মনোগতির উৎপাদন করে। জীবহৃদয়বিহারী গতিময় পুরুষই মন। মন গতিময়, জ্ঞানময়, হৃদয় বা অন্তরিন্দ্রিয়ই তাহার আধার। সেই মন প্রকৃতির বশে ভিন্ন গতিধারী। কামক্রোধাদি মনোবৃত্তি সমূহ সেই মনোগতিরই বিকার। বৃত্তিসমূহের মধ্যে ইচ্ছাই প্রধান। ইতরবৃত্তি সমূহ সেই ইচ্ছার পরিপোষক। সেই ইচ্ছা আত্মভিন্ন গতিদ্বারা তাড়িত হইয়া প্রাণগতিকে গতিময় কর্ম্মে নিযুক্ত করে। ইচ্ছা স্বাধীন নহে, আত্মভিন্নগতির পরবশ।

গতিময় ইচ্ছার অবরোধই দুঃখ; সেই অবরোধের মুক্তিই সুখ। ইচ্ছা, কাম বা রাগই সুখ দুঃখের মূল। অভিমানপূর্ণ মানবহৃদয় আপনাকে পৃথক জ্ঞান করিয়া ইচ্ছার বশবর্ত্তী হয়, এবং স্বার্থপরতন্ত্র হইয়া কর্ম্মক্ষেত্ররূপ প্রকৃতিহৃদয়ে গতিময় কর্ম্মে নিযুক্ত হয়। কিন্তু ইচ্ছার গতি আত্মভিন্ন গতির পরবশ; অতএব স্বার্থহানি প্রযুক্ত দুঃখে জড়িত হয়। সেই দুঃখ অসহনীয় হইলে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, এবং রাগের সঙ্গে সঙ্গে অভিমানও দূরীভূত হয়। কিন্তু মানবহৃদয় সুখপ্রিয়। সেই

জন্য রাগে সুখের প্রত্যাশা করিয়া পুনরায় রাগেরই আশ্রয় লয়, সুতরাং পুনরায় দুঃখেই জড়িত হয়। অতএব শুধু বৈরাগ্যে দুঃখের নিবৃত্তি বা মুক্তি হয় না। মুক্তির জন্য মানবের আত্মজ্ঞান লাভ করা চাই। "আমি পৃথক নহি, অখিল সৃষ্টি এক ব্রহ্মময়, ভেদশূন্য" এই জ্ঞানকেই আত্মজ্ঞান বলে। আত্মজ্ঞানে আত্মপর ভেদ থাকে না। সুতরাং, স্বার্থশূন্য হইয়া দুঃখের পীড়ন হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। কিন্তু সেই আত্মজ্ঞান হৃদয়ে বদ্ধমূল না হইলে কালক্রমে পুনরায় ভ্রম আসিয়া আক্রমণ করে। আত্মজ্ঞানকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য প্রেমের আশ্রয় লইতে হয়। প্রেমে দুটী হৃদয় এক করে। পবিত্র প্রণয়ীযুগলই তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। মনের ইতর বৃত্তি সমূহ দূরীভূত ও প্রেমে হৃদয় পরিপূর্ণ হইলে হৃদয়ে ভেদজ্ঞান থাকে না। প্রেমপূর্ণ হৃদয় নিত্য আত্মজ্ঞানপরিপূর্ণ। প্রেমময় হৃদয় যে শুধু দুঃখমুক্ত, তাহা নহে। সে হৃদয় আবার নিত্য পরমানন্দময়।

এই সামান্য মুখবন্ধ পাঠে 'জ্ঞানদা'র উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। এক কথায় জ্ঞান জন্মে না, এক কথায় হৃদয় অভিমান শূন্য হয় না। মেঘাবৃত হৃদয়ে জ্ঞানালোক একবার চমকিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তর্হিত হয়। তবে প্রবল ঝটিকাদ্বারা মেঘাবরণ দূরীকৃত হইলে, রবিকিরণে নির্ম্মল হৃদয়াকাশ আলোকিত হয়। প্রেমময় হরিই সেই দীপ্তিময় রবি, আত্মজ্ঞান তাহার কিরণ। মায়ামুগ্ধ মানবহৃদয়ে মায়াবিনী আশার স্রোত অবিরাম ছুটিয়া যখন আটকাইয়া পড়ে, তখনই নির্ম্মল প্রশান্ত বিরাগ তথায় বিরাজিত হয়। সেই বিরাগই আত্ম-

জ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ। "জ্ঞানদা" সেই বিরাগহৃদয়ে কি প্রকারে প্রেমপ্রতিমা অঙ্কিত করিয়া, আত্মজ্ঞানে হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়াছিল, এই সামান্য নাটকে তাহাই বিবৃত আছে। "জ্ঞানদা" কেবল জ্ঞানদায়িনী, ভাষার পরিপাট্য সে জানে না। জ্ঞান জ্ঞানেই, ভাষায় নহে। "জ্ঞানদার" দৃষ্টান্তে একটী হৃদয়ে জ্ঞানাঙ্কুরিত হইলেও "জ্ঞানদা" জীবন সার্থক মনে করিবে।

বৈশাখ }
১৮১৩ শক }

ইতি গ্রন্থকারস্য।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

হরিবাবু	... ...	জমীদার।
কান্তিভূষণ	... ...	জমীদারের পালিতপুত্র।
পঞ্চানন	... ...	জমীদারের সরকার।
ভোলানাথ	... ...	প্রতিবাসী।
শ্যামসুন্দর	... ...	ঐ
হলধর জলধর	....	প্রজাদ্বয়।

সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব, ভৃত্য, নগদীদ্বয়, দারগা, কনষ্টেবল্ ।

স্ত্রী।

রঙ্গিনী	... ...	জমীদারের স্ত্রী।
চপলা	... ...	ভোলানাথের স্ত্রী।
জ্ঞানদা	... ...	ভোলানাথের ভ্রাতৃজায়া
ভামিনী	... ...	ভোলানাথের ভগিনী।
মন্দোদরী	... ...	প্রতিবাসিনী।
বৈষ্ণবী	... ...	... ...

—:*:—

জ্ঞানদা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথমদৃশ্য—নদীর ঘাট।

জ্ঞানদা আসীনা।

জ্ঞানদা। কৈ নাথ, কেন দেখা-দাও না? তুমি যে আমা ছাড়া এক দণ্ড থাক্‌তে পাত্তে না। আজ্ দাসীকে এত কাতর দেখেও কেন এত নিদয় হলে? এত বিদ্বেষ কেন নাথ? কৈ আমার তো কোঁন পরিবর্ত্তন হয় নাই? আজও তো সেই হৃদয়ে সেই আসন তেমনি যতনে পেতে রেখেছি। তবে কি ভেবে আজ সে হৃদয়াসন শূন্য করে চলে গেলে? তবে কি তোমার মুখের ভালবাসা ছিল? না, তা কেন হবে? তাতে তো তোমার কোন লাভ ছিলনা? তবে কি ভালবাসা চিরস্থায়ী নয়? কিন্তু তা নাহলেও কোন ব্যাঘাত ভিন্ন প্রবল স্রোত কখন একেবারে আট্‌কাতে পারে না। সেরূপ

ব্যাঘাতও তো কৈ দেখি না।—কোথা গেলে প্রাণেশ্বর? শুনেছি সময় হলে যম প্রাণীকে নিয়ে যায়। সে কথার ভাব কি? যম কি তবে সত্য সত্যই তোমায় ধরে নিয়ে গেল? আমার হৃদয় থেকে তোমায় কেড়ে নিয়ে গেল? তুমি কি তবে আজ যমের কাছে বন্দী?—না না, তা নয়, মিছে কথা। তোমার বন্দিভাব কখনই সম্ভবে না। তুমি স্বাধীনভাবে আপন ইচ্ছায় গেছ। আবার আস্‌বে। কিন্তু তবে দেহত্যাগ করে গেলে কেন? আর তো সে দেহ পাবে না? আমি কেমন করে তোমায় চিন্‌ব?—কেন চিন্‌ব না? চোখ না চিনুক, প্রাণ চিনবে। কিন্তু হৃদয়েশ, আর যে আমি তোমার আসার অপেক্ষায় থাকতে পাচ্চিনা। তুমি যে পথে গেছ আমিও সেই পথে যাই। দেখাকি পাব না?—তোমা বিহনে এখানে আর কি সুখে থাকি?—যাই আর দেরী সয় না। প্রাণেশ্বর সঙ্গে নাও—

(নদীগর্ভে পতনে উদ্যত)

(একজন সন্ন্যাসীর প্রবেশ)

সন্ন্যাসী। ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও! আত্মহত্যা! যে দেহ ভগবান নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কত

যতনে সৃজন করেছেন, সেই দেহ আজ তুমি অবাধে নষ্ট কত্তে উদ্যত হয়েচ ?

জ্ঞা। ঠাকুর, প্রণাম। দেখুন, আমি পতিহারা হয়েচি। আমি পতিপ্রাণা, পতির চিরদাসী, চিরসঙ্গিনী। আজ সেই পতি দেহত্যাগ করে স্থানান্তরে গেছেন, তাই আমি তাঁর পথে পথিক হতে উদ্যত। ঠাকুর আমার প্রাণের গতি রোধ করবেন না।

স। তোমার পতির পথের পথিক হতে চাও ? তবে কি তিনি আত্মহত্যা করেছেন ?

জ্ঞা। দেব, আত্মা তো হত হবার নয়। আত্মাকে কে হত্যা কত্তে পারে ? রোগে তাঁর দেহ জীর্ণ হওয়ায় তিনি জীর্ণদেহ ত্যাগ করেছেন, রোগের যন্ত্রণা অসহ্য হওয়ায় তিনি দেহ হতে মুক্ত হয়েছেন।

স। তবে তিনি তোমায় ভালবাসতেন না। তা নইলে তোমায় ছেড়ে যাবেন কেন ?

জ্ঞা। ঠাকুর, আমি তাঁর প্রাণ। প্রাণকে কে না ভালবাসে ?

স। তবে বুঝি তুমি তাঁকে ভালবাস্‌তে না ?

জ্ঞা। ঠাকুর, তিনিই আমার প্রাণ, আমি পতিপ্রাণা।

স। হাঃ হাঃ হাঃ! যখন প্রাণে প্রাণে মিশিয়েছ, দুই প্রাণ যখন একঠাঁই, তখন আবার খোঁজ কাকে ? তিনি দেহ ত্যাগ করেছেন, কিন্তু তাঁর প্রাণ যে

তোমাতে—তিনি যে তোমাতে। তিনি যেখানে, তোমার প্রাণও সেখানে—তুমিও সেখানে। তবে আর খোঁজ কাকে? অন্তর খুলে দেখ, তিনি তোমাতেই না আর কোথাও। এখন তোমাদের সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ। দুই দেহ পৃথক্ ছিল, এখন এক। দুই প্রাণ এখন চিরসংলগ্ন। যত দিন তোমার প্রেম সমভাবে থাকবে, ততদিন তোমা-দের বিচ্ছেদ নাই। তবে আর তোমার শোকের কারণ কি?

জ্ঞা। আমি কি মূঢ়! না বুঝে আমি কি দুষ্কর্ম্মেই প্রবৃত্ত হচ্ছিলাম। ঠাকুর, আপনার কৃপায় আজ আমার ভ্রম দূর হ'ল।—আমার স্বামী এই দেহে, এ দেহ আমার স্বামীর! আজ অবধি এ দেহের আর অযতন ক'রব না। হৃদয়েশ, আমি না বুঝে তোমার আশ্রিত দেহ নষ্ট কত্তে উদ্যত হয়েছিলাম। তুমি যে তোমার সরলমতি দাসীর অপরাধ নেবেনা, তা আমি বেশ জানি। কিন্তু আমি আজ তোমার কাছে বড় লজ্জিত। আজ এ মুখ তোমাকে দেখাতে লজ্জা কচ্চে। এস আজ এ মুখ তোমার হৃদয়ে লুকিয়ে রাখি।

স। আহা—হা! কি অপরূপ প্রেম!

জ্ঞা। ঠাকুর আপনি আমার গুরু। আপনার কৃপায়

আমি আজ আমার হারানিধি পেয়েছি। এ অবোধকে মনে রাখবেন।

(ভামিনীর প্রবেশ)

ভামিনী। সেকি বউ, মনে রাখারাখি কি ?—আহাহা, দাদা, কোথা গেলে গো ?—হ্যাঁ বউ, নে'য়ে আসি বলে কখন বাড়ীথেকে এসেছ, এখনও কি কচ্চ ? কই এখনও তো নাও নাই। চল, খেতে দেতে হবে না ?—পোড়া পেট যে মানে না। নইলে আমাদের কি এ খাবার দিন ? আহাহা দাদা গো !

জ্ঞা। ঠাকুরঝি, এই মহাপুরুষের কৃপায় আজ আমি হারানিধি ফিরে পেয়েছি। ইনি আমার পরমগুরু। এঁর আশ্রয় নিলে সংসারে ক্লেশ পেতে হয় না। ভাই, ওঁকে প্রণাম কর।

ভা। সেকি ভাই, পরপুরুষের আশ্রয় নেওয়া কি ? প্রণাম কত্তে ব'লচ তা বরং করি।—ঠাকুর, তুমি কে গা ?

স। আমি কে ? মা তুমি আপনাকে চেন কি ? আপনাকে চিনলেই আমাকে চেনা হবে। বলদেখি মা তুমি কে ?

ভা। সে কি কথা ঠাকুর ? তোমার সঙ্গে আমার

সম্বন্ধ কি? আমি হলাম রায়েদের বাড়ীর মেয়ে, আর তুমি হলে কোথাকার কে?

স। মা, তুমি কোথাহতে এসেছ? কোথাই বা যাবে?

ভা। আসব আবার কোথাহতে? মায়ের পেটে জন্মেছি। যাব আবার কোন চুলোয়? মরে গেলেই ফুরিয়ে যাব।

স। জন্মায় কি মা? প্রাণের কি জন্ম আছে? একটা বীজ পুতলে গাছ জন্মায়। কিন্তু আর কিছু পুতলে গাছ হয় না কেন? সেই বীজের উৎপাদিকা শক্তি আছে বলেই গাছ তৈয়ারি হয়। কিন্তু সেই শক্তির কি আবার জন্ম আছে? মায়ের পেটে দেহ জন্মায়; আর সেই দেহকে যে শক্তি নির্ম্মাণ করে তাকেই বলি প্রাণ। সেই প্রাণ, যখন দেহ ছেড়ে যায়, তখন দেহের আর কোন ক্ষমতাই থাকে না। আমি বলতে সেই প্রাণকেই বুঝায়। যখন দেহে প্রাণ নাই; তখন আমিও নাই। কিন্তু সেই শক্তি, সেই প্রাণ কি, সেই আমি কে,—কোথা হতে আসে, কোথাই বা যায়, তাকি জান?

জ্ঞা। ঠাকুর, আমরা অজ্ঞ। এর উত্তর আমরা কেমন করে জানব? অনুগ্রহ করে আমাদের বুঝিয়ে দিন।

স। দেখ, সকল দেহেতেই প্রাণ আছে। দেহ বলতেই কেবল মানুষের দেহ বলচি তা নয়। গরু,

ছাগল, পাখী, মাছী, পোকা, গাছ, লতা—সমস্ত জীবের দেহেই প্রাণ আছে। সেই জীবনী শক্তি একই। ভিন্ন ভিন্ন দেহে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি এক মহা-শক্তির অংশ মাত্র। সেই মহাশক্তি আমাদের পিতা। আর যার উপাদানে আমাদের দেহের পুষ্টি হয়, সেই বসুমতীই আমাদের মাতা। আমরা পিতা হতে প্রাণ পাই, আর মাতার শোণিতে আমাদের দেহের নির্ম্মাণ হয়। তবেই দেখছ, জীবের মধ্যে ভেদাভেদ নাই। আমরা সকলেই এক ব্রহ্ম হতে উৎপন্ন হই, আর দেহের ধ্বংস হলে সেই ব্রহ্মে লীন হই।

ভা। ঠাকুর, আমরা বোকা মেয়ে মানুষ; ও সব বুঝি না। পোড়া পেটে চাটি খাই, আর দুঃখের বোঝা বয়ে বেড়াই। আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কাজ কি?

স। সে কি কথা মা? এই তো বল্লাম জীবের মধ্যে ছোট বড় নাই। সকলেরই সকল বিষয়ে সমান অধিকার। মা, সুখে রাজা প্রজা সকলেরই সমান অধিকার।

ভা। আমাদের আর সুখে অধিকার কই ঠাকুর? সুখের আশা স্বামীর সঙ্গে সঙ্গেই ফুরিয়ে গেছে। আমা-দের দুঃখেরই জীবন। আমি তো বালবিধবা,

আমার কথা ছেড়েই দাও। এই দেখ এক হত-ভাগীনী দুদিন না সুখের মুখ দেখতে দেখতেই স্বামীর মাথাটী খেয়ে বস্‌ল। এ জন্মে আর কি এর সুখ আছে?

স। কৈ মা, ও তো দুঃখী নয়।

জ্ঞা। না ঠাকুর, আপনার কল্যাণে আমার অসুখের কোন কারণ নাই। আমি যেমন ছিলাম তেমনিই আছি, বরং এখন আরও বেশী সুখী। এখন আর আমায় আমার স্বামীর যন্ত্রণায় অস্থির হ'তে হয় না। তাঁর আর রোগের যন্ত্রণা নাই, শোকের যন্ত্রণা নাই—কোন রূপ সংসারের ক্লেশ নাই। তিনি এখন মুক্ত। অথচ সুখের ভাগও সমানই আছে—আমার ভালবাসা সমানই আছে। তবে কি আমি বেশী সুখী নই?

ভা। বউ তুমি কি ব'লচ আমি কিছু বুঝতে পাচ্চিনা। তোমার কথাগুলো যেন কেমন কেমন লাগছে। চল, এখানে থাকাটা বড় ভাল দেখায় না।—আহাহা দাদা গো!

জ্ঞা। ঠাকুর, এখন তবে বিদায় হই। প্রণাম। দুঃখি-নীকে ভুলবেন না।

ভা। উঁ হুঁ হুঁ—এরই মধ্যে এত ঢলাঢলি।

জ্ঞানদা ও ভামিনীর প্রস্থান।

স। ভগবন্, তোমায় না চিনে লোকে অনর্থক কত দুঃখ পায়। এ সংসার ভ্রান্তিময়—মায়ারূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। প্রভো, কবে এ জগৎ মায়াশূন্য হবে, কবে লোকের আত্মজ্ঞান হবে—কবে আপনার পিতাকে চিনবে, কবে তারা আপন আপন কর্ত্তব্য বুঝবে,—কবে এ জগৎ সকলের পক্ষেই স্বর্গ হবে? আহা সে দিন কি সুখের দিন!

গীত।

প্রভু হে প্রভু হে, বলহে বলহে,
সে দিন পশিবে কবে এই ধরাতলে হে?
—মায়া নাহি রবে যবে, মেলিবে আঁখি সবে,
চিনিবে আপনে, পিতা তুমিই কেবল হে।
বুঝিবে আপন কাজ, না রহিবে দ্বেষ, ব্যাজ,
মোহে না ডুবিবে লোক মোক্ষ-সম্বল হে।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য—ভোলানাথের বাটী।

(চপলা ও ভোলানাথ আসীন)

চপলা। পোড়ার মুখো! আধপয়সার মুরোদ নাই, ওঁর আবার বড়মানুসি দেখ না। কি পোড়া কপাল আমার! আজন্ম একপদ গয়না পরতে পেলুম না, একখানা ভাল কাপড় পরতে পেলুম না; লজ্জায় ঘরের বা'র হয়ে পাঁচ জনার সঙ্গে আমোদ প্রমোদও এ পোড়াকপালে আর কখন ঘটল না। তা, আমার দশায় যা হোক, এতগুণো কাচ্ছা বাচ্ছা হয়েচে—এদের যে কি হবে, তা মুখপোড়া একবার চেয়েও দেখবে না। এতদিন ভাই ছিল, যা হোক একরকম চলে যাচ্ছিল। এর পর মুখে মুড়ো দেবে কে? তা, হতভাগা যদি আমার কথাগুণোও শোনে, তা হলেও আমার দুঃখ থাকে না। আমি যেমন করে হোক চালিয়ে নিতে পারি।—তাই বলি, ভাইটী তো গেল; এখন ছোট বয়ের হাতে যা কিছু আছে সেইগুলি যদি আত্মসাৎ করে নিতে পারি তা হলেও যা হোক, অনেকটা সুবিধে হয়; সে

অতি সুবোধ বোকা মেয়ে, দুটো মিনতি কল্লেই যা আছে সব ঢেলে দেবে। তা, উনি আবার বলেন 'তাই কি হয়—ওর কাছে কি কিছু চাওয়া যায়'। মর্ মর্। নিজের যদি এককড়ার ক্ষমতা থাকত, তাহলে একথা একদিন সাজত। তাই যখন নাই, তখন অন্য উপায় দেখতে হবে না?

ভোলানাথ। ভাই আমার এত কর্‌তো, তাতেও তোমার মন উঠল না। সে যে আপনার স্ত্রীর চেয়েও তোমাকেই অধিক মনে কর্‌তো। স্ত্রীকে আর সে কি দিয়ে গেছে? কেবল খানকতক গয়না বৈ ত নয়। আর সবই তো আমাদের গর্ভে ঢেলেছে। ছোট বউও তেমনি। সে তো আমাদের ছেলে-দিকে নিজের পেটের ছেলে ভাবে। আর আমা-দের যেন কেনা দাসী। আজ সেই হতভাগিনীর দুঃখ দেখে দুঃখিত না হয়ে তুমি চামারের কাজে প্রবৃত্ত, গায়ের চামড়া খানি পর্য্যন্ত তুলে নিতে চাও। ছি ছি! একথা বল্‌তেও তোমার একটু লজ্জা হয় না?

চ। লজ্জা কি আর তুমি আমার রেখেছ? দেখ নিতান্ত গরীব দুঃখী লোকেও যা না করে, তাও আমার কপালগুণে কর্‌তে হচ্চে! বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, ছেলের গু মুত ঘুচোনো—এই

গুণো কি ভদ্রলোকের কাজ? এর চেয়ে আমার গতর খাটিয়ে খাওয়াতেও মান ছিল। ছি ছি, আমি হাড়ে নাড়ে জ্বালাতন হচ্চি! মরণ তো হয় না।

ভো। আমার মত অক্ষম লোকের বিবাহ করাই অন্যায়। অন্যের উপায়ে যথেষ্ট সুখী হলেও স্বামী যে নিতান্ত অপদার্থ এই ঘৃণা স্ত্রীর স্বামীর উপর থেকে যায়। সেই জন্যই তোমার কোন বিষয়ে অভাব না থাক্‌লেও আমাকে এত ব্যাখ্যানা শুন্‌তে হয়।

চ। না না, আমার আবার অভাব কোথা? আমি রাজরাণী, রাজার ঘরণী, দেখছ কি। মর্‌ মর্‌, গলায় দড়ীও যোটে না?

ভো। দেখ রক্ষা কর। তোমার যা প্রাণ চায় তাই কর। আমি যখন নিজে অক্ষম তখন আর আমার মান অপমান কি?

(ভামিনীর প্রবেশ)

ভা। বড় বউ, দেখ ভাই, আমরাই যেন চোরের দায়ে ধরা পড়েছি। হুঁ কত্তেই কলঙ্কিনী নাম গগন ছেয়ে ফেলে। তা আমাদের কপাল গুণে বৈ ত নয়। বিধবা বলেই তো লোকের মুখ

ফোটে। সধবা হলেই তার সাত খুণ মাপ—
জারজ সন্তানও খারিজ না হয়ে আদরের জিনিস
হয়। হা রে পোড়া দেশ!

চ। কেন ঠাকুরঝি? হয়েচে কি?

ভা। বেশী কিছু নয় দিদি। বলছিলুম যে ছোট
বউকে সবাই সতী বলেই জানে।

চ। সে কি কথা লো?

ভা। কেন, চম্‌কে উঠ্‌লে যে? আমাদের গুণো গা সওয়া
হয়ে গেছে কি না। বিধবার পোড়া দশা আর কি।

চ। না ভাই তা নয়, কি বল্‌ছিলি বল।

ভা। বলব আর কি? আজ ছোট বউ নাইতে গিয়ে
কতক্ষণ ছিল জান তো। আমি মনে করি ছোট
দাদার শোকে জলেই ডুবলো না কি হ'ল দেখে
আসি। ওমা, গিয়ে দেখি না একটা সন্ন্যাসীর
সঙ্গে রঙ্গরস কচ্চে। আমায় আবার বলে "ওঁর
আশ্রয় নিলে সুখে থাক্‌বে"। সে যে পুরোণো-
পীরিত তার কোন ভুল নাই।

চ। (ভোলানাথের প্রতি) শুনলে? তাইতো বলছি
এই বেলা যো সো করে যা কিছু আছে বা র করে
নাও। বেশী ঢলাঢলি হলে হাতছাড়া হয়ে যাবে।
যখন বিধবা হয়েছে তখন ঢলাঢলি হতেও বড় বেশী
দিন লাগবে না।

ভো। (স্বগত) আমি মানুষ না কীট—কীটাণুকীট। বাড়ীতে একটা চাকরের যা অধিকার তাও আমার নাই। আমার মুখ পর্য্যন্ত পরাধীন। ছি ছি, সতীর মিথ্যা দোষারোপ—তার প্রতিবাদ করবারও আমার মুখ নাই। আমার বাড়ীতে মেয়ে কর্ত্তা। যার যা মন সে তাই করে। কলঙ্ক অপবাদের বোঝা আমাকে নিরীহ গাধার মত বইতে হচ্ছে। আমার জীবনে ধিক্। (প্রকাশ্যে) দেখ আমাতে যখন মনুষ্যত্ব কিছুই নাই—আমার যখন সকল কথাই অগ্রাহ্য, তখন আমায় কিছু জানাবার প্রয়োজন কি? তোমাদের যা ইচ্ছা তাই কর।

প্রস্থান।

চ। দূর হ মুখপোড়া। কি আমার বুঝিল মানুষটা, তাই ওঁর কাছে আবার যুক্তি নেবে।

(পঞ্চাননের প্রবেশ)

পঞ্চানন। কোথা গো দিদি? কি হচ্চে গো? ঘরে বসে লুকিয়ে লুকিয়ে আমায় ফাঁকি দিয়ে কি খাচ্চ তোমরা?

ভা। পাঁচু দাদা আমায় খালি খেতেই দেখে। তাই মরুক একদিন খাইয়েই দেখ না?

প। খাবে, এই তো কথা? সন্দেশের হাঁড়িটা কই গা?

ভা। এই রকম খাওয়ান তোমার? আচ্ছা নাও আমাদের খাওয়াই হ'ল।

প। বাঃ, তা বল্লে ছাড়ে কে? তোমরা না খেতে পার আমায় দাও।

ভা। আমাদের পেটে হাত বুলোও না? তা হলেই হবে।

প। দুর্ পাগ্‌লি! ও কথা কি?

(চপলার সন্দেশ প্রদান)

প। এই যে! তবে দেখছি আজ যাত্রাটা ভালই বটে।

ভা। সেজেগুজে কোথা যেতে হবে?

প। কোথা আর যাব দিদি? গোভাগাড়ে গরু পড়েছে, তার খাল তুলতে যাচ্চি।

ভা। সে কি কথা?

প। গোমস্তাগিরি চাকরি কচ্চি তাতেই বুঝতে পার। গোমস্তাদিকে চামারের কাজই কত্তে হয়। একটী গরীব প্রজা আজ দুবছর খাজনা দিতে পারে নাই, তাই তার ঘর দোর লুট করবার হুকুম হয়েছে।

ভা। তা, খালখানা দিয়ে মাংসগুলো বুঝি তোমার ভাগেই পড়বে?

প। দুর্ হতভাগি! আর খাব না, আমি চল্লাম।

চ। ছেলেগুলো ডাকছে বুঝি, দেখি।

প্রস্থান।

ভা। দাদা, ঐ দিকে যাচ্ছ, একবার দেখে যেও।

প। কি দেখে যাব?

ভা। দেখ, আজ তিন চার দিন আসে নাই, কোন খবরও পাই নাই। কিছু হ'ল নাকি বুঝতে পাচ্চি না। (ক্রন্দন)

প। সে কি দিদি, কেঁদে ফেল্লে যে? আমি কি পোড়াকপাল করে এসেছিলাম, এ সংসারে আমার জন্য কেউ কাঁদ্‌লে না। বরং আমি মলে লোকের হাড় যুড়োয়।

ভা। কেন পাঁচু দাদা, আমি যে কাঁদি?

প। তোমার কথা না শুনলেই কাঁদ।

ভা। না পাঁচু দাদা, সত্যি সত্যিই তোমায় না দেখ্‌তে পেলে আমার প্রাণটা কেমন করে।

প। দরকারের সময় খুঁজে না পেলে তা তো করবেই।

ভা। যাও যাও, তোমার ঐ কথাগুণো আমায় ভাল লাগে না। কোথা যাচ্ছিলে যাও।

প। যাচ্চি আমার রাইয়ের জন্য শ্যাম আন্‌তে। আমি যে তোমার বৃন্দে দূতী।

ভা। যাও বৃন্দে, শীঘ্র যাও। রাই তোমার বড়ই অধৈর্য্য।

প। এই দেখ, তাইতো বলি, আমি কাছে থাক্‌লে তোমার গায়ে যেন কাঁটা ফোটে।

ভা। বৃন্দে, রাইয়ের এ দশা দেখে কি তোমার একটু মায়া হয় না ?

নেপথ্যে। ঠাকুর ঝি !

প। আমি এখন আসি তবে।

প্রস্থান।

(চপলার প্রবেশ)

চ। ঠাকুর ঝি, তুই যা বল্‌ছিলি তা সত্যিই বটে ভাই। সেই সন্ন্যেসী মিন্‌ষে আমাদের বৈটকখানায় ব'সে তোর দাদার সঙ্গে কথা বার্ত্তা কচ্চে। মুখ-পোড়া সেই মতলবেই বুঝি বাড়ী পর্য্যন্ত এসেছে। কিন্তু ভাই, ওর ভাবভঙ্গী একরকমই দেখি। আমা-দের হারুদাদা ছেলে হবার ওষুধ চাইলে, তা বলে "হরিকে চাও, হরিই ওষুধ ; সেই ওষুধে সব রোগের শান্তি হয়। আমার কাছে অন্য ওষুধ নাই"।

ভা। ওমা সে কি কথা গো ? ওষুধ জানে না, সে কেমন সন্ন্যিসী ? আমি কত সন্ন্যিসীর কাছে কত ওষুধ পেয়েছি। সে দিন এক সন্ন্যিঁসীর কাছে পেট-পড়ার ওষুধ, আর পুরুষ-বশের ওষুধ পেয়েছি।

চ। কিন্তু ভাই, ওর কথাগুনি বড় মিষ্টি। কথা শুন্‌লে দুষ্টলোক ব'লে বোধ হয় না। কতকগুণি কথা এমনি বল্লে আমার মন ভিজে গেল। তোর দাদা তো গলে গেছে।

ভা। তবে হয় তো ও যাদুমন্ত্র জানে গো। ওকে দেখে আমারও যেন প্রাণটা কেমন করে উঠেছিল। রূপখানি মন্দ নয়। তোমারও মন টলমল করিয়ে দিয়েছে।

চ। না ভাই, তোর মত আমার মন টলে নাই। তবে আমার অন্তরটা যেন আলো আলো লাগছে, মনের ময়লাগুণো আমার নজরে পড়ছে—মনে যেন কত কাঁটা খোঁচা পোরা আছে, সেইগুণো যেন আমায় বিঁধতে আস্‌ছে।—না না, তা দেখলে আমার ঘর চলে কই? আমিতো আর ভিকিরী সন্ন্যিসী নই? আমার ছেলেপিলে আছে, ছেলেদের মুখ পানেও তো তাকাতে হয়?

ভা। দিদি, আমার কাছে উড়্‌বে? ছেলে পিলে ত্যাগ করে সন্ন্যিসী হতে চাও, কার জন্য দিদি? রূপ দেখে এমনিই মজেছ, আবার বল আমার মন টলে নাই? না দিদি, ও সব খামখেয়ালি ছেড়ে দাও। সন্ন্যেসী কি আর তোমায় গয়না দিতে পারবে, না ভাল কাপড় দিতে দিতে পারবে, না ভাল খেতে দিতে পারবে? সংসার ছাড়া কি সুখ আছে দিদি?

চ। চোরের মন কাপাশ কাপাশ। আমি কি বল্লুম, আর তুই কি বুঝলি।

ভা। তুমি যাই বল দিদি, আমি তো বলি সংসার ছাড়া সুখ নাই। তবে কাঁটা খোঁচা আছে বৈ কি। কিন্তু তা বাছলে চলবে কেন?

চ। তা বটে ভাই। চল্ তবে এখন ছোট বোয়ের কাছে যাই, গয়নাগুণো এইবেলা আদায় করে নিই।—না না, তাতে কাঁটা।

ভা। হ্যাঁগা দিদি, কাঁটা বলে কি কেউ মাছ খাওয়া ছাড়ে?

চ। তা বৈ কি। সোনার চুবড়ি হাতে পেয়ে কেন ছাড়ি? চল।

উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য—পথ।

(কান্তিভূষণ ও শ্যামসুন্দরের প্রবেশ)

কান্তি। কি ভায়া, আজ কোথা চার ফেলেছ?

শ্যাম। আজ ভাই বড়পুকুরে। সেখানে বড় আমদানী। খাতাবেঁধে আসে।

কা। টোপ নেয় কি? না, যাওয়া আসাই সার?

শ্যা। দেখেও প্রাণ ঠাণ্ডা হয় দাদা।

কা। চেত্তলের পট্‌কানিতে যেন একেবারে ঠাণ্ডা করে দেয় না।

শ্যা। তখন গুঁতে সট্‌কাব।

কা। আচ্ছা ভাই, এরকম করে প্রাণটী হাতের মুঠোয় রেখে ও কাজের ব্রতী হওয়ায় লাভ কি বল্‌তে পার?

শ্যা। লাভ অলাভ তোমার কাছে তো আর ছাপা নাই দাদা।

কা। না, আমি এমন নারকী নই।

শ্যা। নারকী কেন হবে দাদা? তুমি প্রেমের নায়ক।

কা। বুদ্ধিখানিও তেমনি।

শ্যা। আমরা তো আর পাশ করি নাই ভাই? পাশের প্রেম কেমন করে বুঝব? আশ পাশ জানি না, যাই সোজা পথে। ভাঁজ না শিখ্‌লে আর তোমাদের কাছে সৎলোক হওয়া যায় না। তা যাই হোক ভাই, সুন্দর জিনিস চোখের দেখা দেখ্‌ব, তাতে আর দোষটা হ'ল কি?

কা। হ্যাঁ ভাই, রমণীর মুখ কি এতই সুন্দর? জগতে যত জন্তু আছে, দেখি তো তাদের মধ্যে নরগুলোই বেশী সুন্দর। সিংহীর চেয়ে কেশর-যুক্ত সিংহ

কত সুন্দর; গাভীর চেয়ে বলীবর্দ্দ কত সুন্দর; মুর্‌গীর চেয়ে চূড়াধারী মোরগ কত সুন্দর; মেষ, হাঁস, পায়রা সকলের মধ্যেই তাই। একটু বিশেষ নজর করে দেখ্‌লে, মানুষের মধ্যেও তাই দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের শ্মশ্রু কি শোভার জন্য নয়? পুরুষেই তো সৌন্দর্য্য বেশী, তাই দেখে প্রীত হও না কেন?

শ্যা। তুমি তবে ভাই একটা পুরুষ বিয়ে কর!

কা। তবে দেখছি তোমার শুধু সৌন্দর্য্য দেখা নয়। সৌন্দর্য্যের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ আছে। তা হলেই বোঝ, রমণীর মুখ কেন এত সুন্দর দেখায়। সে দৃষ্টিতে মদনের সংস্পর্শ আছে, তাতেই এত মনোহর! তা নইলে মা বোনকে দেখে প্রীত হওনা কেন?

শ্যা। আচ্ছা ভাই, তাই বা হ'ল। কিন্তু শুধু দেখায় দোষ কি? দৃষ্টি তো নির্দ্দোষ।

কা। নির্দ্দোষ! দূষিত চিন্তা সে দৃষ্টির সাথের সাথি। তাতে মন নিস্তেজ হয়, দেহ ক্ষয় হয়, লোভ দ্বেষাদি দুরন্ত রিপু মনকে সদাই দগ্ধ করে। তাতে নিজের ক্ষতি, সমাজের ক্ষতি—সমাজ-শৃঙ্খলা একেবারে উচ্ছিন্ন হয়—সংসারে সুখের লেশ পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়।

শ্যা। তা হ'ল তো বয়ে গেল।

কা। তবে কি তুমি সুখ চাও না? তা হলে এ সামান্য ক্ষণিক সুখের জন্যও এত লালায়িত কেন?

শ্যা। দেখ ভাই, নিজের মনটা বুঝে দেখ। তোমার মনে কি লালসা নাই—তোমার মন কি কখন বিচলিত হয় না?

কা। বিচলিত হলেও পাপ-চিন্তাকে প্রশ্রয় দিই না। আমাদের মন যোগী ঋষিদের মত নয় যে রূপে আকৃষ্ট হয় না। তা ব'লে তার বশবর্ত্তী হওয়া উচিত নয়।

শ্যা। মনের গতি রোধ করা কি সহজ কথা ভাই!

কা। তা ব'লে চেষ্টা করা কি উচিত নয়?

শ্যা। ও সব কি আমাদের থেকে হয়? আর, কার সঙ্গে কি সম্বন্ধ ভাই? মরে গেলে সমাজের সঙ্গেই বা কি সম্বন্ধ, আর নিজের শরীরের সঙ্গেই বা কি সম্বন্ধ? যতদিন বেঁচে থাকি, আমোদ প্রমোদে কেটে যাক,—আর যা দুঃখ মরে গেলেই শেষ হবে, তার জন্য আর কি?

কা। তুমি মর তার ক্ষতি নাই। কিন্তু তোমার জন্য অপরে কেন মরে? অসতের জন্য সৎ কেন কষ্ট পায়? তাহলে সতের সুখ কৈ? সংসারে সুখ কৈ? তবে সুখ দুঃখ কি? পাপ পুণ্যই বা কি?

পাপ যদি পরিহরণীয়, তবে জগতে পাপ কেন? পাপের স্রোত যখন এত প্রবল, তখন কেমন করে বুঝব পাপ ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়, পাপে ঈশ্বরের কর্ত্তব্য সাধন হয় না? পাপ পুণ্যে ভেদ কৈ? তবে সুখ দুঃখে ভেদ কেন?

(পঞ্চাননের প্রবেশ)

প। (শ্যামকে লক্ষ্য করিয়া) এই যে ভায়া এখানে। ভায়া যে পাবড়িফাটা তুলোর মত ফুর ফুর করে উড়েই বেড়াচ্চ।

কা। ঠিক্ উপমা দিয়েচ পাঁচু দাদা।

প। দাদা বাবু, আমি আর দাদা নই, এখন দিদী। আমি ব্রজের দূতী; নাম—বৃন্দে।

শ্যা। তবে বৃন্দে ব্রজের খবর কি?

প। তুমি তো এখন মথুরায় রাজত্ব কচ্ছ, কিন্তু রাই যে আর বাঁচে না।

কা। রাইটা কে পাঁচু দাদা?

শ্যা। সে কথা তোমার শুনে কাজ নাই।

(পঞ্চাননের কাণে কাণে কথা)

কা। দেখ শ্যাম, আমার শুনতে কিছু বাকী নাই, বুঝতেও কিছু বাকী নাই। তুমি যে বাড়ীতে যাতা-

য়াত কর, সেখানে একটী সতী থাকে, সে সম্প্রতি বিধবা হয়েছে—সেই জন্যই আমার আশঙ্কা।

শ্যা। তাতে আর আশঙ্কা কি ভাই? সে তো আর তোমার মাগ নয়? না, মনে মনে প্রাণ সঁপেছ?

কা। ছি ছি, তুমি অতি নীচ।

প্রস্থান।

শ্যা। যাও, তোমার গুণাগুণ আমাকে ছাপা নাই। তবে মুখের সাপ্টানিটা খুব আছে। এদিকে হয় তো তারই যোগাড়ে চল্লো। কিন্তু দাদা আমি আবার চোরের উপর বাটপাড়ি মেরে থাকি।

প। না হে বুঝছ না। দাদাবাবু যদি রাগের চোটে সব প্রকাশ করে ফেলে, তবেই সব ফাঁকা হবে। ও বড় সোজা লোক নয়।

শ্যা। এমন বৃন্দে যখন দূতী, তখন আর জটিলে কুটিলে আমার কি কত্তে পারে?

প। তা তো বটেই। কিন্তু ভাই শুনছি সে ছুঁড়ীটা না কি একটা সন্ন্যাসীর সঙ্গে যুটে পড়েছে।

শ্যা। বটে বটে, একব্যাটা সন্ন্যাসী এই খানে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় বটে।

প। তা, তার জন্য ভয় নাই। এমন নব্য ছোকরার কাছে সন্ন্যিসী মন্ন্যিসী কল্কে পাবে না।

শ্যা। তা যাই হোক, এখন একবার গোপনে দেখা করবার উপায় কি বল দেখি।

প। তার সুবিধে আছে, ছুঁড়ীকে সন্ন্যাসীর হাওয়া লেগেছে কি না? সে এখন ব্রহ্মচারীর মত বাগানে সময়ে সময়ে একলা বসে থাকে। আমার সঙ্গেই চল না, হয়তো এখনি দেখতে পাবে।

(একজন নগ্‌দীর প্রবেশ)

ন্। সরকার জি, বড়া মুস্কিল হুয়া। আপ্‌কো হুকুম্ মাফিক্ হাম্ হারুকা ঘর জ্বালা দিয়া। লেকিন্ ওসি ঘরমে এক্‌ঠো রাণ্ডি থা, ওবি জ্বল্‌গিয়া।

প। হারু কাঁহা?

ন। উন্‌কো পাঁড়ে কো সাথ্ মহারাজকো পাস্ ভেজ্ দিয়া।

প। বেশ্ বেশ্। কিন্তু রাণ্ডি ফাণ্ডি কেয়া বল্‌চো? কাঁহা রাণ্ডি?

ন। রাণ্ডি তো মর্‌গিয়া জি। উন্‌লোক হারুকা রাণ্ডি থা।

প। উঃ! ব্যাটা বড়মানুষের ছেলে কিনা, তাই রাণ্ডি রাখতে গেছে! ও শালা রাণ্ডি কোথা পাগা?—তবে কি যার জন্য এত, তাকেই হারালাম না কি? ওস্‌কো স্ত্রী তো নয়?

ন। হাঁ হাঁ, ইস্ত্রি, ইস্ত্রি।

প। অ্যাঁ অ্যাঁ, বলকি রামসিং, বলকি রামসিং। আমার রমণী পুড়ে মরেচে? অ্যাঁ, আমার এত চাতুরি সব বিফল হ'ল! হেরো ব্যাটার তিন বছরের খাজনা গাপ করে তাকে চালান দেওয়া গেল কিসের জন্য? আমার প্রেমের পথের কাঁটা ঘুচুলাম কিসের জন্য? শেষে সব ফাঁক!—আমার যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল হয়েচে, আরও কত হবে। এ্যাঁ, এ্যাঁ, ভাই কি হবে? এই বার তোমার বুন্দেকে রাখ।

শ্যা। ভয় কি ভাই? রাজার ঘরের কথা অমন কত হ'য়ে থাকে। বড়লোকে কি না ক'ত্তে পারে? কত বড় বড় ক্ষুণ গাপ হ'য়ে গেল, তা এতো কোন ছার!

প। তা বটে ভাই। কিন্তু আমি যে কত আশা ক'রে ছিলাম।

শ্যা। বেশী আশাটা কিছু নয়। সবাই যা চায় তা যদি পেতো, তা হ'লে কি সংসারে কষ্ট থাকৃতো? নাও এখন চল। যা হবার তা হবেই, তার জন্য দুঃখ করা বৃথা।

প। রমণী, রমণী, আমার চূড়ো মাথায় রমণী, আমার কুলফুল নাকে রমণী, আমার হাঁসুলি গলায় রমণী, আমার বাউটী হাতে রমণী, আমার বাঁক পায়ে

রমণী, আমার গোয়ালকাড়া রমণী, আমার ধানভানা রমণী, আমার এমন সাধের রমণী কোথা গেল?

সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য—উদ্যান।

(জ্ঞানদা ধ্যানে নিমগ্না)

(মৃদুপদবিক্ষেপে সন্ন্যাসীর প্রবেশ)

স। আহা হা, কি রমণীয় দৃশ্য! সতী মৃত পতির ধ্যানে রত। এই তো স্বর্গ। জ্ঞানদা দেবী। জ্ঞানদাতে পার্থিব কিছুই লক্ষিত হয় না। বিধাতা যেন সমস্ত রম্য বস্তু দিয়া উহাকে সৃজন করেছেন। কিন্তু আমার সঙ্গে উহার এত সাদৃশ্য কেন? লোকে বিশেষ লক্ষ করিয়া দেখিলে আমাদিগকে এক-গর্ভেজাত বলিয়া বোধ করিবে। কিন্তু তাহা কেমন করিয়া সম্ভবে? বিধাতার রহস্য ভেদ মানুষের অসাধ্য!

জ্ঞা। (ধ্যানে) প্রাণেশ্বর, তুমি মুক্ত হ'য়েও মুক্তি পেলে কই? তুমি যখন আমাতেই বন্দী, তখন আর তোমার মুক্তি কোথা? তোমার মন আমাতেই রত, তোমার সুখ দুঃখ আমাতেই, তা আমি বেশ জানি। তবে দেহী মাত্রেরই যখন যাতনা আছে, তখন সে যাতনা থেকে তো মুক্ত হতে পার নাই। ভগবন্, নারীদেহের স্বামীই কর্ত্তা, স্বামীই কারক; তবে সেই স্বামী অবর্ত্তমানে এ দেহ তোমার কি কর্ত্তব্য সাধন ক'ত্তে পারে? এ দেহ তো এখন চাকাভাঙ্গা গাড়ীর মত। তবে এ দেহ রাখবার তোমার প্রয়োজন কি? প্রভু, আমায় মুক্তি দিয়ে আমার স্বামীকে মুক্ত কর। প্রভু, তোমার চরণে আমাদের স্থান দাও।—হৃদয়েশ, তুমি যদি আমায় না ভালবেসে ঈশ্বরে মতি দিতে, তা হ'লে আজ তো তুমি মুক্ত হ'তে পাত্তে। তবে দেখছি আমিই তোমার মুক্তি পথের কণ্টক।

স। না সতি, তুমিই তাঁর মুক্তিপথের সোপান। দেখ, মানুষের মন কখন খালি থাকে না। কিছু না কিছু চায়। বিষয় বিলাসেই বেশী রত দেখতে পাওয়া যায়। তা হ'লে তার কখনই মুক্তি নাই। ঈশ্বর-প্রেমে মতি দেওয়াও সহজ নয়, সকলের সাধ্যে হ'য়ে ওঠে না। তবে প্রণয়িনী প্রেমের উত্তেজক।

সেই প্রেম ক্রমে বিস্তার হয়ে অবশেষে ঈশ্বরে লীন হয়—তখনই মুক্তি।

জ্ঞা। প্রভু, তিনি তো সে প্রেমের বিস্তার না হ'তে হ'তেই দেহ ত্যাগ করেছেন। তবে তাঁর মুক্তির উপায় কি?

স। তাঁর প্রাণ যখন তোমাতেই, তখন তাঁর মুক্তিও তোমার হাতে। তুমি সেই প্রেমের বিস্তার কর—তোমাদের প্রেম ঈশ্বরে সমর্পণ কর। যতদিন দেহ আছে ততদিনই তুমি কার্য্যক্ষম। দেহ পতনের পূর্ব্বে কার্য্য শেষ করা চাই।

জ্ঞা। প্রভু, এ দেহ পতন হ'লেই তো আমরা মুক্ত। আমাদের মন তো বিষয়-বিলাসে নয়। আমরা পরস্পর সংযোগেই সুখী। উভয়ের মিলন ভিন্ন আমাদের অন্য বাসনা নাই।

স। কিন্তু তোমাদের প্রেম পার্থিব। ঈশ্বরে প্রাণ সমর্পণ না ক'ল্লে মুক্তি হয় না।

জ্ঞা। আমার সে মুক্তিতে কাজ কি প্রভু? স্বামী-সহবাসে সুখে থাকব এর চেয়ে আর অধিক প্রার্থনীয় কি?

স। (স্বগত) কে আসছে। আমি একটু অন্তরালে থাকি। (অন্তরালে স্থিতি)

(চপলা ও ভামিনীর প্রবেশ)

জ্ঞা। প্রভু, একথার উত্তর দাও। নীরব কেন? তুমি কি বিরক্ত হ'লে? আমি তোমার চরণ অবহেলা ক'রে স্বামীসহবাস চাই ব'লে কি তুমি ক্ষুব্ধ হ'লে? প্রভু, তুমি যে পিতা। পিতা ভক্তির পাত্র। প্রেমের ভাগী তো স্বামী।

নেপথ্যে। হরি পিতা, হরিই স্বামী; হরি মাতা, হরিই স্ত্রী; ভ্রাতা বন্ধু একা হরিই—হরি একে সব।

জ্ঞা। কোথা হরি, কোথা হরি? (চক্ষুরুন্মীলন)

চ। কার সঙ্গে কথা কচ্ছিলি বোন্?

জ্ঞা। কই, আমার হরি কোথা গেল, তোমরা জান?

চ। তুমি কি স্বপন দেখছ না কি? হরি কে বোন্?

জ্ঞা। তোমরা কি কিছু শোননি?

চ। হাঁ শুন্‌লাম। কে যেন হরি হরি করে কি ব'ল্লে।

ভা। ঠিক্ যেন সেই সন্ন্যাসীঠাকুরের মত গলার আওয়াজ। তবে কি সেই তোমার হরি?

জ্ঞা। তিনি আমার গুরু। তাঁরই কৃপায় আমি হরিকে চিনেছি।

চ। (স্বগত) ওঃ! আবার সেই সন্ন্যাসী, সেই কথা, সেই আলো আমার অন্তরে জেগে উঠ্‌লো। আমি পারব না, পারব না, চাইতে পারব না। কাজ নাই আমার সোনাদানায়।

ভা। বড়বউ কি ভাবচ গা? যা ব'লতে এলে বল না।

চ। আমি আবার কি ব'ল্‌তে আস্‌ব?

ভা। সেকি বড়বউ? তোমার কি ছেলেপিলে নাই? স্বামী তোমার অক্ষম। এখন তাদের মুখপানে চায় কে? ছোট ব'য়ের শরীরে কি মায়া দয়া নাই? অবশ্য আছে। উনি তেমন লোক ন'ন।

জ্ঞা। দিদি, ছেলেদের কি কিছু অভাব হয়েচে? বল না দিদি। আমার কাছে ব'ল্‌তে তো কখন লজ্জা কর নাই দিদি? তোমার ছেলে কি আমার ছেলে নয়? আমি ছেলেদের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারি, তা তো তুমি জান। আমাকে উপায়হীন দেখে কি তুমি লজ্জা কচ্ছ? কিন্তু প্রাণ তো এখনও আছে দিদি। এই চাবিটী নাও। আমার কাছে আর কিছু নাই, কেবল খানকতক গয়না বাক্সে পড়ে আছে। তাতেই এখন আবশ্যক মিটতে পারে।

চ। না না, এখন কিছুরই আবশ্যক নাই। কেন তুমি গয়নাগুণি নষ্ট ক'রবে?

জ্ঞা। সে কি দিদি? আমি আর গয়না নিয়ে কি ক'রব? স্ত্রীলোকে গয়না পরে কেন?

চ। কেন? পাঁচজন দেখবে শুনবে।

জ্ঞা। না দিদি। পাঁচ জনের জন্য গয়না নয়। কেবল

স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্যই গয়না। তবে বেশ্যারা দশজনকে দেখায় বটে, কেন না তাদের প্রণয়ী বিস্তর। আমার স্বামী আজ স্বর্গে। পার্থিব গয়নাতে তিনি তুষ্ট নন। তবে আমার গয়নায় প্রয়োজন? তা না হলেও, আমি জানি গয়নায় কখন স্ত্রীলোকের শোভা বৃদ্ধি করে না। বরং তাতে তার হীনমতির পরিচয় দেয়।

ভা। তা তো বটেই ভাই। বিধবাতে আর কে কোনকালে গয়না পরে? তবে হার বালাটা না হলে নেহাৎ বুচো বুচো দেখায়।

জ্ঞা। সে কি ভাই? স্বামীই স্ত্রীলোকের ভূষণ। সে ভূষণের অভাব কি হার বালাতে ঘোচে? তবে হরিনামই বিধবার একমাত্র ভূষণ, হরিধ্যানই একমাত্র কর্ত্তব্য।

ভা। তাই ভাই এবার হরিনামের ছাবই গায়ে গোটাকতক মারব, আর ব'সে ব'সে মালা ঠক্‌ঠকাব।

জ্ঞা। গায়ে ছাব মারলে সাজে না ভাই, অন্তরে ছাব মারা চাই। মালা ঠক্‌ঠকালেই ধ্যান হ'ল না, মনকে স্থির ক'রে সেই হরিচরণে সমর্পণ ক'রতে হয়।

(পঞ্চানন ও শ্যামের প্রবেশ)

(জ্ঞানদা ঘোমটা টানিয়া পলায়নোন্মত)

শ্যা। কেন ভাই, আমি কি তোমার ভাসুর, যে আমাকে দেখলেই ঘোমটা দিয়ে পালাও ?

চ। কই ভাই, ওতো ভাসুর শ্বশুরের কাছে ঘোমটা দেয় না। তবে বনাই নন্দাই দেখলেই অমনি করে। সব উল্টো বিচার।

ভা। তা দিদি, যে যেমন বোঝে সে তেমন ক'রবে। কিন্তু পুরুষগুণোর রকম দেখদেখি—ফোটা ফুলে মন ওঠে না, অফুটন্ত যেন মধু ভরা। (শ্যামের প্রতি) চল, পা টা ধোবে, জলটল খাবে চল।

শ্যা। (স্বগত) সব ভণ্ড হলো। (প্রকাশ্যে) চল।

পঞ্চানন, শ্যাম ও ভামিনীর প্রস্থান।

চ। হ্যাঁ বোন্ তুমি এমন লজ্জা কর কেন ?

জ্ঞা। দিদি, পরপুরুষের সঙ্গে ঠাট্টা তামাসাটা কি ভাল ? আমাদের সমাজে এইটে বড় দোষ। জামাই বেয়াই এলে টাট্টা তামাসা যেন ক'ত্তেই হবে। না ক'ল্লে গিন্নিরা আবার রাগ করেন। কিন্তু সেটা কি ভাল ? এতে অনেক সময় কুফলও ফ'লে থাকে। এদিকে আমাদের সমাজে পরপুরুষের সঙ্গে কথা কইলে, এমন কি মুখ পর্য্যন্ত দেখালেও দোষ হয়। অথচ জামাইয়ের সঙ্গে রঙ্গরস ক'ল্লেও দোষ হয় না। সে কেমন কথা দিদি ?

চ। তা বোন্ বরাবর যা হ'য়ে আস্চে তাতে আর দোষ কি ?

জ্ঞা। এ সংসারে ভাল মন্দ দুইই হ'য়ে আসচে। তা ব'লে কি মন্দটাও ক'ত্তে হবে ? তবে আর ব্যভিচার ক'ত্তে দোষ কি ? তাও তো বরাবর হ'য়ে আসচে।

চ। এটাকে তো সবাই মন্দ ব'লে ভাবে না।

জ্ঞা। ব্যাভিচার আবার কাকে বলে দিদি ? পরপুরুষের সঙ্গে রঙ্গরস করা কি ব্যভিচার করা নয় ? বাসর-ঘরে যে কাণ্ড হয়, তাকে কি ব্যভিচার ব'লব না ?

চ। কিন্তু বোন্ রঙ্গরস না ক'ল্লে, ক'া কইতে দোষ কি ?

জ্ঞা। দেখ দিদি, ভাই টাইএর সঙ্গে কথা কওয়া সে এক কথা, আর জামাই বেয়াইএর সঙ্গে কথা কওয়া আর এক কথা। বরাবর একত্রে থেকে ভাই টাই আত্মীয় সজনের প্রতি আমাদের স্নেহ জন্মায়— তাদের সঙ্গে স্নেহের সম্বন্ধ আছে। কিন্তু জামাই বেয়াই, আর পরপুরুষে তফাৎ কি ? তবে পুরুষেয় মন বুঝে, চরিত্র বুঝে, সম্বন্ধ বুঝে কথা কইতে দোষ নাই। কিন্তু পুরুষের অন্তর বোঝাও বড় কঠিন। আজ কাল দেখি, অনেক রঙ্গিনীর চাঁদমুখ বাড়ীতে অদৃশ্য, কিন্তু বাইরে দর্শন ছেড়ে সুধাদানেও বিমুখ নয়;

চ। তুমি যা ব'লচ তা সত্য, কিন্তু আমাদের কেমন অভ্যাস হ'য়ে গেছে দুটো কথা না ক'য়ে থাক্‌তে পারি না।

(পত্রবাহকের প্রবেশ)

প, বা। মা-ঠাকরুণ, একখানা চিঠি আছে।

জ্ঞা। কার চিঠি?

প, বা। আপনাকেই বুঝি দিয়েছেন।

জ্ঞা। আমায় চিঠি দেবে কে? না আমার চিঠি নয়।

চ। কৈ দেখি! (পত্র গ্রহণ)। তোমারই তো শিরোনামা বোন্?

জ্ঞা। আমার শিরোনামা? সে কি? দিদি, তুমি প'ড়বে তো পড়, না হয় ফিরিয়ে দাও।

চ। (পত্র পাঠ)

"ভগিনি, দুষ্ট শ্যামসুন্দরকে সর্প বলিয়া জানিও। সাবধান, যেন দংশন না করে! বিষ বড় ভয়ঙ্কর।

ভ্রাতৃস্থানীয়—
শ্রীকান্তিভূষণ।"

ও মা সে কি গো?

জ্ঞা। আশ্চর্য্যের কথা কি দিদি? আমি ওর কাছে বরাবরই সাবধান।

চ। চল বোন্ বাড়ী চল। এমন ক'রে বাগানে একলা আর থেকোনা।

জ্ঞা। ভয় কি দিদি? হরি আমার সহায়।

চ। এস এখন, বেলা গেছে।

জ্ঞানদা ও চপলার প্রস্থান।

প, বা। আহাহা, কি রূপ! এমন চিঠি আমি মিনিপয়সায় রোজ পাঁচ শ খানা ক'রে বিলি কত্তে পারি। গোলামকে লোকে হতগ্রাহ্য করে। কিন্তু গোলামীর চেয়ে সুখ কিসে? দেখ, রাজরাজড়ারাও যে ধন সহজে দেখতে পায়না, আমাদের তা দেখে দেখে চোখ খরে যায়। আবার দেখে শুনে বাড়ী ঢুক্‌তে পাল্লে রাজ-ভোগে রাজার আদরেও থাকা যায়। মানেরই বা কসুর কি? বড় বড় বাবুদের চাকরের যত দেমাক বাবুদের তত নয়।

(পঞ্চানন ও শ্যামের প্রবেশ)

প। কৈ! পালিয়েচে। (পত্রবাহকের প্রতি) তুই ব্যাটা এখানে কেন?

প, বা। আজ্ঞে, দাদাবাবু পাঠিয়েছিলেন, একখানা চিঠি দিতে।

প। কাকে চিঠি দিলি?

প, বা। এই বাড়ীর মাঠাকরুণদের।

প। আচ্ছা তুই যা। (পত্রবাহকের প্রস্থান) দেখলে ভায়া! ব্যাটা বড় পাজি। ব্যাটা ছোটলোকের

ছেলে, আজ না হয় জমীদারের পুষ্যি-এঁড়ে হয়েচে। তবু নীচ জাত কি না? মন ছোট। যা হোক ব্যাটাকে জব্দ না ক'ল্লে চ'ল্‌বে না। শুধু জব্দ নয়, ব্যাটাকে বাড়ী ছাড়া ক'ত্তে হবে।

শ্যা। তোমার অসাধ্য কি আছে দাদা? এখন যা ক'রে পার আমায় জ্ঞানদা-রতণ মিলিয়ে দাও। দাদা, এখান ছেড়ে যেতে ইচ্ছে ক'চ্চে না। মনে হ'চ্চে যেন এখনি আবার সে চাঁদের উদয় হবে। মন অমাবস্যা মান্‌চে না।

প। ভাই সবুরে মেওয়া ফলে। অত উতলা হ'ওনা। চল এখন এদিককার যোগাড় দেখা যাক।

উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—হরিবাবুর কাছারি।

(পঞ্চানন ও মালাহস্তে হরিবাবু আসীন)

হরি। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ। তিন নম্বর মহলের আদায় পত্র কতদূর? হরে কৃষ্ণ—

পঞ্চানন। আজ্ঞে প্রায় সব আদায় হ'য়েছে। আর সেই প্রজাকে হাজতে রাখা হ'য়েছে।

হ। বেশ ক'রেছ। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ। সে ব্যাটার ঘর দোর লুট করে কি পাওয়া গেল? হরে কৃষ্ণ—

প। আজ্ঞে সে অতি গরীব। বাড়ীতে তার যৎ-সামান্য জিনিস পত্র ছিল মাত্র; তাতে খাজনার অর্দ্ধেক রকম আদায় হয়েছে।

হ। হরে কৃষ্ণ। তার স্ত্রীর গায়ে অলঙ্কার ছিল না? হরে কৃষ্ণ—

প। আজ্ঞে দুগাছা শাঁখা মাত্র। তাও তো আগুনে ভস্ম হ'য়ে গেছে।

হ। ভস্ম হ'য়েছে সে কি?

প। (কাঁদিতে কাঁদিতে) হুজুরের কাছে তা আর গোপন ক'রে কি হবে? যখন সে বাড়ীতে আগুন লাগান যায়, তখন ঐ স্ত্রীলোক ঘরের ভিতর কোথা লুকিয়ে ছিল, আমরা জানতাম না। কাজেই পুড়ে মরেছে।

হ। হাঃ হাঃ হাঃ। তার জন্য আবার কান্না কেন? তবে মেয়ে মানুষ ব'লেই যা হোক। বোধ হয় সুন্দরী ছিল না? হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ।

প। আজ্ঞে না। অতি কদাকার, অতি কদাকার।

হ। তবে বেশ হ'য়েছে, বেশ হ'য়েছে।

প। হুজুর, ছোটলোকের ঘরে সুন্দরী মেলে না। ময়লা চা'লে ময়লাই জন্মে থাকে। তবে হুজুর রাএদের বাড়ীতে যা দেখেছি তা একেবারে সৌন্দর্য্যের চৌদ্দপুরুষ। আপনিও বোধ হয় এমন কখন দেখেন নাই।

হ। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ। বল কি হে? তাদের সঙ্গে তো আমার বরাবরই বিবাদ। তা, যোগাড় দেখ না; আহার ওষুধ দুইই হবে।

প। কিন্তু হুজুর একটা সন্ন্যাসী তার পাছু লেগেছে। সে ব্যাটাকে আগে দেশ ছাড়া ক'র্ত্তে হবে।

হ। (সরোষে) উস্কো পাকড় লেয়াও।

প। যে আজ্ঞে হুজুর। হুজুরের কাছে আর একটী নিবেদন আছে। কান্তি বাবু আমাদের সকল কাজেই ব্যাঘাত দেন; তার একটা উপায় না ক'ল্লে মঙ্গল নাই।

হ। না হে, অমন কথা ব'ল' না। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ। তোমরা আমাকেই হুজুর ব'লে জান। কিন্তু আমারও আবার হুজুর আছে। তোমার মাঠাকরুণ কান্তিকে বড় ভালবাসে। তার ওপর কি আমার কথা চলে ?

প। হুজুর আপনি জগতের ওপর কর্ত্তৃত্ব কচ্ছেন, অবলার কাছে হা'র মানেন কেন ?

হ। মেয়ে মানুষ অবলা কে বলে হে ? বড় বলে—যে গালাগালির চোট্!

প। আজ্ঞে, অক্ষম তো বটে ?

হ। বাবা, ঝাঁটার চোটে দাঁড়ায় কার সাধ্য ?

প। আজ্ঞে, স্ত্রী তো দাসীর স্বরূপ।

হ। দাসী, না প্রভু ? আমরাই গোলাম। দেখ, পুরুষে রোজগার করে, স্ত্রীর সেবা করবার জন্য। তবে পুরুষই সেবাদাস নয় ?

প। আজ্ঞে তা তো দেখছি। তবে মেয়েমানুষের কিসে এত জোর ?

হ। ওদের শক্তি মোহিনীশক্তি। সেই শক্তির প্রভাবে

পুরুষকে ভেড়া বানায়। দেখ নাই, যাদুতে কি না করে?

প। আজ্ঞে রূপই তো সেই মোহিনীশক্তি। তবে স্ত্রী রূপবতী না হ'লেও অনেকে ভেড়া বনে কেন?

হ। কে ব'ল্লে রূপই মোহিনীশক্তি? একটা কথা আছে জান, "যার যাতে মজে মন, কিবা হাড়ী কিবা ডোম।" রূপ নাই তো কিসে মন মজে? সেটী যে কি, তা আমরা বুঝতে পারি না।

প। আজ্ঞে হুজুর যা ব'লছেন তা ঠিক। তবে যারা ভেড়া বনে তাদের তো পুরুষত্ব কিছুই থাকে না। অথচ যে স্ত্রী ভেড়া বানাতে না পারে—যার মোহিনীশক্তি নাই—সে তো স্ত্রী ব'লেই গণ্য হ'তে পারে না। তা হ'লে দেখছি মেয়েমানুষ সংসারের ক্ষতিই ক'রে থাকে। কেননা তারা পুরুষের পুরুষত্ব হরণ করে।

হ। না হে না, তা নয়। স্ত্রী হ'চ্ছে সংসারতরণীর কাণ্ডারী, পুরুষ দাঁড়ী মাত্র। মাঝি নৌকা বাইতে পারেনা, তবে পথ দেখিয়ে দেয়। দাঁড়ী নৌকা বায়, কিন্তু মাঝি না থাকলে নৌকা ঘুরেই বেড়ায়। তেমনি পুরুষে সংসার চালায় বটে, কিন্তু স্ত্রী না থাকলে সোজা চ'লতে পারে না, ঘুরেই বেড়াতে হয়। তবে মাঝি আনাড়ি হ'লে যেমন দাঁড়ী সোজা

চালাতে পারে না, তেমনি স্ত্রী ভাল না হ'লে পুরুষ সংসারে ভাল কাজ ক'ত্তে পারে না। তা হলেই দেখছ, পুরুষের পুরুষত্ব না থাকলেও তত ক্ষতি হয় না। তবে স্ত্রী ভাল হওয়া চাই।

প। তবে যাদের স্ত্রী নাই তারা সংসারে ভাল কাজ ক'ত্তে পারে না।

হ। না, কাণ্ডারী অবশ্যই চাই। তবে যারা হরিকে কাণ্ডারী করে, তারা স্ত্রী না সত্ত্বেও সংসারে খুব ভাল কাজ ক'ত্তে পারে।

প। কিন্তু হুজুর, যাদের দুই কাণ্ডারী তাদের উপায় কি?

হ। সে কি বলছ হে?

প। আজ্ঞে হুজুরের কথাই ব'লছিলাম। আপনার বাড়ীতে এক কাণ্ডারী, আবার হাতেও এক কাণ্ডারী। দুই কাণ্ডারীর বিরোধ হ'লেই তো মুস্কিল।

হ। হরি যার কাণ্ডারী সে স্ত্রীর বাধ্য নয়।

প। আজ্ঞে, তবে যে স্ত্রীর বাধ্য, হরি তার কাণ্ডারী নয়। হুজুর বেয়াদবি মাপ করবেন।

হ। হরিকে কাণ্ডারী করা আমাদের সাধ্য কি? তবে বুঝেছ, দেশপ্রথানুসারে এই বয়সে মালাটা নেওয়া রীতি বলেই নেওয়া।

প। কিন্তু হুজুর, যার স্ত্রী ভাল কাণ্ডারী নয়, তার কি হরিকে কাণ্ডারী করা উচিত নয়?

হ। তা হ'লে আর তোমাদের মত লোকের ভরণ পোষণ চলে কেমন ক'রে?

প। আজ্ঞে হুজুর, আমিও তাই বলি, আমিও তাই বলি। তবে হুজুর কান্তিবাবুর একটা উপায় না ক'ল্লে আমাদের হাত পা চালান ভার।

হ। মন্ত্রণায় তুমি তো শকুনি। সে উপায়ের কি মন্ত্রণা দিতে পার বল।

প। আজ্ঞে, কান্তি তো আপনার ঔরস জাত নয়। পরের ছেলে, ছেলেবেলা থেকে লালন পালন করেছেন—এই তো সম্বন্ধ। তার জন্য এত ক্ষতিস্বীকার করবার আবশ্যক কি?

হ। ছেলেবেলায় আপনার ছেলেগুলিকে হারিয়ে ঐ পরের ছেলের উপরই অতিশয় ভালবাসা স্নেহ জন্মে গেছে। সে মায়া কি আর কিছুতে ঘুচে?

প। আজ্ঞে, ঘুচবে না, তার মানে কি? ভালবাসাটা তো কিছুই নয়। রূপ কি গুণে মোহিত হ'য়েই লোকে ভালবাসে, রূপ গুণ নষ্ট হ'লে ভালবাসাও তার সঙ্গে যায়। ফুলটী যতদিন তাজা থাকে, ততদিনই ভালবাসি। শুকুলে কি আর ভাল লাগে? স্নেহও তাই। 'সে আমার' এই বিশ্বাস যতদিন থাকে ততদিনই স্নেহ। কিন্তু তার ওপর সমস্ত অধিকার নষ্ট হ'য়ে গেলে আর স্নেহ থাকে না। আমার

স্ত্রী যদি অপরকে ভজে, তা হ'লে আর তার উপর অনুরাগ থাকে না। কেননা তখন আমার এই জ্ঞান হয়, যে সে আমার নয়, অপর একজনার।

হ। তোমার মুখে এমন কথা শুনে যে অবাক হ'লাম। তোমার এমন দিব্যজ্ঞান কবে হ'ল?

প। আজ্ঞে, এসব আমার কথা নয়। কান্তি বাবুই সে দিন এই সব কথা ব'লছিলেন। তাঁর মনটা আপনাকে বোঝবার জন্যই তাঁরই কথা আপনার কাছে ব'লছি।

হ। কান্তি বড় গুণবান। ঐ গুণেতেই আমাদিকে মোহিত ক'রে রেখেছে।

প। আজ্ঞে, যেখানে মোহ সেই খানেই অনিষ্ট। মোহে অন্ধ ক'রে রাখে—আমাদের বিচার-শক্তি লোপ ক'রে দেয়। সাপের মাথায় মণি থাক্‌লেই কি তার বিষ নাই জানুব? তেমন সাপকে আরও বেশী ভয় করা উচিত।

হ। তুমি কি তবে কান্তিকে বিষাক্ত ভেবেছ না কি?

প। আজ্ঞে সে কথা আপনি তো বিশ্বাস ক'রবেন না?

হ। তার দংশনে বিষ না দেখলে কেমন করে বিশ্বাস ক'রব?

প। আজ্ঞে, বিষে জর জর হ'য়ে আছেন। এমন কি চোখ চাইবার আপনার ক্ষমতা নাই।

(বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবীর প্রবেশ)

বৈষ্ণব। হরিবোল। জয়হোক রাজাবাবুদের।

প। এখানে কেন? বাড়ীর ভিতর ভিক্ষে নাওগে।

হ। না হে, বাবাজীর একটা গান শোনা যাক।

বৈষ্ণব। আজ্ঞে সেই জন্যই বাবুর কাছে আসা। (বৈষ্ণবীর প্রতি) ধর্‌গো।

বৈষ্ণবী। (বৈষ্ণবকে ধারণ)

বৈষ্ণব। আমাকে কি ধ'রতে ব'ল্লাম?

বৈষ্ণবী। তবে কি ধ'রব?

বৈষ্ণব। গান্ ধর্‌।

বৈষ্ণবী। কৈ গান?

বৈষ্ণব। ধর্‌—উঁ হুঁ—

বৈষ্ণবী। (বৈষ্ণবের মুখ চাপিয়া ধারণ)

বৈষ্ণব। ও কি?

বৈষ্ণবী। তাও হ'ল না? গেরস্থের মেয়ে, সবে দুদিন বেরিয়েচি। বাপ মা তো আর গান ধ'রতে শেখায় নাই। তা, কেমন ক'রে জানব? আর তুমি যে এমন ক'রে পরের বাড়ীয় ভিক্ষে মেগে খাওয়াবে, তা জানলে কি আর তোমার সঙ্গে বেরুতাম? ছি ছি আমার দুকুল গেলগা। আর—

বষ্ণব। (বৈষ্ণবীর মুখ চাপিয়া ধারণ)

প। এ একরকম মন্দ গান নয়।

বৈষ্ণব। এই যে শুনুন না মহাশয়। (বৈষ্ণবীর প্রতি) তুমি চুপ ক'রে ব'সে থাক, আর তোমার ধ'রে কাজ নাই।

গীত।

ও ভাই, জগতের কি ভ্রম দেখনা,
হরির প্রেমে কেউ মজে না।
নারীর প্রেমে কি যে মধু,
তাতেই মজে মনরসনা।
দেখ, কাণা, খোঁড়া, হতচ্ছাড়া—
কেহ নাই যে প্রেম চাহে না,
কিন্তু কপালগুণে, নারীর-প্রেমে
বঞ্চিত তা তো বুঝে না।
জান, নারীর সনে মনে মনে,
না মিলিলে প্রেম মিলে না;
তবে, মিছে কেন প্রাণ খোয়ায়ে,
নহয়ে এত লাঞ্ছনা?
আবার কাঁচা মনে পাকা মনে
মিলন তো কভু দেখি না;
তবে, বুড়ো কেবল পরের তরে
পাষে যুবতী ললনা।

হরি রাজা, প্রজা, জরা, যুবা,
কিছুরই তফাৎ মানে না ;
সবে সমানভাগী তাঁরই প্রেমে,
তবে কেন তাঁয় মজে না।

হ। বাবাজীর মুখেই সব। কাজে তো কই সে রকম দেখি না। (পয়সা প্রদান)

বৈষ্ণব। আজ্ঞে এ জগতে মুখই সার, কাজ বড় মেলে না। আমাদের কেবল লোককে তুষ্ট ক'রে পেট ভরান বৈ ত নয়।

প। তা তো বটেই, তা তো বটেই। যাও এখন যাও।

বৈষ্ণবের প্রস্থান।

হুজুর, গানের মর্ম্মটা বুঝলেন? আপনার অবস্থার সঙ্গে যথেষ্ট মিল আছে। বড় মা পুত্রশোকে পর-লোক যাওয়ায়, আপনি দ্বিতীয় সংসার ক'রেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় সংসারের ফল গানেও যা শুনুলাম, চোখেও তাই দে'খছি।

হ। কি ব'লচ তুমি?

প। আজ্ঞে ঐ জন্যই কান্তিবাবু ছোট-মার এত প্রিয়।

হ। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ। আর যেন তোমার মুখে এরকম কথা না শুনি। তুমি এখন আমার সুমুখ থেকে যাও।

প। যে আজ্ঞে। হুজুর একটু বুঝে দেখুন।

হ। যাও, যাও।

পঞ্চাননের প্রস্থান।

এঁ্যা, পঞ্চানন কি বলে? তাই কি কখন হ'তে পারে? না না, সে আমায় বড় ভাল বাসে, বড় যত্ন করে, বড় ভক্তি করে।—কিন্তু অতি ভক্তি তো চোরের লক্ষণ।—না না, মিছে কথা। এ সব পঞ্চাননের বজ্জাতি। সে কেবল কান্তিকে তাড়াবার জন্যই একটা অপবাদ দিচ্চে। কান্তি বড় সুবোধ, বড় ভাল ছেলে। তার দ্বারা এমন কখন সম্ভবে না। আমাকে সে বাবা বলে।—কিন্তু স্ত্রী-লোকের মোহিনী-শক্তি তো বড় ভয়ানক। কান্তি যদি প্রলোভনে মুগ্ধ হয়।—না না, কান্তি লেখা পড়া শিখেছে, তার মনের তেজ আছে।—কিন্তু কান্তিকে আজকাল বড়একটা দেখতে পাই না। অনেক সময় নির্জ্জনে ভাবতে দেখি। তার ভাব কি?—যাইহোক্ একটু সন্ধানে থাকি।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য—নদীর ঘাট।

(ছিপ্‌হস্তে শ্যামসুন্দর আসীন)

(পঞ্চাননের প্রবেশ)

প। এই যে। আমি ঠিক্ ভেবেছি, যে ঘাটে গেলেই ভায়াকে পা'ব। বড় সুখবর ভাই। রাখ তোমার মাছ ধরা এখন।

শ্যাম। কি কি ? একেবারে হাঁপিয়ে এসেছ যে।

প। বড় সুযোগ ভায়া, বড় সুযোগ। কান্তে ব্যাটার ঘুরঘুরুনি ভাঙ্গাবার উপায় ক'রেছি।

শ্যা। উপায় করেছ, এখনও ভাঙ্গতে পার নাই। তাতেই এত খুসী ? গাছে কাঁটাল গোঁফে তেল।

প। পেলে কাঁঠাল কই আক্কেল ?—যে ফাঁদ পেতেছি ভাই, তা আর এড়াবার যো নাই। ব্যাটা সরলে বাঁচি। দেখ দেখি, সকল কাজেই ব্যাঘাত। ব্যাটা যেন মহা ধার্ম্মিক। দ্বিতীয় চৈতন্যদেব আর কি।

শ্যা। কিন্তু দাদা, শুধু কান্তি সরলে কি হবে ? আমি যে এদিকে আবার বড় লেগেছে। জ্ঞানদার ওপর

যে আমার চোখ পড়েছে, তা ও কেমন করে টের পেয়েছে। ছেনার মেয়ে কি না, ভারি ফিকিরে। ও এখন আমার সব ফন্দী মাটী ক'রে ফেলছে।

প। না ভাই, বোঝ না। ওকে এখন চটালে চ'লবে না। ওকে হাতে রাখা চাই। নইলে কিছুই হবে না। তবে কান্তে ব্যাটা গেলে, তুমিও বাঁচ, আমিও বাঁচি। জমীদারটাকে তো খুব হাতক'রেছি। কেবল কান্তে ব্যাটার জন্য পয়সা ক'ত্তে পাচ্চি না। ব্যাটার ভারি নজর খর, যেন ডায়িন্।

শ্যা। হাঁ দাদা, একটা কথা শুধুই শুধুই ক'রে আর মনে থাকে না। তুমি নাকি কর্ত্তাভজার দলে ঢুকেছ?

প। আরে চুপ, চুপ। তুমি সে খবর কোথা পেলে? যা হোক, শুনেছ শুনেছ আর কারো কাছে যেন ব'ল না।

শ্যা। দাদা, ডুবে জল খাও। যা হোক, বড় মজাতেই আছ তবে।

প। আমার বড় আর কিছুতে নজর টজর নাই ভাই। তবে পেটুক মানুষ, ভোগটা আরটা পেলেই সন্তুষ্ট।

শ্যা। আমাদের ভামিও না কি সে দলে আছে?

প। না না, সে সতী সাবিত্রি। সে ওদলে থাকবে কেন?

শ্যা। না দাদা, আমার তাতে দুঃখ নাই কিছু। আমি কি আর জানি না যে সে নেহাৎ ছেনার? কিন্তু শুন্‌ছি না কি রামময়বাবুর মাগও সে দলে ঢুকেছে?

প। ঢোকে নাই, ঢুকব ঢুকব ক'চ্চে। সে দিন ছেলে হবার ওষুধ খেতে গেছেল।

শ্যা। তারপর।

প। আর পর আর কি শুনবে দাদা? সে সব বলবার নয়।

শ্যা। তোমাদের কর্ত্তা তো সেই বৈষ্ণব ব্যাটা?

প। হাঁ, তিনিই স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান।

শ্যা। সে ব্যাটা জাতে নাকি হাড়ী ছিল? ব্যাটার-ছেলে বৈষ্ণব হ'য়ে কত ভদ্রলোকের জাতমজাচ্চে। আবার মাগীগুণোর ভক্তি কত! মাথার চুলে পা পুঁছিয়ে দেওয়া হয়।

প। আর ভায়া, আজকাল কি আর ধর্ম্মকর্ম্ম আছে? আজকাল স্বার্থই ধর্ম্ম। ধর্ম্মের ভাণে লোকে অবাধে স্বার্থসিদ্ধি কচ্ছে।

শ্যা। সেই জন্যই তো লোকের আর ধর্ম্মে বড় মতি নাই। মানুষের মন যেমন দেখে শোনে তাই শেখে—তাতেই প্রবৃত্তি জন্মায়। তাহ'লে, দেখ ভাই, আমাদের বড় দোষ নাই। সমাজ যেমন দেখায়, যেমন শেখায়, আমরাও তেমনি দেখি, তেমনি শিখি। তাহ'লে দেখ সমাজেরই দোষ।

প। কিন্তু সমাজ কা'কে নিয়ে ভাই? আমাদিকে নিয়েই তো সমাজ। সামাজশিক্ষা আজকাল আর নাই। ধর্ম্ম শিক্ষাটা একেবারে লোপপেয়ে গেছে।

শ্যা। আমাদের যে রকম মনের গঠন হ'য়েছে দাদা, তাতে ধর্ম্মশিক্ষা বড় ভাল লাগে না।

প। আর ধর্ম্ম ক'রেই কি লাভ দাদা? এত সব রমণীই যখন নরক-গুলজার ক'রবে, তখন আমরা শূন্য স্বর্গে গিয়ে কি সুখ পাব?

শ্যা। কিন্তু দাদা, শুনেছি স্বর্গে যে সব সুন্দরী সুন্দরী দেবী আছে?

প। কিন্তু ভাই, স্বর্গে তো আর ব্যভিচার নাই। সেখানে সবাই যে সতী। তারা আমাদিগকে ছোঁবে কেন? আর সেখানে আমাদের লোভই বা হবে কেন?

(কান্তির প্রবেশ)

কান্তি। তা তো বটেই পাঁচুদাদা। আজকাল লোকের মনের গঠন এমনি হ'য়েছে, যে নরককেই সুখের স্থান ভাবে। যেখানে প্রলোভন নাই, ব্যভিচার নাই, সেখানে যেন সুখ নাই।

শ্যা। আচ্ছা কান্তিবাবু, স্বর্গ আর নরক যে দুটো কথা আছে, তার মানে কি?

কা। স্বর্গ হ'চ্ছে সুখের স্থান, আর নরক হ'চ্ছে দুঃখের স্থান।

শ্যা। সে স্থান কোথা?

কা। মনে। মনই সুখ দুঃখের স্থান। যে আত্মজ্ঞানী, সদাচার সে স্বর্গভোগ করে; আর মায়ামুগ্ধ দুরাচার সদাই নরকভোগ করে।

শ্যা। কিন্তু ভাই যে ধার্ম্মিক, সর্ব্বদা হরি হরি ক'রেই মরে তার আবার সুখ কোথা? তার খেয়ে সুখ নাই, শুয়ে সুখ নাই, পোরে সুখ নাই; তার ধনে সুখ নাই, মানে সুখ নাই, জ্ঞানে সুখ নাই। তবে আর সে সুখী কিসে?

কা। সে দুঃখীই বা কিসে? পার্থিব সুখ পেতে হ'লেই দুঃখ যথেষ্ট ভোগ ক'ত্তে হয়। তার তো দুঃখ নাই। তবে তার যে কি সুখ, তা কি তুমি বুঝবে? কখন প্রেমকে হৃদয়ে স্থান দিয়ে ছিলে কি? ভালবেসে কি সুখ পাওয়া যায় জান? যারা স্ত্রীর প্রেমে মুগ্ধ, তারা প্রেমসুখ ছাড়া আর কোন সুখকেই সুখ ব'লে মনে করে না। তেমনি ঈশ্বর-প্রেমে যারা মুগ্ধ তারা যে কি অপার সুখ পায়, তা বর্ণনা করা যায় না। তবে সে সুখী নয় তো, যার পনর আনা দুঃখ, এক আনা সুখ সে সুখী কি?

শ্যা। বেশ, বেশ ভাই। তুমি দ্বিতীয় চৈতন্য হ'লে আর কি।

কা। আচ্ছা ভাই, এমন ঠাট্টা চিরদিন থাকবে না। এসব কথা সময়ে বুঝতে হবেই হবে। এখন ঐ দেখ তোমার সত্যভামা দশদিক আলো ক'রে আস্‌ছে। আমি এখন আসি।

কান্তির প্রস্থান।

শ্যা। তাইতো বটে। আমিও সরে পড়ি, কি মনে ক'রবে আবার—

শ্যামের প্রস্থান।

(কলসী-কাঁকে ভামিনীর প্রবেশ)

ভা। কি পাঁচু দাদা, ঘাটে দাঁড়িয়ে কি হ'চ্চে? কার সঙ্গে কথা কচ্ছিলে?

প। মথুরার সংবাদ নিচ্ছিলাম।

ভা। তা বুঝেছি। তুমিও বুঝি ব্রজত্যজে রাইকে কাঙ্গালিনী ক'ত্তে চাও?

প। সে কি দিদি? মথুরার খবর নেওয়া তো রাইএর জন্যই।

ভা। না না, শ্যাম এখন আমার নয়, শ্যাম কুব্জার। তুমিও কুব্জাতে মজেছ।

প। সে কি রাই?

ভা। তোমাদের মুখে ছাই। ছোট বউ তোমাদের নজরে প'ড়েছে। আর কি আমাতে মন ওঠে?

প। অবাক ক'ল্লে যে দিদি। এত ক'রেও তোমার মন পেলাম না।

ভা কি আমার এত ক'ল্লে? যদি ছোট বউকে দেশ ছাড়া ক'ত্তে পার, তা হ'লেই জানব যে কিছু ক'ল্লে। ও আমার চক্ষুশূল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এদিকে তো চোখখেকো পাড়ার ছোঁড়াগুণোর জ্বালায় আপনার লোককে দেখিয়ে বাড়ী ঢোকান দায়। আবার বাড়ী ঢুক'লেই ছোটব'য়ের জ্বালায় যে আপনার সে পর হ'য়ে বসে।

প। তা ছোট বউকে তাড়ান তো তোমারই হাত?

ভা। আমার আবার হাত কোথা? বড় বউকে ব'ল্লাম, তা বলে একটা সুযোগ না পেলে কেমন ক'রে হয়। তোমরা তো জমীদারের চাকর। জমীদারকে ব'লে ক'য়ে এর-একটা সুযোগ ক'রেদিতে পার না? আমার বাবার সঙ্গে জমীদারের বড় বিবাদ ছিল। এই সময় সে সেই রাগের শোধ তুলতে পারে তো?

প। দিদি, সে কথা কি আমি জমীদারের কাণে তুলতে বাকী রেখেছি? এই দেখ না, জমীদার কি কাণ্ডখানা ক'রে তোলে। আমার কাজ দেখে

আমার মন বুঝো। আগে থাক্‌তেই দোষ দাও কেন?

ভা। না দাদা, আমি তোমার দোষ দিই নাই। তবে অন্তরে আগুন জ্বলচে কি না, তাই মুখ দিয়ে ছাই ভস্ম বেরিয়ে পড়ে।

প। ঐ যে সেই সন্ন্যাসী ব্যাটা গান গাইতে গাইতে আসছে না? ব্যাটা দেশ মজাতে ব'সেছে। ব্যাটাকে দেশছাড়া না ক'ল্লে আর মঙ্গল নাই।

(সন্ন্যাসীর প্রবেশ)

স। গীত।

সুখ কেন রে মন চাহ অনুক্ষণ?
যা চাহ পাইলে তাহা সুখী তো নহ কখন।
আজি যাতে অনুরত, কালি হও তাতে বিরত,
আ'ঙ্খা মেটেনা কভু, মিছা তবে দহ কেন?
আশা যে মরীচিকা, যাই যত সবই ফাঁকা,
তৃষ্ণা নিবারে কই, তাপিত আরও প্রাণ।
আনন্দ যদি চাও, হরি ধ্যানে মত্ত রও,
প্রেম পাইলে তাঁর, দুঃখ হবে মোচন।

ভা। কথাটা বড় মিছে নয়। আমাদের আঙ্খে তো কিছুতেই মেটে না। সুখ সুখ ক'রে মরি, কই,

সুখ পাই কৈ? যত সুখ সুখ করি, দুঃখই তো বাড়ে।

প। হাঁ হাঁ। সুখ নাইতো জগৎশুদ্ধ লোকে হাঁই হাঁই ক'রে বেড়ায় কেন? ও ব্যাটা ভণ্ড'র কথা শোন কেন? (সরোষে) ও ঠাকুর!

ভা। না না, ওকে চড়া কথা ব'লো না। যদি ভস্ম ক'রে দেয়।

প। হাঁ হাঁ। একি তুলোর গদি পেয়েছে নাকি?

স। কি ব'লছ বাপু তোমরা?

প। ব'লব আর কি? এদেশে তোমার থাকবার হুকুম নাই।

স। কার হুকুম নাই বাপু?

প। রাজার হুকুম নাই—যার দেশ।

স। কে রাজা? কার দেশ?

প। তুমি যে ন্যাকা সাজলে ঠাকুর। হরিহর বাবু জমিদারের নাম শোননি? এ তাঁরই দেশ।

স। তুমি কে বাপু?

প। আমি তাঁর সরকার।

স। তবে এ দেশ যখন তোমার বাবুর বলছ, তখন তোমারও তো ব'লতে পার।

প। তা কেন হবে? আমি তাঁর চাকর বৈত নয়।

স। ভাল বাপু, যখন এ জ্ঞান তোমার আছে, তখন

তোমার বাবুর দেশ কেমন ক'রে ব'ল্লে? তিনিও তো একজন সামান্য চাকর মাত্র। তিনিও যা, তুমিও তা, আমিও তা, একটা গরুও তাই, একটা গাছও তাই, এমন কি এই ঢিলটা পর্য্যন্তও তাই। সকলেই এক মনিবের চাকর। আমাদের অধিকার কি বাপু? আমরা আমাদের প্রভুর কাজ কচ্ছি মাত্র। কেবল ভ্রমবশতঃই আমরা আমার বলি বৈ তো নয়। দেখ মা "আমার ছেলে, আমার ছেলে" করে। কিন্তু মানুষে কি ছেলে গ'ড়তে পারে? তবে অবশ্যই সে ছেলে তাকে কেউ দিয়েছে, বুঝতে হবে। কিন্তু সে দেওয়া আবার কি রকম? তুমি যেমন তোমার চাকরকে জমী দাও চ'ষতে, তা' থেকে শস্য উৎপাদন ক'ত্তে; অথচ সে জমীর অধিকারী, সে শস্যের অধিকারী, তোমার চাকর নয়, তুমিই—এও সেই রকম দেওয়া। ভগবান আমাদিকে ছেলে দেন কেবল মানুষ ক'রে দিতে। সেই ছেলের জন্য আমরা কত যন্ত্রণা সহ্য করি, কিন্তু সে ছেলে আমাদের কি উপকারে আসে? একটা গাইএর বাছুর হ'লে গাইটা কত ব্যস্ত থাকে—বাছুরের জন্য কত লালায়িত দেখা যায়। সেই বাছুরটা যদি গাইএর হ'তো, তা হ'লে অবশ্যই উপকারে আসতো। কিন্তু দেখ,

সেই বাছুরটার দ্বারা গাইএর অনিষ্ট বই ইষ্ট হয় না। তা হ'লে কি বাছুরটা গাইএর ব'লব ? ভগবান বাছুরটাকে গাইএর জিম্মায় দিয়েছেন মাত্র। বাছুরকে বলবান করা গাইএর উপর ভার দিয়েছেন। তেমনি প্রত্যেকের উপর এক একটা কাজের ভার আছে। আমাদের কিছুই নয়। আমরা সেই ভগবানের চাকর বা যন্ত্র মাত্র। সকলেই এক দরের। চাকরের আবার ছোট বড় কি ?

প। (ভামিনীর প্রতি) আরে খেপী ও মন্ত্র জানে। এখনি যাদু ক'রে ফেলবে। পালিয়ে আয়, পালিয়ে আয়।

ভামিনীকে টানিয়া লইয়া পঞ্চাননের প্রস্থান।

স। কি আশ্চর্য্য! মানুষের ভ্রম যাতে না ঘোচে তাই চেষ্টা করে। ভ্রমই তো দুঃখের মূল। তবে কি ভ্রমেরও মোহিনী-শক্তি আছে ? বুঝেছি। মানুষ সুখপ্রিয়। কিন্তু জ্ঞানে সুখ দুঃখের ভেদ রাখে না। সেই জন্য ভ্রমেই সুখের আশা করে। কিন্তু সুখ কোথা ? সুখ যে এজগতে মেলেনা, তা তো লোকে বুঝেও বুঝে না। আশা—আশাই দুঃখের মূল।

———

তৃতীয় দৃশ্য—হরিবাবুর বাটী।

—:০:—

(রঙ্গিনী ও কান্তিভূষণ আসীন)

কান্তি। আপনি আমায় ডেকেছিলেন কেন মা ?

রঙ্গিনী। মা, মা—এখনও মা ? কে তোমার মা কান্তি ? আমি তো তোমায় গর্ভে ধরিনি। তবে কি তুমি আমার মা নাম রেখেছ ? আমার নাম তো রঙ্গিনী। রঙ্গিনী নামটা তোমায় ভাল লাগেনা বুঝি ? তাই কি মা বল ? দেখ, আমি তোমায় কান্তি ব'লেই ডাকি। তুমি কেন তবে রঙ্গিনী বল না ? না না, বুঝেছি। লোকে মা মাসী ব'লে গুপ্তপ্রেম গোপন করে। বটে, বটে, আমারই ভ্রম। আমি না বুঝে তোমায় অপ্রেমিক ভাবি। কান্তি, কান্তি, দেখ এখন তো কেউ নাই। এসময় একবার রঙ্গিনী ব'লে আমার মনের সাধ মেটাও না ? তোমার মুখে রঙ্গিনী নাম শুনতে আমার বড় সাধ। বল, বল কান্তি, একবার রঙ্গিনী ব'লে ডাক।—সেকি চুপক'রে রইলে যে ? কি ভাবছ বল। মন খুলে প্রাণের কথা আমায় বল। লজ্জা কি কান্তি ? আমার কাছে লজ্জা কি ? আমি যে তোমার রঙ্গিনী। বল কান্তি, বল। (আলিঙ্গনে উদ্যত)

কা। (বাধা দিয়া) একেবারে উন্মত্ত!

র। কান্তি, তুমি কি এতই কঠিন? শুধু কঠিন নও, তুমি প্রবঞ্চক। তুমি যে প্রবঞ্চনা জান তা আমার বিশ্বাস ছিল না। এমন প্রবঞ্চনা কবে শিখলে কান্তি? প্রাণ নিয়ে প্রাণ দাও না—সে কেমন কথা? তোমার মন প্রাণ পাবার আশাতেই আমি নিজের মন প্রাণ তোমায় অর্পণ করলাম। তুমি কি ভাব, আমার প্রাণের দাম নাই? আমি কি এ প্রাণ যা'কে তা'কে দিয়ে বেড়াই? তা নয় কান্তি। এ প্রাণ কেবল তোমাকেই দিয়েছি। আমার স্বামী আছেন বটে, কিন্তু, তিনি কেবল আমার দেহের অধিকারী, প্রাণের অধিকারী তিনি ন'ন। মনের মত নাগর না পেলে কেউ কখন প্রাণ দেয় না। যদি প্রাণে আর নূতন প্রাণে কখন বিনিময় চলে না। আমার স্বামীর প্রাণ একবার একজনকে দেওয়ায় যদি হ'য়ে পড়েছে। আবার সেই প্রাণের বিনিময়ে কি আমার নূতন প্রাণ পেতে পারেন? কখনই না। এ প্রাণ তোমারই কান্তি। তবে তোমার প্রাণের মূল্য বেশী বটে—অনেক খদ্দেরও আছে। কিন্তু তাহ'লেও, তুমি দাতা ব'লেই আমার বিশ্বাস। কান্তি, আমার প্রতি কি সদয় হবে না? আমি যে তোমারই কান্তি। তুমি যে বল "যে আমারই, আর

কা'রও নয়, তারই প্রতি অনুরাগ জন্মায়।" আমি আ'র কার কান্তি? না না, তুমি অবশ্যই আমায় ভালবাস। এস আমার হৃদয়রতন, আমার আঁধার হৃদয় আলো ক'রে ব'স। (আলিঙ্গনে উদ্যত)

কা। (বাধা দিয়া) শোন মা, অধীর হ'ও না। তুমি ব'লছ তোমার প্রাণ আমায় দিয়েছ, কিন্তু আমি সে প্রাণ নিই নাই, নিতেও পারি না। তুমি যে তোমার স্বামীকে প্রাণ দাও নাই, তাতে তোমার দোষ দিই না। কেন না প্রাণের ওপর জোর নাই। তাঁরই ভ্রম। প্রাণ কখন দুবার দেওয়া যায় না। দিলেও কেউ লয় না, এই আমার বিশ্বাস। কিন্তু তুমি যখন তোমার স্বামীর সঙ্গে সমাজ বন্ধনে প'ড়েছ, তখন তোমর প্রাণ আর কা'কেও দেওয়া উচিত নয়, আর কা'রও নেওয়াও উচিত নয়। তোমার সুখ নাই, তা আমি স্বীকার করি। কিন্তু সুখ এ জগতে মেলে না। যদি সুখের জন্যই প্রাণ কা'কেও দিতে চাও, তা হ'লে এ জগতের কা'কেও দিওনা। এ জগতে কেউ সুখ দিতে পারে না। হরির চরণে প্রাণ সমর্পণ কর, সুখের পরিসীমা থাক্‌বে না। হরিতে সব পাবে—মা পাবে, বাপ পাবে, স্বামী পাবে, ভাই পাবে, বোন পাবে, বন্ধু পাবে, সব পাবে। তিনি একাধারে সব। তিনি সকল সুখের

আধার। দুঃখের লেশ মাত্র সেখানে নাই। আমায় আর মনে স্থান দিও না। কেননা আমায় পাবে না—পেলেও সুখ পাবে না। তবে হরিকে যে চায় সেই পায়, সুখেও হৃদয় ভ'রে যায়। তাঁরই ধ্যানে মত্ত থাক, অবশ্যই তাঁকে পাবে—আনন্দেরও ইয়ত্তা থাকবে না।

ন। আমি হরিকে যে চিনি না কান্তি। আমি তোমাকেই চিনি, তোমাকেই জানি। আমি তোমাকেই প্রাণ দিয়েছি। তুমি সেই প্রাণ ব'য়ে নিয়ে গিয়ে হরির চরণে ঢেলে দাও—তা একদিন হ'তে পারে। আমি তোমাকে ভিন্ন আর কাকেও জানি না। আমার সুখ দুঃখ তোমারই হাতে। এ জগতে সুখ নাই, তা আমি স্বীকার করি। কিন্তু তুমি যদি দয়া ক'রে হরির চরণে আমায় অর্পণ কর, তবেই তো আমি সুখী হই।

কা। দেখ, এখন আমিই তোমার মনের ভিতর আছি, আমারই চিন্তায় তুমি রত—সেই জন্য হরি তোমার মনে স্থান পান না। আমি এখান থেকে চলে যাই, তা হ'লেই তুমি আমাকে ভুলে যাবে—তোমার মন খালি হবে। তখন হরিতে মন দিলে হরিকে চিন্‌বে। তাঁর ধ্যানে মত্ত থা'কলেই তিনি সদয় হবেন— তাঁকে পাবে।

র। কি কান্তি, আমি তোমায় ভুলে যাব? তুমি যে পাথরে খোদার মত আমার অন্তরে খোদা আছ। সে যে কখনই ঘোচ্‌বার নয়। না না, কান্তি, তুমি কোথা যাবে? প্রাণ আমার কোথা যাবে? তুমি আমায় না ভালবাস তাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু, কাছে থাক, আমি তোমায় চোখের দে'খা দে'খব মাত্র। তাতে আর বিমুখ হ'ও না—এত নিদয় হ'ও না কান্তি! দেখ আজ কতদিন তোমার জন্য আমি অন্তরে পুড়ে ম'রছি। পাছে তোমায় আর দে'খতে না পাই ব'লে মনের বেদনা জানাতে সাহস করি নাই। শেষ কি তাই ঘটাতে চাও? না না, আমি তোমায় কোথাও যেতে দিব না। (কান্তির হস্ত ধারণ)

(হরিবাবুর প্রবেশ)

হরি। কান্তি, একি? একি দেখি? আমি তোমায় পুত্রের মত স্নেহ ক'রে থাকি। আজ যথার্থ পুত্রের মত কাজই দে'খতে পাই। আমি তোমায় সচ্চরিত্র ব'লেই জানতাম। আজ সততার যথেষ্ট পরিচয় পেলাম। তুমি না জ্ঞানী ব'লে পরিচয় দাও? জ্ঞান দূরে থাক, লজ্জা ভয়ও তোমায় পাশবর্ত্তির

গতি রোধ ক'ত্তে সমর্থ নয়। ধিক্ তোমার জ্ঞানে, ধিক্ তোমার শিক্ষায়—

র। স্থির হও। আর না—যথেষ্ট হ'য়েছে। তুমি আমায় যা বল, আমি অক্লেশে সহ্য কত্তে পারি। তোমার পাপদর্শন, পাপসঙ্গ পর্য্যন্ত যখন সহ্য ক'রেছি, তখন কি না পারি? কিন্তু কান্তির নিন্দা আমার প্রাণে সয় না। কান্তির সততার পরিচয়, কান্তির জ্ঞানের পরিচয় তোমার নির্ব্বোধ মুগ্ধ মন কেমন ক'রে পাবে? কান্তির মর্ম্ম তুমি কি বুঝবে?

হ। রঙ্গিনি, আজ তোমার এভাব দে'খছি কেন? তোমার মুখে তো কখন কর্কশ কথা শুনি নাই। তুমি যে আমায় বড় ভক্তি ক'ত্তে। আজ সে ভক্তি কোথায় গেল?

র। এতদিন তোমার মুখে কান্তির প্রশংসা বই নিন্দা শুনি নাই। সেই জন্যই আমার ভক্তি পেয়েছিলে। তোমাতে ভক্তির উপযুক্ত কোন গুণ নাই। কান্তিই আমার ভক্তির পাত্র। তুমি কান্তির ভক্ত ছিলে, সেই জন্যই কান্তির প্রতি ভক্তির ভাগ পেয়েছিলে। এতদিন আমি তোমায় মনের কথা জানাই নাই। জানাবার প্রয়োজনও ছিল না। তবে আজ জানাতে বাধ্য হ'লাম।—দেখ তুমি আমায় বিবাহ ক'রেছ,

সেই জন্য আমার শরীরের ওপর তোমার অধিকার আছে। কিন্তু সে অধিকার কোন কাজের নয়। কেন না এখনি আমি এ শরীর নিপাত ক'রে তোমার অধিকার নষ্ট ক'ত্তে পারি। আমার মনের উপর, আমার প্রাণের উপর তোমার কোন অধিকার নাই। আমি আজ খুলে ব'লছি, আমার মন, আমার প্রাণ তোমায় চায় না। তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ, যে বুড়োবয়সে আবার বিয়ে ক'রেছিলে। পতিপ্রাণা স্ত্রীতে একবার প্রাণ সমর্পণ ক'রে, আবার সেই প্রাণ ফিরিয়ে নাও, সেই প্রাণের বিনিময়ে আবার নবীন প্রাণ চাও—এটা কি তোমার নির্ব্বুদ্ধিতা নয়? আজ অবধি জেন, আমার মন প্রাণ আমার প্রাণের প্রাণ কান্তিকে সমর্পণ ক'রেছি। কান্তি আমায় চায় না, তবু আমি কান্তিরই। কান্তি আমার স্বর্গের সোপান। আমি কান্তিকে অবলম্বন ক'রে হরিচরণ লাভ ক'ত্তে চাই।

হ। কান্তি, কান্তি, কি ক'ল্লে! তুমি আমার হাতের চাঁদ কেড়ে নিলে। কান্তি, কান্তি, তুমি আমার সর্ব্বস্ব নাও, নিয়ে আমার সোনার চাঁদ ফিরিয়ে দাও। কান্তি আমায় প্রাণে মেরো না।

কা। পিতঃ, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি এস্থান

ত্যাগ ক'চ্ছি। যদি কিছু অপরাধ হ'য়ে থাকে মার্জ্জনা ক'রবেন। আমি এখন বিদায় হই।

কান্তির প্রস্থান।

র। কান্তি, কান্তি, কোথা যাও? দাসীকে ফেলে কোথা যাও?

(অগ্রসর হওন)

হ। (পথ রোধ করিয়া পদতলে পতন) কৃপা কর রঙ্গিনী। অধমকে বধ ক'রো না।

র। পথ ছাড়। নইলে এখনি আমি আত্মহত্যা ক'রব।

হ। আগে আমায় বধ কর, তারপর যাও।

র। তবে এই নাও, মর।

পদাঘাত করিয়া বেগে প্রস্থান।

হ। কি, শেষে লাথি পর্য্যন্ত খেতে হ'লো! মাগের লাথি! ছি ছি না বুঝে বুড়োবয়সে বিয়ে করা কি পাপ। কিন্তু এত অপমান সয়েও তবু যে প্রাণ তা'কেই চায়। না না, তা'কে না পেলে আমি বাঁচব না। কে আছ ওখানে?

নেপথ্যে। আজ্ঞে যাই।

(পঞ্চাননের প্রবেশ)

হ। কে পঞ্চানন? পঞ্চানন, আমি চাঁদ হারিয়েছি।

যাও শীঘ্র যাও, আমার চাঁদ ধ'রে এনে দাও। নইলে আমি ম'লাম।

প। সে কি হুজুর, একটা সামান্য স্ত্রীলোকের জন্য আপনি এত ব্যস্ত হ'চ্ছেন কেন? আপনি হুকুম ক'ল্লে এখনি কত চাঁদ ধ'রে এনে দিতে পারি।

হ। পঞ্চানন, জগতে চাঁদ একটাই। কত কোথা পাবে?

প। আজ্ঞে হুজুর যা ব'লছেন তা ঠিক্। চাঁদ একটাই বটে। তবে একটা সামান্য নক্ষত্রকে আপনার চাঁদ ব'লে ভ্রম হ'য়েছে। যদি চাঁদ চান, তাহ'লে অনুমতি করুন আমি এনেদিই। সে চাঁদের কথা আপনাকে একবার ব'লেছি।

হ। পঞ্চানন, তুমিই আমার ডা'ন হাত। যা ভাল বোঝ তাই কর। এখন যেমন ক'রে হো'ক আমায় বাঁচাও।

প। যে আজ্ঞে হুজুর। আপনি একটু স্থির হোন। আমি এখনি চাঁদের উদ্দেশে চ'ল্লাম।

হ। যাও বিলম্ব ক'র না।

পঞ্চাননের প্রস্থান।

রঙ্গিনি, তোমার মনে এই ছিল। আমাকে অকূল-সাগরে ডুবিয়ে গেলে। রঙ্গিনি, তুমি কি কঠিন! একবার তোমার পাঁয়ে ধ'রে কাঁদতে আমায় অব-

সর দিলে মা? নক্ষত্রের মত ছুটে চলে গেলে। আমি যে সব আঁধার দে'খছি। আমার অন্ধের নয়ন কোথা গেল?

—:০:—

চতুর্থ দৃশ্য—ভোলানাথের বাটী।

(ভামিনী, চপলা ও ভোলানাথ আসীন)

চ। বলি তুমি তো আর চোখের মাথা খাওনি। দেখতে তো পাচ্ছ নিজের অবস্থাটা। বাপের তালুক মুলুক থাকতো, কি নিজে রোজগার ক'ত্তে পাত্তে তবে তো তোমার এত নবাবী সাজতো এ অবস্থায় পাঁচজনার ভাত কাপড় যোগান কি আমাদের সাজে, না আমরা পারি? একে তো ছেলেগুণোর জ্বালায় হাড়ে নাড়ে ঋালাতন হচ্ছি। তার উপর পাঁচজনার সেবা করা আমা থেকে তো আর হ'য়ে ওঠে না। আমার তো আর সুয়ার গতর নয়।

ভো। ছোট ব'য়ের জন্য তো আর তোমায় কিছু ক'ত্তে হয় না। তার তো খাওয়া দাওয়া নাই ব'ল্লেই হ'ল। অথচ সে তোমার কি না করে? একটা চাকরাণীতেও এত খাটে না। আহা, ছোট বউ যথার্থই লক্ষ্মী।

চ। আহাহা, কি আমার লক্ষ্মী গো! নেহাৎ হতভাগী নইলে কি আর ভাতারের মাথা খায়? শুধু ভাতারের মাথা কেন? আমাদের মাথাও খেয়েচে। ও ঘরে ঢুকেই তো আমাদের লক্ষ্মী ছাড়লো। অমন সোনারচাঁদ দেওরকে হারিয়ে আমাদের কি দুর্গতি হ'য়েছে দেখ দেখি।

ভা। দাদা, তার জন্য খাটতে হয় না কি বল গো? বলে, তাকে খাবার জন্য সাধতে সাধতে আমাদের দমান্ত হয়। তাকে সাধবার জন্য আবার একটা লোক না রাখলে তো আর চলে না।

চ। আবার খুঁজতে একটা লোক চাই বল। এক এক সময় কোথায় যে অন্তর্ধান হন, তা খুঁজে পাওয়া ভার।

ভা। হাঁ দাদা। গেরস্থের মেয়ে, অমন ক'রে নজর ছাড়া থাকাটা কি ভাল? তাতে যে কেমন সন্দ সন্দ হয়।

চ। ওতে আর সন্দ কি? ওতো জানাই। সন্ন্যাসীটে

আজ দুদিন নাই ব'লেই তো ওকে এক আধ-
বার দেখতে পাচ্ছি। সে থা'কলে কি আর তা
হ'তো ?

ভো। সে কথা আর ফুটে কাজ নাই দিদি। এর জন্য
আমাদের লোকের কাছে মুখ দেখান ভার হ'য়েছে।

চ। তা যাই হো'ক, এখন যা বলি তা শোন। ভালয়
ভালয় ওকে এখনি বাড়ীথেকে বিদেয় ক'রে দাও।

ভো। আমি তা কখনই পারব না।

চ। পারবে না ? তবে তোমার ভাজ নিয়ে ঘরকন্না
কর। আমি আর তোমার মুখ দেখতে চাই না।
(অগ্রসর হওন)

(ব্যস্তহইয়া কান্তির প্রবেশ)

কা। ভোলানাথ বাবু, বড় বিপদ। শীঘ্র ছোট বউকে
স্থানান্তর করুন।

চ। কি, কি ? কি হ'য়েচে ?

কা। পেঁচো ব্যাটার পরামর্শে জমীদার লোকজন
নিয়ে আপনার বাড়ী আক্রমণ ক'ত্তে আ'সছে।
ছোটবউকে ধ'রে নিয়ে যাওয়াই তার উদ্দেশ্য।—
ছোটবউ বুঝি বাড়ীর ভেতর আছে ? আমি তাঁকে
নিয়ে চ'ললাম। আপনারা একটু সাবধান হ'ন।

কান্তির প্রস্থান।

ভো। কি হবে গো! এখন প্রাণ নিয়ে ভালয় ভালয় সরে পড়ি।

ভোলানাথের প্রস্থান।

চ। সে কি? আমায় ফেলে কোথা যাও গো? তোমার কি ধর্ম্ম কর্ম্ম নাই? অসময়ের জন্যই তো ভাতার আমার ছেলেদের কি হবে গো?

ভা। বউ তুমি ব্যস্ত হও কেন? ভয় কি? আমি থাকতে ভয় কি? আমি সব রাখছি। তুমি দৌড়ে-গিয়ে ছোটবউ আর যাতে বাড়ী না ফিরে আসে তার উপায় করগে।

চ। ধন্যি সাহস বোন্ তোর।

চপলার প্রস্থান।

ভা। বড় সুবিধে হ'য়েছে। আমার কপালে যে এত সুখ আছে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। কে বলে ভাতার ম'লে সুখ নাই? দুঃখী ভাতার আর আমায় কি সুখ দিতে পাত্ত? সেকি ভাল গয়না যোগাতে পাত্ত, না ভাল কাপড় যোগাতে পাত্ত, না ভাল খাবার যোগাতে পাত্ত? কিন্তু আ'জ আমার সুখ দেখে কে? আমি জমিদারের মাগ হ'তে চল্লাম। আমি এইখানে জ্ঞানদারমত ধ্যান ক'রে থাকি। ধরতে সেই মেড়ুয়াবাদী-গুণোই

আ'সবে। তারা তো আর কে জ্ঞানদা, কে ভামিনী, চেনে না। আর কা'কেও না পেয়ে আমাকেই নিয়ে যাবে। নিয়ে গিয়ে আমাকে রাজরাণীর পাটে বসিয়ে দেবে। হি হি হি, আজ আমি রাজরাণী।—কিন্তু যদি পাঁচুদাদা আসে? সে যে আমাকে চিনে ফে'লবে। না না, সে কখনই আ'সতে পারবে না। সে কেমন ক'রে মুখ দেখাবে? তবে দেখচি নিতান্তই আমার কপাল ফলেছে। আমি আজ রাজরাণী। হি হি হি, আমার নাচতে ইচ্ছে ক'রছে।—কিন্তু সেখানে গিয়ে যদি পাঁচুদাদা আমায় দেখে? তা হ'লেই তো সে সব গোল ক'রে দেবে। উঃ, তা হবে কেন? আমি তাকে অন্দরে যেতে দেব কেন? তখন পাঁচুদাদার মুখটা পুড়িয়ে দেব। ওকে আগে দূর ক'ত্তে হবে, এমন কি দেশছাড়া ক'ত্তে হবে। তা নইলে কোন দিন প্রকাশ হ'য়ে প'ড়বে। আর শ্যাম পোড়ারমুখোর মুখে ঝাঁটা মা'রব। তাকে বেশক'রে জব্দ ক'ত্তে হবে। সে আমার বড় মনে দাগা দিয়েছে।

নেপথ্যে। (কলরব)

ভা। এই যে সব আসছে। আমি তেমনি ধারা বসি।

(ধ্যানে উপবেশন)

ও মা, আমার যে কেমন আঁদু মাদু লাগছে। যা হো'ক কষ্টে ছেষ্টে একবার থাকি।

(দুইজন নগ্‌দির প্রবেশ)

১ম ন। আরে ভাইয়া, চাঁদ তো মিলা হ্যায়। দেখো, আঁখ মুদ্‌কে বৈঠা হ্যায়। সরকার-জি সচ্‌ বোলাথা, ও রাণ্ডি হরঘড়ি আঁখ মুদ্‌কে রয়তা হ্যায়।

২য় ন। হাঁ হাঁ ভাইয়া, ঠিক্‌ মালুম কিয়া। লেকিন্‌, জমীদার সাহাব এসা চাঁদ লেকে কেয়া করেগা ?

১ম ন। কেয়া জানে ভাইয়া, উস্‌সে কেয়া কাম, হামারা মালুম নাই। হামরা মালুম হোতা হ্যা, উস্‌কো লেকে চিড়িয়াখানেমে রাখ্‌দেগা।

২য় ন। রাজা বাদ্‌সেকো মরজি, যো খুসী কিয়েগা। বাকী দেরী কাহেকো ? জল্‌দি মাল উঠা লেও।

১ম ন। পাক্‌ড়ো ভাইয়া। পাল্‌কি আ গিয়া।

ভামিনীকে লইয়া প্রস্থান।

(চপালর প্রবেশ)

চ। কৈ, ভামি কোথা গেল ? যা হোক্‌ ধর্ম্মে ধর্ম্মে রক্ষে পেয়েছি। ও মা একি অত্যাচার গো। বড়-মানুষ হ'লেই কি এমনি ক'ত্তে হয় ? আমাদের সামান্য অপ্‌রাধ হ'লেই রাজার কাছে বিচার হয়, তার জন্য কত শাস্তি হয়। কিন্তু রাজার, কি রাজা নাই ? রাজরাজড়ার যে এত অত্যাচার, তাতে কারও কি নজর নাই ? বলে তো হরিই

সবাইকার রাজা। কিন্তু তাঁর কি বিচার নাই? সে কেমন রাজা তবে?

(ভোলানাথের প্রবেশ)

ভো। কি, তোমার কিছু হয় নাই তো? ছোটবউ কোথা?

চ। আঃ, কি আমার ভাতার গো।

দুঃখের সময় দেয় না ঠাঁই।
স্থখের ভাগটী তবু চাই।

অমন ভাতারের মুখে আগুন, যে পরের হাতে মাগ ফেলে পালায়।

ভো। দেখ, তোমরা মেয়েমানুষ। তোমাদের যে মোহিনী শক্তি, পুরুষের সাধ্য কি যে তোমাদের অনিষ্ট করে। কিন্তু আমাদের শক্তির মধ্যে বল। তাতেও যখন আমি বঞ্চিত, তখন কোন্ সাহসে তাদের সুমুখে যাই?

চ। এমন লোকের বিয়ে করবার সাধ কেন? যাদের মাগ রাখবার ক্ষমতা নাই, মাগ পোষবার ক্ষমতা নাই, তাদের কি বিয়ে করা সাজে?

ভো। অদৃষ্টে ছিল হ'য়ে গেছে। তার জন্য আর বাক্যযন্ত্রণা দিও না। এখন ছোট ব'য়ের খবর কি বল।

চ। তুমি যে ছোটবউ ছোটবউ ক'রে খেপলে দে'খছি। সে তো আগেই স'রে পড়েছে।

ভো। তবে যে শুনলাম নগ্‌দীরা কা'কে ধ'রে নিয়ে গেছে।

চ। তবে ভামিকে নিয়ে গেল নাকি? কৈ ভামিকে তো দে'খতে পাচ্ছি না। তা হয় তো ভালই হ'য়েছে। এক ঢিলে দুই পাখী ম'রেছে। অথচ আমরা পাপের ভাগী নই।

ভো। সে কেমন কথা? ছোটবউ কি আর আসবেনা না কি?

চ। হ্যাঁ, সে আবার আ'সচে। তোমারও তো আক্কেল বেশ। সে বনে সন্ন্যাসী ভাতার পেয়েছে। সন্ন্যাসিনী সেজে সে বেরিয়েছে। একখানা গেরুয়া কাপড় প'রেছে, গায়ে ছাই মেখেছে—

ভো। এ্যাঁ, সে কি? আমার ঘরের লক্ষ্মী সন্ন্যাসিনী হ'য়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াবে।

চ। তোমার যদি এত দুঃখ হ'য়ে থাকে, তাহ'লে নাহয় তুমিও যাও। বনে গিয়ে তার চরণামৃত খেয়ে থাক্‌বে।—মর্‌ মর্‌ মুখপোড়া।

চপলার প্রস্থান।

ভো। ছোটবউ কখনই মানুষ নয়। যথার্থই লক্ষ্মী। সে লক্ষ্মী যখন আজ বাড়ী ছেড়ে গেল, তখন কখনই আমাদের মঙ্গল নাই। অদৃষ্টে যে কি আছে জানি না।

ভোলানাথের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—বন।

(জ্ঞানদা ও কান্তির প্রবেশ)

জ্ঞা। মহাশয়, আপনি আমার যথেষ্ট উপকার ক'রেছেন। আপনার অনুগ্রহ না হ'লে হয় তো সেই কামপরতন্ত্র দুরাত্মা দ্বারা আমার পবিত্র দেহ আ'জ কলুষিত হ'তো। এ উপকারের পরিশোধ দেওয়া অবলা স্ত্রীলোকের কি সাধ্য? তবে আপনার মঙ্গলের জন্য আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কচ্ছি। এখন আপনাকে এই অনুনয় কচ্ছি, আপনি আমার সঙ্গে এসে বৃথা কষ্ট পাবেন না। আপনি দুঃখের মুখ কখন দেখেন নাই, বনের ক্লেশ আপনি সইতে পারবেন না।

কা। সতি, আমার আবার অনুগ্রহ কি? আমি আপনার কর্ত্তব্য ক'ত্তে বাধ্য। ঈশ্বর আমায় মতি না দিলে কি আমি আপনার উপকার ক'ত্তাম?

আমি তাঁর আজ্ঞা পালন ক'ল্লাম মাত্র। এখনও আমার কর্ত্তব্য শেষ হয় নাই। এই বনে আপনি যতদিন থাক্‌বেন, ততদিন আমি আপনার রক্ষণাবেক্ষণে আর পরিচর্যায় নিযুক্ত থাক্‌তে চাই। তা'তে আমার ক্লেশ কিছুমাত্র নাই। ঈশ্বরের কর্ত্তব্য সাধনে আবার ক্লেশ কি? আর আপনার এমন কোমল শরীর যখন বনের ক্লেশ সহ্য ক'ত্তে সক্ষম, তখন আমি যে সইতে পা'রব না, সে কেমন কথা? এ বনে অনেক বিপদের কারণ আছে; আমা দ্বারা অনেক সাহায্য হ'তে পা'রবে।

জ্ঞা। না না, আমার স্বামী আমার সহচর, হরি আমার সহায়। আপনার সাহায্যের আবশ্যক কি? আপনি কেন বৃথা ক্লেশ পাবেন?

কা। হরি আপনার সহায়, স্বীকার করি। কিন্তু হরি আমাকেই সহায়-স্বরূপ পাঠিয়েছেন।

জ্ঞা। হরি বিপদের সময় সাহায্য ক'রবেন। এখন আমার সাহায্যের আবশ্যক নাই।

কা। দেখুন, আপনার খাদ্য সংগ্রহ করবার জন্যও তো একজন পরিচারক চাই। আপনার সে সব কখন অভ্যাস নাই। আপনি নিজে তা পেরে উঠবেন না। শরীর রক্ষা তো চাই।

জ্ঞা। না মহাশয়, শরীর রক্ষার উপায় আপনাকে

ভা'বতে হবে না। এ শরীর আমার স্বামীর। স্বামীর যতন আমি যত জানি, আপনি তা কেমন ক'রে জানবেন? আর আমার স্বামীর সেবা আমি অপরকে ক'ত্তে দিই না। আপনাকে অনুনয় কচ্ছি, আপনি দেশে ফিরে যান। আমার কাছে থাকা ভাল দেখায় না।

কা। আচ্ছা, আমি একজন স্ত্রীলোককে আপনার সঙ্গে দিই।

জ্ঞা। না না, আমার সঙ্গীর আবশ্যক নাই। আমার স্বামীই যখন আমার সঙ্গে, তখন আমার দ্বিতীয় সঙ্গীর আবশ্যক নাই।

কা। তবে আপনাকে বনে বাস ক'ত্তে দেব না। অন্য কোন লোকালয়ে নির্জ্জন স্থান পেলে বোধহয় আপনার কোন অসুবিধা হবে না।

জ্ঞা। দেখুন, আমার পক্ষে গৃহে অরণ্যে ভেদ নাই। আমার দুইই সমান। তবে বনে থাক্‌লে আর কেউ আমার জন্য কষ্ট পায় না, এই জন্য বনেই থাক্‌তে চাই। লোকালয়ে থাক্‌লে প্রলোভনের উত্তেজনা করা হয়। স্ত্রীলোকের একটু গোপনে থাকাই ভাল। কেন না পুরুষের চোখ বড়ই লোভী, বড়ই মোহনশীল—হঠাৎ কুপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হয়। সেই জন্য স্ত্রীলোকের অন্দরে থাকা, আর বাইরে ঘোমটা

দেওয়া বড় ভাল। আমার অন্দর নাই, অন্দর-রক্ষকও নাই, সেই জন্য লোকালয়ে থাকা শ্রেয়ঃ মনে করি না। তাতে সমাজের অনিষ্ট বই ইষ্ট হবে না।

(রঙ্গিনীর প্রবেশ)

র। কান্তি, কান্তি! (আলিঙ্গন ও মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

জ্ঞা। একি, একি! আপনি শিগ্গির একটু জল নিয়ে আসুন।

কান্তির প্রস্থান।

র। মা, তুমি কে গা? তুমি কি এই বনের দেবী? আমার কান্তি কোথা মা?

জ্ঞা। আ'সছেন, স্থির হও। উনি তোমার কে?

র। কান্তি আমার প্রাণ, আমার প্রাণের প্রাণ।

(জল লইয়া কান্তির প্রবেশ)

এই যে আমার প্রাণ।

জ্ঞা। মহাশয়, আপনি যথার্থই আত্মজ্ঞান লাভ ক'রেছেন। তা নইলে এমন পতিপ্রাণা স্ত্রী ছেড়ে ঈশ্বরেরই কর্ত্তব্য সাধনে প্রবৃত্তি জন্মাবে কেমন ক'রে? কিন্তু আমার বোধহয় এ পতিপ্রাণা রমণীকে কষ্ট দেওয়া ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়।

কা। উনি আমার স্ত্রী ন'ন।

জ্ঞা। স্ত্রী নয়। তবে কে?

কা। উনি হরিবাবু জমীদারের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী।

র। না মা, আমি তাঁর স্ত্রী কেন হ'তে যাব? তিনি তো আমার মনপ্রাণের অধিকারী ন'ন। তবে আমি তাঁর স্ত্রী কেমন ক'রে? আমি কান্তিকেই আমার মন প্রাণ অর্পণ ক'রেছি। কান্তিই আমার স্বামী, কান্তিই আমার প্রাণ, কান্তিই আমার ভব-ভবতরীর কাণ্ডারী, কান্তিই আমার হরি-পদের অবলম্বন।

জ্ঞা। একি হরি, একি তোমার লীলা?—মা, তোমার যখন বিবাহ হ'য়েছে, তখন অন্য পুরুষকে মন প্রাণ অর্পণ করা উচিত নয়।

র। মা, মনের উপর জোর কৈ?

জ্ঞা। মনের উপর যখন জোর নাই, তখন সে মন নিজের কাছে রাখা ভাল নয়। মন অপাত্রে প'ড়ে বড় কষ্ট পায়। আমি জানি, হরি বড় মনচোর। প্রাণের উপর তার বড় লোভ। তাঁর কাছে মনটী খুললেই অমনি সে প্রাণের লোভে মনটী পর্য্যন্তও কেড়ে নেয়। চুরী ক'রে সে বড় যতনে রাখে। তবে মা তাঁকে কেন তোমার মনটী চুরী ক'ত্তে দাও না?

র। আমি যে হরিকে চিনি না মা।

জ্ঞা। এস মা আমি তোমায় হরি চিনিয়ে দেব।

র। মা, আমার যে মন প্রাণ আগেই কান্তি চুরী ক'রেছে।

জ্ঞা। আমি তোমার মন ফিরিয়ে দেব। (কান্তির প্রতি) আপনি তবে এখন যা'ন। আমি বেশ সঙ্গী পেয়েছি। (রঙ্গিনীর প্রতি) মা আমার কাছে থাক্‌তে তোমার বোধহয় বাধা নাই? তোমার হৃদয়ে যখন এত প্রেম, তখন শীঘ্রই তুমি সুখী হ'তে পা'রবে। চল আমি তোমায় আনন্দের ভাণ্ডার দেখিয়ে দেব। মানুষে কি সুখ দিতে পারে মা?

র। মা, কান্তি কি আমাদের সঙ্গে থাক্‌বে না?

জ্ঞা। না, তা হ'লে তুমি সুখী হ'তে পা'রবে না।

র। মা, এ বনে যে অনেক ভয় আছে। কান্তিই আমার সাহস। কান্তি না থাক্‌লে যে আমার ভয় পাবে মা।

জ্ঞা। আমি তোমার বুক বেঁধে দেব মা। তোমার ভয় কি?

র। মা, কান্তিই আমার ক্ষুধার আহার, কান্তিই আমার পিপাসার জল, কান্তি বিনা কিসে আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ হবে?

জ্ঞা। মা, আমি তোমায় যে অমৃত খাওয়াব, কান্তিতে সে স্বাদ পাবে না।

র। তবে মা, তাতে যদি এত সুখ, তবে আমার কান্তিকে কাছে রেখে তাকেও কেন সেই সুখে সুখী কর না?

জ্ঞা। তা হ'লে দুজনের কেউ সে সুখ পাবে না।

র। কেন মা?

জ্ঞা। উনি কাছে থাক্‌লে তোমার মন আর ওঁথেকে ফিরবে না, ওঁতেই বাঁধা থেকে যাবে। অথচ সুখ ওঁতে নাই। ঐ মন, ঐ প্রাণ হরিকে দিতে হবে। তিনিই আনন্দের ভাণ্ডার। ওঁরও তোমার কাছে থাক্‌তে থাক্‌তে অনুরাগ জন্মাতে পারে। তা হ'লে উনি আত্মজ্ঞান দ্বারা যে সুখ লাভ ক'রেছেন তাও হারাবেন।

র। আমার মন যে আর ফিরে পাব, তা আমার বিশ্বাস হ'চ্ছে না। তবে আ'জ কান্তিকে ছেড়ে দুকুল হারাই কেন?

জ্ঞা। মা, দুদিন আমার কাছে থাক। তার পর তোমার যা মন যায় ক'রো। (কান্তির প্রতি) আপনি তবে এখন যা'ন। দুদিন পরে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রবেন। চল মা—

জ্ঞানদা ও রঙ্গিনীর প্রস্থান।

কা। যথার্থই দেবী! কি জ্ঞান, কি পতিভক্তি, কি পরোপকার-শীলতা! আহা, এই বনে বিচরণ ক'চ্ছে, দে'খলেই বনদেবী ব'লে ভ্রম হয়। আমি নিতান্তই হতভাগা, তাই ওঁর সহচর হ'তে পাল্লাম না। কিন্তু আমি এখন যাই কোথা? এ বন ছেড়ে যেতে পারি না। গোপনে ওঁদের রক্ষণাবেক্ষণ করি। তবে দেখা দেব না। কেন না, আমার অবর্ত্তমানে উনি একটী মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টায় থাক্‌বেন। কিন্তু, আমার মন কেন ওঁর অদর্শনে ব্যস্ত হ'চ্ছে? ওঁকে দেখবার জন্য কেন এত লালায়িত? আজ পর্য্যন্ত মন আমার কখনই বিচঞ্চল হয় নাই। কা'কেও আমি প্রাণ দিই নাই। কিন্তু আ'জ একি দেখি? দে'খছি আমারও মনের ওপর জোর নাই। তবে কি বাস্তবিকই ঈশ্বরে মতি না দিলে মন ঠিক থাকে না? মন কি নিতান্তই আবদ্ধ থাক্‌বার নয়? জান্তাম মন আমারি। কিন্তু মন যখন এতই আকর্ষণ-শীল, তখন আমার আয়ত্তে কেমন ক'রে থাক্‌তে পারে? তবে মন নিতান্তই নিজের কাছে রাখবার নয়। এই কথা জ্ঞানদাও ব'ল্লে। তবে জ্ঞানদার মহৎ ভ্রম, যে আমি আত্ম-জ্ঞান লাভ ক'রেছি—মন আমার ঈশ্বরেই আবদ্ধ। তা হ'লে জ্ঞানদার দিকে মন ধায় কেন? ছি ছি,

মন, তুমি কি আশায় ওপথে ধাও? ওপথ যে কণ্টকময়, যা চাও তা পাবে না। ফের মন ফের। মরীচিকাকে তোমার জলাশয় ব'লে ভ্রম হ'য়েছে। ওখানে তৃষ্ণা নিবারণ হবে না, আরও ছাতিফেটে যাবে। চল মন, এস্থান পরিত্যাগ ক'রে যাই।—কৈ, মন তো নিষেধ মানে না। মনের স্রোত কিসে আটকাব? এ স্রোত সামান্য হ্রদের দিকে ছুটেছে। সে হ্রদও আবার অভেদ্য পর্ব্বতবেষ্টিত। তাতে যে মিশতে পারবে না, তা কৈ বুঝে? সে তো বালির বাঁধ নয়। তবে মন, সমুদ্রের দিকে ধাওনা কে'ন? সে অকুল, অনন্ত—সেখানে যেতে মানা নাই, সেখানে সকলেই ঠাঁই পায়, বিরাম পায়। তবে সেই অনন্ত, আনন্দময় হরির প্রেম-সাগরে কেন ধাও না? স্রোতস্বতি! কোন হ্রদে যেও না। সঙ্কীর্ণ হ্রদ শীঘ্রই কলুষিত হয়। যদিও হ্রদে মিশে, হ্রদকে স্ফীত করে, হ্রদের গতি দিয়ে সমুদ্রে মিশতে পার বটে; কিন্তু তোমার গতি যে দিকে, সেখানে তো প্রবেশদ্বার পাবে না। ফের মন, ফের। তোমার গতি ফেরাও। চল হরিপদে আশ্রয় লই। এস এখন এস্থান পরিত্যাগ করি।—কৈ, মন তো মানে না। আশা, তুমি অন্ধ, চক্ষু সত্ত্বেও অন্ধ। দেখ, জ্ঞান স্পষ্ট দেখিয়ে দিচ্ছে, তুমি সফল হ'তে পা'রবে

না, হ'লেও সে ফল তোমার লক্ষবিরুদ্ধ। তবু তুমি দে'খেও দেখনা। জ্ঞান কিছুতেই তোমার গতি রোধ ক'ত্তে সমর্থ নয়।—অপূর্ব্ব জ্ঞান আশার বিরোধ! যে জয়ী, দেহ তা'রই বশবর্ত্তী। তবে আমি কে? আমি কি কেউ নই? কি বল জ্ঞান? তোমরা তো সকলেই মনের রূপান্তর। বহির্জ্জগৎই তোমাদের আশ্রয়। এ দেহ তোমাদেরই বশবর্ত্তী। তবে আমি কে?—আমি কেউ নই। আমি নাই। চল মন তোমার যে পথে ইচ্ছা। তুমি ভিন্ন, তোমার গতি রোধ ক'ত্তে, আর কেউ নাই। আমি নাই।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য—বৈষ্ণবের বাটীর সম্মুখ।

(পঞ্চানন ও শ্যামসুন্দরের প্রবেশ)

প। ভামি বেটী কি ক'ল্লে গা? একেবারে দেশছাড়া ক'ল্লে! বেটী কি নিমকহারাম!

শ্যা। দাদা, অতিলোভে তাঁতি ডোবে।—কেমন

চালাকীটা খেলেছে দেখ দেখি। কিন্তু, জমীদার ব্যাটাকে এত বশ ক'ল্লে কেমন ক'রে? ধন্য মেয়ে যা হো'ক।

প। উঁঃ, আমি আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মাল্লাম! ছেনারের পাল্লায় প'ড়ে দেশ পর্য্যন্ত ছাড়তে হ'লো!

শ্যা। দাদা, ছেনারের ছাঁই পর্য্যন্ত মাড়াতে নাই। আমাকেও কি নাকালটা ক'ত্তে ব'সেছে দেখ দেখি। জমীদারের সঙ্গে যুঝে আর কদিন টিকব? শেষে ভিটেয় ঘুঘু চরাবে দে'খছি।

প। কিন্তু ভাই, এর শোধ না তুললে তো আর চ'লবে না। বেটী শুনচি কর্ত্তাভজার দলে আবার আনা-গোনা ক'ত্তে ধ'রেছে। বৈষ্ণব ব্যাটাকে হাত ক'ত্তে পাল্লেই আমাদের কার্য্যসিদ্ধ হবে।

শ্যা। সে ব্যাটা কি অমন মক্কেল হাত ছাড়া ক'ত্তে রাজী হবে দাদা? আমার তো বোধ হয় না। তবে একটা ফন্দী করা চাই। ঐ বাড়ীটাতেই সেই বৈষ্ণব ব্যাটা থাকে নয়? ঐটেই বুঝি রাধার কুঞ্জ? ঐখানেই বুঝি গোপীরা হরিবাসর ক'ত্তে আসে?

প। হ্যাঁ ভাই, ঐটেই ওদের বাসর কুঞ্জ। ওখানে এক একদিন সারারাতই বাসর জাগায়। আ'জকে ওদের একটা উৎসব আছে। রাত্রি অনেক হ'য়েছে,

বোধহয় অনেক গোপী এসে হাজির হ'য়েছে। ভামিও বোধহয় এসে থাকবে। কিন্তু ওখানে তো কিছু হ'য়ে উঠবে না। শেষে আবার ধরা প'ড়ে প্রাণ খোয়াব কি? জমীদারের হুকুম, ওর এলেকায় দে'খতে পেলেই গর্দ্দান নেবে।

নেপথ্যে। (হাস্যের উচ্ছ্বাস)

শ্যা। ঐ শোন, হাসির হড়রা উঠেছে। বাঃ কি মজা! দাদা, বৈষ্ণব না হ'লে আর চ'লছে না। খ্যাটের ভাবনাটা তা হ'লে আর থাকে না। অথচ, মনের মত গোপী নিয়ে কুঞ্জে বিহারও অবাধে চলে। চৈতন্য কি সুবিধেই ক'রে গেছে! ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে কি না চলে? মালা তিলকের কি গুণ দাদা! বেশ্যা-বাড়ী গিয়ে "মারকে মার, পাঁচসিকে গুণোগার" আর দিতে হয় না। গোটাকতক তিলক, আর গলায় একগাছা মালা নিয়ে, একটা দোকান খুলে ব'সলে, পালে পালে গোপিনী এসে মনের মত খাবার দিয়ে মন যোগাবে। দুধ, ছানা, মাখন খেয়ে খেয়ে শরীরটা দুরন্ত হ'য়ে যায়। আর মজার তো কথাই নাই।

প। ভাই বৈষ্ণব হও, পরে হ'য়ো। আগে এদিককার যোগাড় দেখ।

শ্যা। ঐযে, সেই বৈষ্ণব ব্যাটা গাইতে গাইতে এদিকে

আ'সছে না? ও ব্যাটা আমায় তেমন চেনে না। তুমি একটু স'রে যাও। আমি একটা ফন্দী এঁচেছি।

(পঞ্চাননের অন্তরালে স্থিতি)

ব্যাটা দে'খছি রস গড়াতে গড়াতে আসছে। ভরা মসক উপ্‌চে প'ড়ছে। তবে তো পা পিছ্‌লেছে ব'লে কথা। আর যায় কোথা?

(বৈষ্ণবের প্রবেশ)

বৈ। গীত।

রাধার প্রেমে পাগল আমার রাধাপ্রিয় প্রাণ।
রাধায় হৃদয়ে ধ'রে, মলয়হিল্লোলভরে,
আনন্দ লহরী মাঝে, ভাসি প্রেমনীরে,
(রাধার) অধরে রাখিয়ে সুধা, হৃদয়ে রতনজ্ঞান।
যবে রাধারে হারাই, আঁখি নীরে ভাসাই,
নীরদবরণ তমোনীরে নীরবে মিশাই।
(রাধা) অভিমানী ধ'রলে চরণ,
ধরি চরণ ভাঙ্গি মান।

শ্যা। হাঁগা বাবাজী, এই আখড়ার কর্ত্তাটী কি বাড়ীতে আছেন?

বৈ। কি চাও তুমি? আমিই সেই।

শ্যা। ঠাকুর, আমি বড় বিপদে প'ড়েছি। আপনি উদ্ধার না ক'রলে তো আর আমার রক্ষা নাই।

বৈ। কি হ'য়েছে?

শ্যা। ঠাকুর, আমার স্ত্রী আজ সারাদিন পেটে বেদনা পেটে বেদনা ক'রে অস্থির হ'য়েছে। কিছুতেই নিবারণ হয় নাই। এখন একটী লোক আমায় ব'ল্লে, "বৈষ্ণবঠাকুরের কাছে যাও, তিনি ভগবানের জানিত লোক, একবার হাত বুলিয়ে দিলেই সব সেরে যাবে।" ঠাকুর, আপনাকে দয়া ক'ত্তেই হবে। নইলে, সে যে রকম জেরবার হ'য়েছে, তাতে রক্ষা পায় কি না সন্দেহ।

বৈ। তোমার স্ত্রীর বয়স কত?

শ্যা। আজ্ঞে বয়স বেশী নয়। এই সবে ষোল বছর। এখন যদি তাকে হারাই, তাহ'লে কেমন ক'রে আমার সংসার চ'লবে? গরীবমানুষ, তাতে বিয়ের যে পণ, কেমন ক'রে আর বিয়ে হবে? কত কষ্টে তিন শ টাকা পণ দিয়ে একটী দুবছরের মেয়ে বিয়ে ক'ল্লাম, তার গু-মুত ঘুচিয়ে মানুষ ক'ল্লাম, আ'জ যদি তাকে হারাই, তা হ'লে আমার দশায় কি হবে?

বৈ। সে দেখতে কেমন?

শ্যা। আজ্ঞে, গরীবের ঘরের মেয়ে বটে, কিন্তু দে'খতে

যেন পরী। আহা, অমন সোনার চাঁদকে হারিয়ে আমি কেমন ক'রে বাঁ'চব গো?

বৈ। দেখ, তার সব সুলক্ষণ। তবে একদিন ঠাকুরের কাছে হ'ত্তে দিয়ে না থা'কলে বড় সুবিধে হবে না।

শ্যা। আজ্ঞে, আগে যমের হাত এড়ান, নইলে হ'ত্তে দেবে কে? ঠাকুর এখন একবার আপনাকে যেতেই হ'চ্ছে।

বৈ। আ'জকে একটা উৎসব আছে হে, কেমন করেই যাই? তুমি তাকে এইখানে পাঠিয়ে দাও গে না?

শ্যা। আজ্ঞে, তার কি ওঠবার শক্তি আছে? আপনাকে বেশী দূর যেতে হবে না, এই নিকটেই আমার বাড়ী।

বৈ। (স্বগত) তাইতো, এমন ষোড়শী-রূপসীটা হাতছাড়া ক'রব? না যাই। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, আমি দেখে আসছি। তুমি এক কাজ কর। এইখানে ভামিনী ব'লে একটী স্ত্রীলোক এখনি আসবে। তা'কে একবার এই গাছতলায় আমার জন্য অপেক্ষা ক'ত্তে ব'লো। আমি না এলে যেন বাড়ীর ভেতর না যায়। তোমার নামটা কি?

শ্যা। আজ্ঞে, আমার নাম হলধর শামুই। পশ্চিম পাড়ার এই পাশেই বাড়ী। সদরদরজা খোলা আছে, বরাবর বাড়ীর ভেতরে যাবেন।

বৈ। তবে আমি আসি। জয় শ্রীহরি।

বৈষ্ণবের প্রস্থান।

শ্যা। দাদা, কিস্তি মাৎ।

(পঞ্চাননের প্রবেশ)

প। ধন্য যা হো'ক তোমার চা'ল। সব সুযোগ হ'য়েছে, এখন ভামি বেটী এলে হয়।

শ্যা। বৈষ্ণব-ভায়াকে আ'জ যে বাড়ীতে পাঠিয়েছি, ভায়ার হাড় কখানা পর্য্যন্ত গুঁড়ো না হ'লে বাঁচি। ভায়া আমার ষোড়শী-রূপসীর আসায় গেলেন, কিন্তু সেখানে আঝোড়া বাঁশ ভায়ার জন্য অপেক্ষা ক'চ্ছে।

প। ব্যাটা যেমন নষ্ট, আজ তার উপযুক্ত শাস্তি পাবে। বুঝে সুঝে বেশ লোকটীর বাড়ীতে পাঠিয়েছ। সে ব্যাটা যে গোঁয়ার। বিশেষ বৈষ্ণব দে'খলেই সে ব্যাটা হাড়ে চ'টে যায়।

শ্যা। ঐ যে কিসের একটা আলো দেখা যাচ্ছে না? ভামি বুঝি আসছে তবে? এস, আমরা এখন একটু আড়ালে থাকি। লাঠিগুলো ঠিক্ আছে তো?

প। হ্যাঁ ভাই। ওর সঙ্গে আবার একটা কে আসছে দেখছি যে। হ্যাঁ হ্যাঁ, চিনেছি, ও বেটী একজন মস্ত জাঁদ্‌রেল। বয়সে গাছ পাথর নাই, তবু রস কত?

শ্যা। হুঁ হুঁ, দাদা, দুধ মরে ক্ষীর হয়, জান তো। বুড়ী না হ'লে পীরিত বোঝে না। এস এখন লুকুই।

(উভয়ের অন্তরালে স্থিতি)

(ভামিনী ও মন্দোদরীর প্রবেশ)

ম। জমীদারকে কিন্তু খুব বশ করেছিস ভাই। কিছু ওষুধ টষুধ খাইয়েছিলি না কি? শুনেছি বাঁদরের গু খাওয়ালে পুরুষ বড় বশে থাকে।

ভা। আমার কি রূপ নাই গা? যে আমি ওষুধ খাওয়াতে যাব। আর ওষুধে কি হয়? ছাই হয়। আমি সেই শ্যাম পোড়ারমুখোকে কত ওষুধ খাইয়েছিলুম। তা কি হ'ল? চোখ খেকো মুখপোড়ার চোখ নাই, তাই বশে রইল না। রূপ দেখতেও আবার চোখ চাই তো?

ম। না ভাই, আমি কি ব'লছি যে তোমার রূপ নাই? তার ওপর আবার যে গুণ, তাতে মানুষ তো মানুষ, দেবতারাও পায়ে প'ড়ে থাকে।

ভা। মন্দ দিদি, আমি তোমাকে একখানা বালিচুরী শাড়ী দেব, সেইটী প'রে হরিবাসর ক'ত্তে আসবে, কেমন?

ম। তা ভাই, তোমরা না দিলে আর পাব কোথা বল। থান ধুতি প'রে কুঞ্জে যেতে লজ্জা লজ্জা

করে। হ্যাঁ ভাই, এইখানে সেই গানটী একবার সেধে নাও না।

ভা। ঠিক ব'লেছ মন্দ দিদি।

গীত।

কে বলে কাল কালা রাধাহৃদয়ধন?
কালা যে করে আলো এ অখিল ভুবন।
আঁখি অন্তরে কালা, হরে তিমিরমালা;
হেরি আঁধার বিনা কালা নিলরতন।
প্রেমহৃদয় হরি, প্রেমমুরলীধারী,
বাজায়ে বাঁশরী হরে রাধারি মন।

নেপথ্যে। আমি গি'ছি গো—আমায় কেউ রাখ গো।

ভা। আমাদের কর্ত্তাঠাকুরের গলা শুনছি না? ওমা সে কি গো?

(হলধর, জলধর ও বৈষ্ণবের প্রবেশ)

জল। এই যে, সব রঙ্গিনীরাও হাজির আছেন।

হল। ওরে, এই বেটী সেই ভামি রে।

(ভামিনীর পলায়নোদ্যম)

জল। ধর ধর বেটীকে। বেটী জমীদারের সঙ্গে যুটে আমাদের সর্ব্বনাশ ক'ত্তে ব'সেছে। বাঁধ বেটীকে, ক'সে বাঁধ। (হলধরের তথাকরণ)

এই সময় সেই পেঁচো ব্যাটাকে পেলে বড় সুবিধে হ'তো।

হল। ব্যাটা যে দেশছেড়ে পালালো। কিন্তু ব্যাটাকে ছাড়া হবে না।

ভা। ওগো আমায় ছেড়ে দাও গো—তোমরা আমার বাবা গো। মন্দ দিদি, এ সময় আমায় একলা ফেলে কোথা পাপালি গো?

হল। কি, মন্দ? সে বেটী কোথা পালালো?

জল। কে, মন্দপিশী? সেও কি এ দলে আছে নাকি?

হল। তাও জাননা দাদা? বুড়ী, ছুঁড়ী কেউ বাকী নাই। চল এ দুটোকে আগে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসি।

ভামিনী ও বৈষ্ণবকে লইয়া
হলধর ও জলধরের প্রস্থান।

(পঞ্চানন ও শ্যামের প্রবেশ)

শ্যা। যা শত্রু পরে পরে।

প। ব্যাটারা গেছে তো? আমার বুকটা গুরগুর ক'চ্ছে। ব্যাটারা যেন যমদূত। আমার উপর ব্যাটাদের বেশ আক্রোশ আছে দেখি। পালিয়ে চল ভাই, এখানে আর থাকা নয়।

গ্যা। চল দাদা। এইবার জ্ঞানদার অনুসন্ধানে যাই চল। যার জন্য এত, তাকে না পেলে আর কি হ'লো? শুন্‌ছি সে এখনও বনে বনে ঘুরছে। চল, রাতারাতিই এ এলেকা ছাড়িয়ে যাই।

প। তাই চল ভাই।

উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য—বন।

(রঙ্গিনী ও ধ্যানরতা জ্ঞানদা আসীন)

র। কি একাগ্রচিত্ততা! শুধু প্রেম নয়, শুধু মন নয়, প্রাণ পর্য্যন্ত উনি হরির হাতে দিয়ে ব'সেছেন। এখন কি ওঁকে মানুষ বলা যায়? না। কৈ, এজগতের তো কিছুই ওঁতে এখন নাই, এ জগতের সঙ্গে তো ওঁর কোন সম্বন্ধই নাই? মানুষ ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়। কৈ, উনি তো তা নন? মানুষ বাহ্যবস্তুতে আকৃষ্ট হয়। কৈ, তাওতো উনি ন'ন? এখন কিছুতেই ওঁর মন বিচলিত করা যায় না।

এখন উনি এখানেই নাই। উনি সেই প্রেমময় আনন্দধামে প্রেমসলিলে অবগাহন ক'রেছেন। কি অতুল আনন্দ! আহা, ওঁর এ সুখ দেখে কা'র না ঈর্ষা হয়?—কিন্তু আমার পোড়া মন স্থির হ'চ্ছে না কেন?—মন আর কোথাও যায় না বটে, কিন্তু কখন হরিতে, কখন আবার কান্তিতে ফিরে আসে। কেন মন? হরির অতুল প্রেম কি বুঝতে পার নি? তাই কি কান্তিকে ভুলতে পাচ্ছ না? দেখ না মন, পরের সুখ দেখে নিজে বোঝ। দুটী প্রেম তুলনা করেও দেখতে পার। দেখ, এখন তোমার কান্তি কোথা? কান্তি এখন তোমায় কি সুখ দিচ্ছে? কেবল বিরহানলে পুড়ে ম'রছ বৈ ত নয়। কিন্তু, হরিকে দেখ, হরি হাত বাড়িয়ে আছেন, গেলেই তোমায় আলিঙ্গন ক'রে হৃদয়ে রা'খবেন। এতেও মন বোঝ না কেন?—ভজ, ভজ মন, কান্তি ছেড়ে হরি ভজ। (ধ্যানে রত) ঐ হরি, আমার প্রেমের হরি! হরি, হরি, আর যেন অধিনীকে ছেড়ো না। তোমার এই আলিঙ্গনেই যেন চির-দিন থাকি। আর যেন অধিনীকে ভুলো না।—কৈ হরি? কৈ হরি? কান্তি, আবার তুমি? আরে আরে ভ্রান্ত মন! সুধা ছেড়ে গরলে রুচি! ধিক্ ধিক্ তোমায়!—এখন আর না। যাই,

মা'র জন্য খাবার নিয়ে আসি। মা অনেকক্ষণ অনাহারে আছেন।

প্রস্থান।

জ্ঞা। (ধ্যানে) একাত্মা! একাত্মা! একাত্মা—স্ত্রী, স্বামী, হরি একাত্মা। দুই দুই কৈ? আমি স্ত্রী, আমিই স্বামী, আমিই হরি। "তুমি" "আমি" ভেদ কৈ? এক শক্তি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত। দেখ অন্ধ জগৎ, আঁখি মেলে দেখ, ব্রহ্মাণ্ডে ভেদ নাই। "তুমি" "আমি" কি?—সবই "আমি"। "আমার" কি? সবই "আমি"। "আমি" সব, "আমা" ছাড়া কিছুই নাই।

দেখরে জগৎ মেলিয়া নয়ন,
নাহি কিছু ভেদ জগৎ মাঝারে,
একই শকতি ব্যাপিয়া ভুবন
বিচরে করমে বাঁধি আপনারে।

"তুমি—আমি" ভেদ মিছা কেন ভাব?
"আমি" ছাড়া আর কি আছে জগতে?
"আমার" "তোমার" কাহারে কহিবে?
সবে আমি যবে সকলি আমাতে।

হরি কি পৃথক্? আমিই হরি,
একাধারে আমি জানিবে সকলি—

আমিই পুরুষ, আমিই নারী,
আমি রাজা প্রজা, আমি বনমালী।

(পঞ্চানন ও শ্যামের প্রবেশ)

আমিই জনক, আমিই জননী,
আমিই পতনী, আমিই স্বামী,
আমিই ভ্রাতা, আমিই ভগিনী—
অনন্ত আমিই—যে হরি সে আমি।

প। আরে এ যে পাগল হ'য়েছে। পাগ্‌লীটাকে নিয়ে কি ক'রবে? পালিয়ে চল, আবার কামড়ে টামড়ে দেবে।

শ্যা। হাঁ হাঁ, তুমিও পাগল, দাদা। বোধ হয় আমাদিকে দে'খতে পেয়েছে, তাই অমন পাগ্‌লী সেজে আবল তাবল ব'ক্‌ছে। কিন্তু আমাদের কাছে কি আর পার পাবার যো আছে?

প। না না, ভায়া তুমি বোঝ না। ও অনেক দিন থে'কে ঐ রকম চোখ মুজতে শিখেছে। শেষে পাগলে দাঁড়িয়েছে আর কি।

শ্যা। হাঁ হাঁ, চোখ মুজলেই বুঝি পাগল হয়? ও সব ভিটকিলি। ধর, ধর।

প। আমি পা'রবনা ভাই। আমায় কামড়ে দেবে।

শ্যা। তুমি যে মেয়েমানুষেরও বেহদ্দ দাদা। এই দেখ।

(ধরিতে অগ্রসর হওন)

(কান্তির সহিত একজন দারগা ও কনেষ্টেবলের প্রবেশ
এবং পঞ্চানন ও শ্যামকে গ্রেপ্তার করণ)

প। আমি তোমাদের কি ক'ল্লাম বাবারা? আমি তো পাগল ব'লে ছেড়েদিয়েছিলাম। পাগলে আমার কাজ কি বাবারা?

দা। শালা কি সততার পরিচয় দিলেন! এখন সেই হারুর ঘরে আগুন লাগান, হারুর স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারা, সে সব কি ভুলে গেছ?

প। ওরে বাবারে, এইবার গিছি। এতদিনে শাস্তি পূর্ণ হ'ল।

দা। (শ্যামের প্রতি) আর এই তোমার গ্রেপ্তার পরোয়ানা। তুমি জমীদারের সঙ্গে বিবাদ ক'রে জমীদারের স্ত্রীকে হত্যা ক'রেছ। তার সঙ্গে তোমার গুপ্ত-প্রেম ছিল, সেই জন্যই তোমার আক্রোশ। তার উপর, আজ এক অনাথার উপর আক্রমণ।

শ্যা। ভামি, ভামি, ম'রে গিয়েও তোর আক্রোশ ঘু'চল না! মরে গেলেও ছেনারের হাতে এড়ান নাই। এ কারসাজী তুই ভিন্ন আর কে ক'রবে? কিন্তু দারগাবাবু, আমি যথার্থই ব'লছি, আমা-থেকে এ কাজ হয় নাই।

কন্। চল্ চল্, বক্ বক্ করো মৎ। (শ্যামকে লাঠির গুঁতা)

প। বাবারা, ভামি আমায় যথেষ্ট শাস্তি দিয়েছে, আর কেন ?

দা। তবে দে'খছি এ ব্যাটাও ওতে লিপ্ত আছে।

কন্। চল্ বে চল্। (পঞ্চাননকে লাঠির গুতা)

শ্যা। কান্তিবাবু, এতদিনে তোমার উপদেশ আমার মর্ম্মগত হ'ল। ভাই, এখন আমায় এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর, আর আমার চরিত্রে কোন দোষ পাবে না।

কা। আমার হাত নাই ভাই। হরিকে স্মরণ কর। বিপদে তিনিই একমাত্র বন্ধু। যে হরিকে চিনেছে, হরিকে পেয়েছে, এ জগতে তার বিপদ নাই—বিপদ ক'াকে বলে সে জানে না—তার পক্ষে সম্পদ বিপদ দুইই সমান। তুমি অন্ধ—জ্ঞানচক্ষু হীন, তাই বিপদ দে'খছ—বিপদে উদ্বিগ্ন হ'চ্ছ। তবে আত্মজ্ঞানে চিত্তকে আলোকিত কর, দে'খবে বিপদ নাই—সম্পদে বিপদে কোন ভেদ নাই। এ সংসার আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র। সম্পদ বিপদ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র মাত্র। কর্ম্ম একই, উদ্দেশ্য একই। সুখ দুঃখ আর কিছুই নয়, কেবল কার্য্যাকার্য্যের প্রদর্শক ও প্রবর্ত্তক মাত্র। সুখ দুঃখ কেবল কর্ত্তব্যা-

কর্ত্তব্য দেখিয়ে দেয় এবং তাতে প্রবৃত্তি জন্মায়। আত্মজ্ঞানীর সুখ দুঃখ নাই, বিপদ সম্পদ নাই। সে কেবল কর্ম্মই জানে।—মনে ক'রো না যে হরিকে ডাকলেই তিনি তোমায় বিপদক্ষেত্র থেকে সম্পদক্ষেত্রে নিয়ে যাবেন। তা নয়। তিনি কেবল তোমায় চিনিয়ে দেবেন যে বিপদে সম্পদে ভেদ নাই। তোমার চিত্তচাঞ্চল্য নিবারণ ক'রবেন। তোমার মনে সুখ দুখের ভেদ থাকবে না। তাই বলি, বিপদভঞ্জন হরিতে মতি দাও। সাংসারিক ক্লেশ আর পেতে হবে না।

প। ও গো, এমন কে আছে যে আমায় রক্ষা করে? আমায় তাঁকে দেখিয়ে দাও গো।

দা। আমি দেখিয়ে দেব চল। মস্ত ফাঁসিকাঠ তোমার জন্য তৈয়ারি আছে। সেই তোমার এ বিপদের উদ্ধার কর্ত্তা।

কন্। চল্‌রে চল্।

দারগা, কন্‌ষ্টেবল্, পঞ্চানন ও শ্যামের প্রস্থান।

কা। বহির্জগতের সঙ্গে ওঁর এখন কোন সম্বন্ধ নাই। উনি এখন সেই জ্যোতির্ম্ময় অন্তর্জগতে প্রেমপ্রজা-পতির ন্যায় প্রেমকিরণে ক্রীড়া ক'চ্ছেন। কি অতুল আনন্দ! আমারও হৃদয়ে আজ প্রেম-কির-

ণের ঝিল্লী দিচ্ছে বটে। কিন্তু তাতে আনন্দ কই? আশা-কিরণ ক্ষণে ক্ষণে বিজলুচ্ছে। কিন্তু এ যে দুরাশা, এই জ্ঞান মেঘের স্বরূপ তখনি আবার অন্তর ছেয়ে ফেলছে। আশা, ফের। কেন আর যন্ত্রণা দাও?—না না, জ্ঞানদার ধ্যান বুঝি ভঙ্গ হ'চ্ছে। দেখি একবার।

জ্ঞা। কে? আপনি এসেছেন?—রঙ্কিনী অনেক ঠিক হ'য়েছে। তবে আপনি আর দেখা দেবেন না। আপনি এখানে আর থাকবেন না।

কা। জ্ঞানদা, তুমি বড় নিষ্ঠুর। আমি তোমার এত ক'ল্লাম, তার প্রতিশোধ কি এই? আমি দুদণ্ড দাঁড়িয়ে তোমায় দে'খব মাত্র, তাতেও তোমার বিরক্তি। জ্ঞানদা, আমার অন্তরের ভেতর ঢুকে দেখ, আমি কি যাতনা পাচ্ছি। তা দে'খলে অবশ্য তোমার দয়া হবে। জ্ঞানদা, আমি—

জ্ঞা। জাগ, জাগ, জেগে কথা কও। আমি দেখছি তুমি এখন নিদ্রিত। তাই এমন মুগ্ধের কথা তোমার মুখদিয়ে নির্গত হ'চ্ছে। জাগ, জাগ।

কা। মা, অপরাধ মার্জ্জনা ক'রবেন। বাস্তবিকই আমি নিদ্রিত ছিলাম। আজ দু-দিন আমি ক্ষণে ক্ষণে মোহে আচ্ছন্ন হ'চ্ছি। কেন মোহ এমন হঠাৎ আক্রমণ করে, বুঝতে পাচ্ছি না।

জ্ঞা। তোমার আত্মজ্ঞান সম্পূর্ণ হয় নাই। যাও সেই সন্ন্যাসীর কাছে কিছু দিন থাক। নচেৎ আবার ভ্রমে প’ড়বে। একেবারে ঈশ্বরপ্রেম পাওয়া বড় কঠিন। ভালবেসে ভালবাসা পেতে হয়। অন্ধ-জীব ঈশ্বরপ্রেম বোঝে না। তবে দাম্পত্য প্রেম বোঝে। যখন দাম্পত্য-প্রেমে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়, অথচ আত্মজ্ঞান নাই ব’লে সংসারের যাতনা অসহ-নীয় হওয়ায় বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তখন সেই হৃদয় ঈশ্বরে প্রেম ঢেলে দেয়। কেন না, বৈরাগ্য বশতঃ সংসারের কোন বস্তুতে তার অনুরাগ থাকে না, অথচ হৃদয়ও এদিকে প্রেমে পরিপূর্ণ। ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মা হ’লেই আত্মজ্ঞান আপনি হয়। তুমি প্রেম না জেনে ঈশ্বর পেতে চাও, আত্মজ্ঞান পেতে চাও। সেই জন্য শীঘ্র কৃতকার্য্য হওয়া দুরূহ। তবে সন্ন্যাসীর সহচর হও, তাতে তোমার লাভ হবে। যাও; এস্থানে আর থেকো না।

কা। ঐ বুঝি সন্ন্যাসী আ’সছেন।

(সন্ন্যাসীর প্রবেশ)

স। কান্তি বাবু? এস ভাই একবার আলিঙ্গন করি। তোমার গুণের পরিসীমা নাই। তুমি আমার যথেষ্ট উপকার ক’রেছ। (জ্ঞানদার প্রতি) জ্ঞানদা,

আমার প্রাণের ভগিনী, জে'ন আমি প্রকৃতই তোমার দাদা, তোমার সহোদর। তোমার আকৃতি দে'খে প্রথমেই আমার সন্দেহ হয়, যে নিশ্চয়ই আমাদের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। আ'জ আমি অনেক অনুসন্ধানের পর জা'নলাম যে আমরা এক-গর্ভজাত। আমাদের পিতা হরিবাবু জমীদার।

কা। এঁ্যা, বলেন কি!

স। হঁ্যা ভাই, তুমি যাকে পিতা বল, তিনি আমাদের পিতা। বাবার সঙ্গে রামময় বাবুর বড় বিবাদ ছিল। তিনি শৈশবে আমাদি'কে চুরীক'রে নিয়ে যান। আমাকে জলে ভাসিয়ে দেন। একজন অনাথা আমায় পালন করেন। তিনি পরলোকে যেতেই আমি বিরাগী হ'য়ে বেরিয়ে পড়ি। জ্ঞানদা রামবাবুর বাড়ীতে পালিত হয়। আমাদের মা পুত্রকন্যা শোকে দেহত্যাগ করেন। তার পর বাবা আবার বিয়ে করেন। সেই মা না কি আ'জ জ্ঞানদার সহচরী? কৈ তিনি?

জ্ঞা। হঁ্যা দাদা, তিনি এইখানেই আছেন। এখনি আ'সবেন।

স। জ্ঞানদা, আ'জ আমাদের নূতন সম্বন্ধ। আমরা আ'জ ভাই বোন। এস আজ ভাই বোনে মিলে একবার হরিগুণ গাই।

গীত।

(এস) ভাই বোনে মিলি হরি গুণ গাই,
উভয় হৃদয় ধ্যানে মিশাই।
দুটী মন মিলি, স্নেহ উথলি,
পূর্ণ হৃদয় হরিরে দেখাই।
স্নেহপ্রিয় হরি করে মন চুরী,
স্নেহ নাহি দিলে কই দেখা পাই ?
তমোহারী হরি নয়ন অন্ধেরি,
ভবের কাণ্ডারী জগতের ভাই।
রাখিয়ে হৃদয়ে হরি দীপময়ে,
নয়ন খুলিয়ে মোহ ঘুচাই।

জ্ঞা। দাদা, সম্বন্ধ আবার কি ? ভাই বোন পৃথক্ কৈ ? সবই তো এক। হরিই বা স্বতন্ত্র কৈ ? সবই তো হরি। এক গঙ্গার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নাম ; তা ব'লে কি তাকে পৃথক্ পৃথক্ ব'লব ? দাদা, এক শক্তি সর্ব্বত্র বিদ্যমান, ভেদ তো কিছু নাই। যে হরি, সেই আমি, সেই তুমি, সমস্ত জগতও সেই।

স। পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণজ্ঞান। জ্ঞানদা, তোমার আত্মজ্ঞান লাভের জন্যই আমি নানা পন্থা দেখিয়ে দিচ্ছি-

লাম। কিন্তু তুমি যে আগেই সে জ্ঞান পেয়েছ তা আমি জানতাম না।

কা। জ্ঞানদা যথার্থই জ্ঞানদা—জ্ঞানদায়িনী।

(রঙ্গিনীর প্রবেশ)

র। কান্তি, আবার তুমি? যাও আমার সুমুখ থেকে দূর হও।

জ্ঞা। মা যথার্থই তুমি আমার মা। আ'জ জানলাম তোমার স্বামীই আমার পিতা। ইনি আমার দাদা।

র। মা, আমি মা, না তুমি মা? তুমিই আমার স্নেহের জননী, জ্ঞানদায়িনী গুরু। আমি কি গুণে মা হব মা?

স। মা, আপনি আপনার বাড়ীতে চলুন। স্বামী থাক্‌তে বনে বাস সাজে না। জ্ঞানদা, তুমিও চল। বাবা তোমাদের দেখবার জন্য বড় কাতর।

র। ঠাকুর, আমি আপনার বাড়ীতেই আছি। এই যে আমার মা, আমার স্বামীও আমার হৃদয়ে। আবার আমার বাড়ী কোথা? আবার আমার স্বামী কে? হরি ভিন্ন আবার স্বামী কে? আমি স্নেহময়ী মায়ের কোলে ব'সে সেই স্বামীর চরণ সেবা ক'চ্ছি।

স। জ্ঞানদা, তুমি জগৎ মাতালে। আমি তোমার কাছে হা'র মানলাম। এখন মাকে নিয়ে একবার বাটীতে চল। বাবা তোমাদের দেখে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন ক'রবেন। কান্তি, চল ভাই।

সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য—নদীতীর।

(রাখালবেশে ভোলানাথের প্রবেশ)

ভো। হায়, হায়, আমার ঘরের লক্ষ্মী হারিয়ে শেষে আমায় গরু চরাতে হ'ল। যা হোক, এত ভাল। আমি জানলাম যে আমি কাজ ক'ত্তে পারি। জগতে এসে সকলেই কাজ ক'রে থাকে। তবে আমি কেন নিষ্কর্ম্মার মত ব'সে থাকব? ছোট কাজ কত্তে লজ্জা করে। কিন্তু কাজের আবার ছোট বড় কি? কাজ তো আমার নয়? আমাকে গরু চরিয়ে খেতে হরে বটে। কিন্তু খাই কেন? না খেয়ে তো পারি না। আমি খেতে বাধ্য। কিন্তু

কে আমায় এমন বাধ্য করে? কে খাওয়ায়? কার জন্য এ দেহ? যাঁর জন্য এ দেহ, এ দেহ তাঁরই কাজ করে। আমরা সেই ভগবানের চাকর বৈত নয়। রাজা প্রজা সকলেই তাঁর চাকর, সকলেই তাঁর কাজ ক'রে থাকে। একটা নিকৃষ্ট পোকা দ্বারাও তাঁর মহৎ কাজ হ'য়ে থাকে। তাঁর কাজের ছোট বড় নাই।—কিন্তু গরু চরা'তে চরা'তে আমার মনে একটা সন্দেহ উপস্থিত হ'য়েছে।—বলে, কৃষ্ণ ধেনু চরা'ত। আমরাও তো তাই ক'রে থাকি। কিন্তু কৃষ্ণকে দেবতা ব'লে লোকে মানে, আর আমাদি'কে এত ঘৃণা করে কেন? গয়লার ছেলে দেবতা হ'লো, আর আমরা কি দোষ ক'ল্লাম? কৃষ্ণের রূপ তো কাল, তাতেই কত গোপিনী ভুলে ছিল। কিন্তু আমার এমন চেহারা দেখেও আমার স্ত্রী পর্য্যন্ত কখন ছি ছি বই আহা ক'রলে না। তার মানে কি? তবে বোধ হয় কৃষ্ণ এ গরু চরা'তেন না। কৃষ্ণ মানুষ-গরু চরা'তেন। কৃষ্ণ অবোধ মানুষের রাখালস্বরূপ। অবোধ মানুষ পাপ পথে ধায়, কৃষ্ণ রাখালের মত তাদের ফিরিয়ে এনে নিজের কাছে রাখেন। তবে কৃষ্ণকে গয়লার ছেলে বলে কেন? বুঝেছি। গয়লা ব'লতেই অবোধ—বোকা বোঝায়। কৃষ্ণ অবোধের ছেলে—

কৃষ্ণ অবোধের স্নেহের পাত্র,—কৃষ্ণ অবোধের সহায়, কৃষ্ণকে যে আদর ক'রে ডাকে কৃষ্ণ তারই। কৃষ্ণ ননিচোরা—অবোধের স্নেহচোরা,—অবোধের মনচোরা। কৃষ্ণের রূপ কাল। কাল আবার রূপ কি? কৃষ্ণের রূপ নাই। ভগবানের কি আবার রূপ আছে। কৃষ্ণ প্রেমিক। তাঁর কাছে যে প্রেম চায়, সেই পায়। তিনি গোপিনীর মনচোরা—অবোধের মন চুরী করেন। যে তাঁকে ভজে সেই তাঁকে পায়। তাঁর সহস্র গোপিনী—তাঁর ভক্তের সংখ্যা করা যায় না। যে এ জগতের কা'কেও প্রেম না দিয়ে তাঁকেই প্রেম দিয়েছে, তাঁরই আরাধনায় মত্ত, সেই রাধা। কৃষ্ণ গোপিনীর বস্ত্র হরণ করেন,—তিনি আবরণ চান না,—তিনি খোলা মনটী চান, তাঁর কাছে অহঙ্কার নাই, লজ্জা নাই, ভয় নাই। যমুনায় তিনি নাবিক—তিনি ভবপারের কাণ্ডারী। রাধার উপর তাঁর বড়ই আক্রোশ, তিনি রাধার সর্ব্বস্ব হরণ ক'রে নিজের হৃদয়ে বন্দী ক'রে রাখেন। তিনি বড় অভিমানী, পদে পদে অভিমান। তবে রাধার কাছে তিনি হা'র মানেন, রাধার পায়ে ধ'রে মান ভাঙ্গতেও তিনি লজ্জা করেন না। আহা! এমন প্রেমের কৃষ্ণকে কে না পেতে চায়?

আমি গরুচরাই, কিন্তু আমি নিজেই যে গরু। আমার প্রেমের রাখাল কি আমায় চরা'বেন না? আমি কি গোপিনী হ'য়ে তাঁকে ভ'জতে পা'রব না? আমি কি রাধা হ'য়ে তাঁর হৃদয়ে স্থান পা'ব না?—যাই এখন গরুগুলো কোথা গেল দেখি। (প্রস্থান)

(অন্ধ ভামিনী, খঞ্জ বৈষ্ণব তাহার স্কন্ধে, ও হাততালি দিতে দিতে রাখাল বালক দ্বয়ের প্রবেশ।

বৈষ্ণব। দাঁড়াতো শালারা।

রা০ বা। এস, মার'।

বৈ। চল্ তো গো ঐ দিকে।(ভামিনীর অপরদিকে গমন) ঐ দিকে, ঐ দিকে। (ভামিনীর অপরদিকে গমন)

(বালকগণের হাস্য)

ভা। আর বোঝা বইতে পারি না।

(উপবেশন ও স্কন্ধ হইতে বৈষ্ণবের পতন)

উঃ, অন্ধের এত যাতনা।

রা০ বা। ওগো,একটা বাঘ বেরিয়েচে গো—ধ'রলে গো।

(খঞ্জের পলায়নে বৃথা চেষ্টা)

ভা। ওগো তাই তো গো। (ইতস্ততঃ ধাবমান)

(বালকগণের হাস্য)

হায় হায় কি লজ্জা! যম কি নেবে না?

(ভোলানাথের প্রবেশ)

ভো। কিরে, তোরা হাসছিস কেন?

রা° বা। ওগো দাদা, এতক্ষণ মজা দে'খলে না?

(হাস্য)

ভো। এ কে? আমাদের ভামি না?

ভা। সে কি? আমার দাদার গলার আওয়াজ শুনি যে।

ভো। ভামি সত্যই তো। ভামি, আমি জা'নতাম তুই ম'রে গিছিস।

ভা। দাদা, এ মরারও বেহদ্দ। ম'লে আর এত যাতনা পেতে হ'তো না। অন্ধের মত আর যাতনা কার?

ভো। সেকি, তুই অন্ধ?

ভা। হ্যাঁ দাদা। সেই পোড়ারমুখোরা আমাদের দু-জনকে বেঁধে নিয়ে গিয়ে, আমার চোখ দুটী গেলে দিয়ে আর ওর ঠ্যাং দুটী খোঁড়া ক'রে, নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল। আমরা ভা'সতে ভা'সতে এক চড়ায় লাগি। কিনারায় উঠে অবধি আমার পা আর ওর চোখের সাহায্যে দেশ বিদেশ

ঘুরে বেড়াচ্ছি। নদীর জলে ডুবে ম'লে আর এত কষ্ট সইতে হ'তো না। এত যাতনা স'য়েও ম'রতে কেন ভয় হয় ?

ভো। ভামি, তুই শত দোষে দোষী হ'লেও তোর এ যাতনা আমার প্রাণে বড় ব্যাথা দিচ্ছে। ঘরের লক্ষ্মী বিদেয় হ'য়ে অবধি আমাদেরও লক্ষ্মী ছেড়েছে, আমাদের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে বটে, তবু তোকে একমুঠো অন্ন দেবার ক্ষমতা এখনও আছে। চল্, বাড়ীতে চল্। ভগবন্, তোমার লীলা বোঝা ভার। যন্ত্রণাও কি তোমার অভিপ্রেত ?

ভামিনীর হস্তধরিয়া প্রস্থান।

বৈ। ওগো ভামিনি, তুই তো চ'ল্লি,আমার দশায় কি হবে গো ? ওগো আমায় কেউ দয়া কর গো।

রাং বা। চল্ আমরা তোকে তোর সেই আখড়ায় দিয়ে আসি।

বৈ। লক্ষ্মী বাবারা আমার।

রাং বা। তোকে তো আর কাঁধে ক'ত্তে পা'রব না ভাই। আমরা এই লাঠিটা কাঁধে করি, তুই ঝুলতে ঝুলতে চল।

বৈ। তাই চল বাবারা।

(লাঠিতে ঝুলিতে ঝুলিতে গমন, একটী বালকের লাঠি পরিত্যাগ ও বৈষ্ণবের ভূতলে পতন)

বৈ। ওরে শালারা মেরে ফেলেচেরে।

রা° বা। গালাগালি দিস্ কেন ভাই? আমারা কি তোকে ব'য়ে নিয়ে যেতে পারি? তবে টেনে নিয়ে যাই।

(বৈষ্ণবের হস্ত ধরিয়া টানন)

বৈ। ওরে শালারা, গা ছিঁড়ে গেলরে। ছাড় বাবা ছাড়, শেষ কি মড়া নিয়ে আখড়ায় কবর দিবি না কিরে?

(বৈষ্ণবকে টানিয়া লইয়া বালকগণের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথমদৃশ্য—হরিবাবুর বাটী।

হরিবাবু আসীন।

হ। কে বলে ঐশ্বর্য্যে সুখ? আমার এত ঐশ্বর্য্যেও সুখ কই? সুখ তো খাওয়ায় নয়। কালিয়ে পোলাওএ তো অরুচি। এক জন দুঃখী শুধু ভাতে যা সুখ পায়, আমি কালিয়ে পোলাওএ সে সুখ পাই না। খাদ্য নূতনেই ভাল লাগে, দুদিন খেলেই তার আর মধুরতা থাকে না। তবে ক্ষুধার সময় যা খাওয়া যায় তাই ভাল লাগে। তবে এ সম্বন্ধেও তো ধনী বেশী সুখী নয়। পরিধানেও তাই। বরং অনেক সময়ে বড়মানষী দেখাবার জন্য কতকগুলো পোষাক প'রে শারীরিক ক্লেশও পেতে হয়। না প'রলেও মান থাকে না। দুঃখীদের তো মানের ভাবনা ভাবতে হয় না। শয়নেও তাই। শরীরকে দু-দিন যেমন শয্যাতেই রাখ, তাতেই গা সওয়া হ'য়ে যায়।

স’য়ে গেলে তো আর তাঁতে সুখ দুঃখ থাকে না। রমণীতে যে সুখ তা’তো যথেষ্ট বুঝেছি। আদার সত্ত্ব পুঁই ডাঁটায় ম’রে যায়। রঙ্গিনী তো বেশ সুখ দিলে। ভামি তো নাকালের একশেষ ক’ল্লে। তবে কি মানে সুখ? অর্থের আবার মান কি? কতকগুলো কপট খোসামুদের চাটুবাক্য কি মানের পরিচয় দেয়? কিন্তু মান কি? মানে সুখ কেন? আমি বড়,—ধনে, কি বলে, কি জ্ঞানে আমি বড়—এই জ্ঞানই তো মান। তাতে সুখ কেমন ক’রে হয়? এই গাছটা ঐ গাছটার চেয়ে বড়, তা ব’লে কি বড় গাছটার সুখ বেশী? তা কখনই নয়। তবে এই জন্য সুখ, যে আমার ধন, কি বল, কি জ্ঞান বেশী আছে, অপরে তার অংশের আশা ক’রে আমার অধীনস্থ হয়, সুতরাং তাদের দ্বারা অনিষ্ট সম্ভবেনা বরং প্রত্যুপকার পেতে পারি, এই আশাই আমার সুখের কারণ। রূপ গুণের গরবের সুখের কারণ ও তদনুরূপ আশা মাত্র। আমার রূপ গুণে মোহিত হ’য়ে লোকে ইষ্ট বই অনিষ্ট ক’রবে না, এই আশাই সুখের কারণ। তবে দে’খছি, মানের সুখের শরীরই কারণ। অভাব মোচনই সুখ, অভাবই দুঃখ। অভাব যত বাড়াই ততই বাড়ে। আশার নিবৃত্তি

নাই। আশাই দুঃখের মূল। সুখ নাই, সুখ নাই। কেন সুখ সুখ ক'রে দুঃখ বাড়াই? আমার ঐশ্বর্য্যে কাজ নাই, ধনে কাজ নাই, মানে কাজ নাই।

(জ্ঞানদা, রঙ্গিনী, সন্ন্যাসী ও কান্তির প্রবেশ)

এই যে মা আমার। মা তোমার কাছে মুখ দেখাতে আমার লজ্জা হ'চ্ছে। আমি তোমার পিতা নামের যোগ্য নই। আমি নিতান্ত পামর। আমার মুখ দেখলেও পাপ হয়। মা, এ পাপ মুখ দেখিয়ে আমি তোমার পবিত্র নয়ন কলুষিত ক'ত্তে চাই না। এ সংসার অজ্ঞানের পক্ষে নরক। এ সংসারে আমার সুখ নাই। আমি বনবাসে চ'ল্লাম।

জ্ঞা। লোকালয় আর বনে প্রভেদ কি বাবা? স্থানে তো সুখ নয়, সুখ অন্তরে। তবে আর স্থান পরিবর্ত্তনের আবশ্যক কি?

স। যাদের হৃদয় প্রেমে পরিপূর্ণ. তাদের পক্ষে তাই বটে। কিন্তু যাদের অন্তরে প্রেম কখন দেখা দেয় নাই, যাদের মন ইতর বৃত্তিতে পরিপূর্ণ, তাদের পক্ষে তা নয়। তাদের মন বহুরূপীর ন্যায় যে স্থানে থাকে তারই বর্ণ অনুকরণ করে।

মন যেমন দেখে তেমনি আকার ধারণ করে। সংসারে আত্মজ্ঞানী কম, অজ্ঞানের সংখ্যাই অধিক। সেই জন্য মানুষের মন অজ্ঞানের বৃত্তিই অনুকরণ ক'রে থাকে। সেই জন্য তাদের পক্ষে নির্জ্জনে সৎসঙ্গই শ্রেয়ঃ।

জ্ঞা। কিন্তু দাদা, উনি সুখ চা'ন। প্রেম ছাড়া সুখ কোথা ?

স। প্রেমে প্রেম আকর্ষণ ক'রে হৃদয়ে প্রেম উৎপাদন করে। এমন হৃদয়ই নাই, যাতে প্রেম নাই। তবে কেবল ইতর বৃত্তিতে ঢেকে রাখে মাত্র। মেঘের তাড়িৎ যেমন পৃথিবীর তাড়িৎ আকর্ষণ ক'রে পৃথিবীতে তাড়িৎ উৎপাদন করে,তেমনি ঈশ্বরের প্রেম মানবহৃদয়ে প্রেম উৎপাদন করে। প্রাণে প্রাণে মিশলেই জ্ঞানালোকে হৃদয় দীপিত হয়।

হ। বাবা, আমি পিতা না তুমি পিতা? আমি কেমন ক'রে তোমার পিতা নামের যোগ্য ? তুমিই পিতা, আমার শিক্ষাদাতা গুরু। আমি তোমার অবোধ ছেলে। বাবা, পিতার ন্যায় তোমার এই অবোধ ছেলেকে পালন কর, শিক্ষাদাও। (জ্ঞানদার প্রতি) মা, আমার সমস্ত ঐশ্বর্য্য তোমার হাতে অর্পণ ক'রে আমি বাবার সঙ্গে বনে চ'ল্লাম।

জ্ঞা। বাবা, আমি ঐশ্বর্য্য নিয়ে কি ক'রব?

স। বোন্, উনি তোমায় ঐশ্বর্য্য ভোগ ক'ত্তে ব'লছেন না। তবে এ অতুল ঐশ্বর্য্য তোমার হাতে থাকলে জগতের অনেক মঙ্গল হ'তে পারবে। বাবা, কান্তিও আমাদের সঙ্গে যাবে।

হ। কান্তি বড় গুণবান্ ছেলে। আমি না বুঝে কান্তিকে কত কষ্ট দিয়েছি।

কা। না বাবা, আমি আপনার কল্যাণেই এমন মহাপুরুষের ভাই ব'লে পরিচয় দিতে পাচ্ছি, দেবী জ্ঞানদাকে বোন ব'লে সম্বোধন ক'ত্তে পাচ্ছি।

হ। রঙ্গিনী, তুমি আমার জন্য বড় কষ্ট পেয়েছ। আমি নিতান্ত মূঢ়, যে বৃদ্ধ বয়সে আবার বিবাহ ক'রেছিলাম।

র। আপনি তার জন্য দুঃখিত হবেন না। আমি আপনার কল্যাণেই এমন গুণের মা পেয়েছি, যে মায়ের সাহায্যে আমি আজ আমার হৃদয়রতন হরিকে পেয়েছি। আজ আমার সুখ দেখে কে? আমার পূর্ব্বকষ্টের যথেষ্ট প্রতিশোধ হ'য়েছে।

হ। রঙ্গিনী, তুমি তোমার মায়ের কাছেই থাক। তুমি যে ধন তোমার মায়ের কাছে পেয়েছ, সেই ধন আমি আমার বাবার কাছে পাবার আশায় চ'ল্লাম। মা, এখন আমরা বিদায় হই। চল

বাবা। এখানে আমার আর তিল মাত্র থা'কতে ইচ্ছা নাই।

স। বৈরাগ্যের প্রথম লক্ষণ। বাবা, শীঘ্রই আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। এস ভাই।

(হরিবাবু, কান্তি ও সন্ন্যাসীর প্রস্থান)

জ্ঞা। মা, এখন সমস্ত বিষয় কার্য্যের ভার আমাদের উপর। তুমিই আমার একমাত্র সহায়।

র। আমি কে মা, যে আমি তোমার সাহায্য ক'রব? এ দেহ হরিরই। হরিই তোমার সহায় মা।

জ্ঞা। হরি আর তুমি ভিন্ন কৈ মা? যখন প্রাণে প্রাণে মিশিয়েছ, তখন যে হরি সেই তুমি, যে তুমি সেই হরি।

র। তবে মা, হরি যখন সকলেরই, তখন সকলেই তো হরি। তবে তো কা'রও সঙ্গে ক'রও ভিন্নতা নাই?

জ্ঞা। ঠিক বুঝেছ মা। ভেদ এ জগতে নাই। এক হরি সর্ব্বত্র। আমরা না বুঝে তুমি আমি ভিন্ন ভাবি। কিন্তু তা নয়। সব এক।

র। এতদিনে তবে আমার চোখ ফু'টল। কিন্তু মা, একটা কথা তোমায় বলি। লোকে ঠাকুর দেবতা আবার কা'কে বলে? ঠাকুর দেবতার পূজাই বা করে কেন? তাতে লাভ কি?

জ্ঞা। দেখ মা, এক শক্তি অনন্তজগৎব্যাপ্ত। সেই অনন্ত শক্তিই হরি। হরির ভিন্ন ভিন্ন অংশকেই লোকে ঠাকুর ব'লে থাকে। দুর্গা, কালি—এ সব সেই অনন্ত শক্তির ভিন্ন ভিন্ন অংশের নাম মাত্র। অজ্ঞানের জ্ঞান লাভের জন্যই পূজা। পূজাই আত্মজ্ঞানলাভের প্রধান উপায়। পূজায় মনের ইতর বৃত্তি সমস্ত নষ্ট ক'রে জ্ঞানকে উজ্জ্বল করে। তার সঙ্গে যদি বৈরাগ্য থাকে তা'হলে সোনায় সোহাগা হয়। তবে নমবিষ্ণু ব'ললেই পূজা হয় না। একাগ্রচিত্ত হ'য়ে সেই হরিতে মনঃসংযোগ চাই। তাকেই বলে ধ্যান।—হরির রূপ নাই, হরি নিরাকার। অবোধ মানুষ নিরাকার হরিতে একেবারে মনঃসংযোগ ক'ত্তে পারে না। সেই জন্য এক একটা রূপ ভেবে নিয়ে তাঁর ধ্যানে রত হয়।

র। কিন্তু মা, লোকে ঠাকুরের পূজো তো বামুন-দের দিয়েই করায়। তাতে তার লাভ কি?

জ্ঞা। তাতে তার কিছুই লাভ নাই। কেউ যদি কারও সঙ্গে প্রেম ক'ত্তে চায়, তা'হলে কি অপরকে দিয়ে করা চলে? সে প্রেম তো অপরেই পেলে। সে আর পেলে কৈ?

র। কিন্তু মা, লোকে যে বলে বামুন নইলে ঠাকুর ছুঁতে নাই।

জ্ঞা। ছোঁবে আবার কি মা? ঠাকুর কি মাটীর ডেলা, না পাথর? নিরাকার হরির আমরা একটা আকৃতি ভেবে নিই বৈ'ত নয়। তা ব'লে কি তাঁর মাটীর দেহ ভা'বব? তা হ'লেও, ঠাকুরের কি আবার ঘৃণা আছে? না, তা'র ছোট বড়, বামুণ শূদ্র জ্ঞান আছে? তাঁর কাছে ভক্ত মাত্রেরই সমান অধিকার।

র। হ্যাঁ মা, মানুষের মধ্যে আবার বামুণ শূদ্র জাতি ভেদ হ'ল কেন?

জ্ঞা। যারা সদাচার, জ্ঞানী, ঈশ্বরজ্ঞ, আত্মজ্ঞ, তারাই বামুণ। অজ্ঞ, দুরাচার, হ'লেই শূদ্র। বামুনের ছেলে দুরাচার অজ্ঞ হ'লেই সে শূদ্র, শূদ্রের ছেলে জ্ঞানী, ঈশ্বরজ্ঞ হ'লেই সে বামুন। বামুণ শূদ্র দুই জাতি নয়, গুণের ইতর বিশেষে বামুণ শূদ্র বলা যায়।

র। লোকের কি ভ্রম! কিন্তু মা, দেবতা কা'কে বলে কৈ ব'ললে না?

জ্ঞা। আকাশে যে সমস্ত সৃষ্টি আছে তা'দি'কে লোকে দেবতা বলে। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, মেঘ, বৃষ্টি—এরা সব দেবতা নামে অভিহিত।

র। কিন্তু মা, ওদের পূজা করায় লাভ কি?

জ্ঞা। ওরাও তো হরি ছাড়া নয় মা? সূর্য্যই জীবের

পিতা—সেই অনন্তশক্তির এক আধার। সূর্য্য হ'তেই শক্তিস্রোত সৌরজগতে প্রবাহিত হয়। আর, হরি আর হরির সৃষ্টিতেই বা ভেদ কি? অখিল ব্রহ্মাণ্ডই হরিময়—হরিই।

র। কিন্তু মা, প্রায়ই দেখি লোকে হরিকে পা'বার জন্য পূজো করে না, কেবল কোন অভীষ্টের জন্য প্রার্থনা করে। কেউ পুত্র কামনা করে, কেউ সম্পদ কামনা করে, কেউ বৃষ্টি কামনা করে। হ্যাঁ মা, প্রার্থনার ফল কি?

জ্ঞা। দেখ মা, প্রার্থনা করাটা লোকের ভ্রম মাত্র। হরির পুঁজি কেবল প্রেম, পুঁজি কেবল জ্ঞান, এ ছাড়া তিনি আর কিছুই দিতে পারেন না। তবে, সেই প্রেম আর সেই জ্ঞান পেলেই লোকের সব আশা মিটে যায়, আর অন্য কামনা থাকে না।

প্রেমই সম্বল জ্ঞানই সম্বল,
আর কিবা হরি দিতে পারে জীবে?
প্রেমের পাগল, জ্ঞানের পাগল,
তাই যত চাও তত ঢেলে দিবে।

মিছা আর কিছু ক'র'না কামনা।
মাগিলে তো তাহা কভু না মিলিবে।
সে যা দিবে তাতে পূরিবে বাসনা,
তাই কেন তবে তুমি না চাহিবে?

সুখের লাগিয়া করিছ কামনা,
কামনা পূরিলে সুখী কই হও ?
প্রেমের বাসনা, জ্ঞানের বাসনা—
সুখের বাসনা—হৃদয়ে জাগাও।

র। কিন্তু মা, লোকে হরিকে পাবার জন্যই পূজো ক'রবে কেন ? তাতে তার লাভ কি ?

জ্ঞা। কেবল দুঃখ এড়াবার জন্যই হরিভজন।—দেখ, জগতের সকল কাজই নিয়মবদ্ধ। সকলেই নিয়তির বশবর্ত্তী। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রগণ এক নিয়মে ক্রমাগত একই কাজ ক'রে থাকে। সূর্য্য চন্দ্রের বশবর্ত্তী বায়ু জল নিয়তির নিয়মানুসারে ভিন্ন গতি, ভিন্ন আকার ধারণ করে। নিয়তির বহির্ভূত কিছুই নয়। আমাদের কাজেরও নিয়তিই কর্ত্তা। সেই অনন্তশক্তি হরি নিয়তিবদ্ধ হ'য়ে ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করেন। যে নিয়তি সেই শক্তি, সেই হরি, সেই সকল কাজের কর্ত্তা। তবে আমি কে ? আমি যতক্ষণ হরিথেকে পৃথক্, ততক্ষণ কাজ আমার নয়, আমি যন্ত্রবৎ নিয়তির দ্বারা চালিত, কর্ম্মক্ষেত্রে সুখ দুঃখ দ্বারা তাড়িত। সুখ দুঃখ আর কিছুই নয়, কেবল কর্ম্মকর্ত্তার দুটী চর মাত্র, ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে আমাদের চালক। আমি যতক্ষণ কর্ত্তা নই, ততক্ষণ দুঃখরূপ চরদ্বারা

আমি পীড়িত। তবে আমি আর হরি যখন এক, তখন আমি কর্ত্তা, সুতরাং সুখদুঃখের অধীন নই। সেই জন্য হরির সঙ্গে একাত্ম হওয়ায় লাভ আছে—সংসারে দুঃখ পেতে হয় না।

দ্বিতীয় দৃশ্য ভোলানাথের বাটী।

(চপলা ও ভোলানাথ আসীন)

কি জ্বালাতেই প'ড়লাম গা। এ দিকে তো আপনাদেরই পেটে দু-বেলা ভাত যোটা'ন দায়। তার উপর একটা অন্ধ এনে ঘর ঢুকুলে। আমি কোন দিক করি বল দেখি? ধান ভা'নব, না অন্ধের সেবা ক'রব? আর কেউ হ'লে বরং চ'লত। এ যে অন্ধ, দুটী চোখেরই মাথা খেয়েছে। ওর পাছু সারাদিন না ঘু'রলে তো আর চলে না।—আর ও ভাতারখাকীকে ঠাঁই দিব কেন? ও যখন রাজরাণী হ'য়ে ছিল, তখন কি আমাদের খবর নিয়েছিল? পোড়ারমুখী ভোগা দিয়ে আমার দেওরের সকের বাগানটী পর্য্যন্ত আত্মসাৎ ক'রেছিল, তা কি তোমার মনে নাই? মুখপুড়ীকে

এখনি বা'র ক'রে দাও—ঝাঁটা মেরে তাড়িয়ে দাও। তা নইলে আমি আর এ বাটীতে জলগ্রহণ ক'রব না।—মা-গো, আপনার ছেলের-দিকে ভুলেও তাকায় না গা? কেবল পর আর পর! পর কি তোমায় স্বর্গ দিবে?

ভো। তোমার অন্তরে কি দয়ার লেশ মাত্র নাই? কেবল স্বার্থপরতাতেই পরিপূর্ণ? আপনা ছাড়া এ জগতে কি আর কিছুই জান না? কিন্তু আপনার সুখ যে পরের উপর নির্ভর, তা কৈ বোঝ? দেখ, চাষীর কৃপায় ভাত খেতে পাও, তাঁতির কৃপায় কাপড় প'রতে পাও—সবই ত পরের হাতে। আবার পাড়া-পড়সী না থাক-লেও তুমি এক দণ্ড বাঁচতে পারতে না। তোমার এমন সাধের বেশ বিন্যাস, তোমার এমন সাধের বাঁকা চলন কাকে দেখাতে? তোমার মুখের কচকচানি, তোমার অন্তরের দপদপানি কোথা ভাঙ্গতে?

চ। আমার অঙ্গ শীতল হ'য়ে গেল। আজ গরু-চরিয়ে রোজকার ক'রে বুঝি তোমার এ তেজ? ওরে আমার রোজকেরে পুরুষ রে! লজ্জাও নাই।

ভো। লজ্জা আমার নাই, না তোমার নাই? আমার

তেমন সাধের গৃহলক্ষ্মীকে বিদায় ক'ত্তে তোমার একটু লজ্জা হ'লো না। যে ভামি তোমার প্রাণের সই ছিল, আজ অসময়ে তাকে এক মুঠো অন্ন দিতেও তুমি কাতর—ঝাঁটা মেরে তাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত। এ সব লজ্জাশীলারই কাজ বটে!

চ। তা, নষ্ট মেয়ের উপর আবার দয়া কিসের? পাপীকে দয়া ক'ল্লে পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। পাপীর শাস্তি চাই না?

ভো। দেখ পাপ পুণ্য কি, তা কি আমরা বুঝি? যাকে আমরা পাপ বলি তা যখন সংসারে এত প্রবল, তখন কেমন ক'রে বু'ঝব যে সেটা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়? আমরা দয়ার পাত্র দেখলেই দয়া ক'রব, এই তো জানি।

চ। আমাদের যে আজ এমন দুরবস্থা হ'য়েছে—ধান ভেনে, রাখালি ক'রে খেতে হ'চ্ছে, তা আমাদিগকে কে দয়া ক'চ্ছে?

ভো। আমাদের দয়ার আবশ্যক কি? আমরা তো অক্ষম নই। ধানভেনেই হোক, রাখালি ক'রেই হোক, শরীর ধারণে তো আমরা সক্ষম। রাখালে আর রাজায় তফাৎ কি আছে? রাজা মানুষের উপর রাজত্ব করে, রাখাল পশুর উপর রাজত্ব করে। কিন্তু জীবের মধ্যে আবার তফাৎ কি?

একের ভৃত্য এক কর্ম্মক্ষেত্রে কাজ করে,—তফাৎ তো কিছু নাই। রাজা রাজভোগ খেয়ে শরীর ধারণ করে বটে। কিন্তু তাতে তার যেমন তৃপ্তি, তার শরীরের যেমন পুষ্টি হয়, রাখালের সামান্য খাদ্যেও তেমনি তৃপ্তি, তেমনি পুষ্টি।

চ। কিন্তু রাখালের মত তো আর রাজাকে পেটের জন্য ভা'বতে হয় না।

ভো। ভাবনা সকলেরই আছে। তবে রাজার বড় পেট, সুতরাং ভাবনা বেশী। রাখালের পেট ছোট, ভাবনাও সামান্য।

চ। ভাবনাই যদি সকলেরই রইল, তবে আর সুখী কে?

ভো। সুখী কেউ নয়। সুখ এ রাজ্যে নাই। তবে হরির প্রেমরাজ্যে ঠাঁই পেলে আনন্দে হৃদয় পূরে যায়।

চ। তেমন সুখের রাজ্য কোথা? চল না, সেই খানে যাই।

ভো। যেতে হবে না কোথাও। সে প্রেমের রাজ্য এইখানেই—আমাদের ভেতরেই। সে প্রেমের রাজ্য সর্ব্বত্র বিদ্যমান। তবে আমরা অন্ধ ব'লেই দেখতে পাই না। সে রাজ্যে যেতে কারো মানা নাই। সেখানে ছোট বড়'র সমান অধিকার।

চ। এমন কি কেউ নাই, যে অন্ধকে চক্ষুদিয়ে সেই প্রেমের রাজাকে দেখিয়ে দিতে পারে ?

(জ্ঞানদা ও রঙ্গিনীর প্রবেশ)

ভো। এই যে আমার অন্ধের চক্ষু, আমার প্রেম রাজ্যের ঈশ্বরী।

জ্ঞা। দিদি, তোমরা কি দুঃখে প'ড়েছ ?

চ। এ রাজ্যে আর সুখ কোথা বোন ?

জ্ঞা। এস দিদি, আমি তোমাদিগকে সুখের রাজ্যে নিয়ে যা'ব।

চ। আমার প্রতি কি এত অনুগ্রহ ক'রবে ? আমি যে বরাবর তোমাব শক্রতা ক'রেছি।

জ্ঞা। অনুগ্রহ কি দিদি ? আমি শক্র মিত্র জানি না।

চ। ছি ছি, আমি কি পাতকী! আমি ভামির সংশ্রবে থেকে নরককেই আশ্রয় ক'রেছিলাম। ভামি আমায় নরকের অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখেছিল। বোন, আজ তোমাকে দেখেই আমার অন্তরের ময়লা কেটে গেল। আর একবার সেই সন্ন্যাসী ঠাকুরকে দেখে আমার অন্তরে বিদ্যুতের মত আলো দেখা দিয়েছিল। কিন্তু ভামির সংস্পর্শে তখনি আবার কালমেঘে ঢাকা প'ড়েছিল। ভামিই অন্ধকারময় নরক। ভগবান তাই তাকে এ জগতের আলোতেও বঞ্চিত করেছেন।

জ্ঞা। ঠাকুরঝি অন্ধ হ'য়েছে ?

চ। হ্যাঁ বোন। যেমন পাপ তেমনি শাস্তি পাচ্ছে। হ্যাঁ বোন, সেই সন্ন্যাসীঠাকুর এখন কোথা ?

জ্ঞা। তিনি আমার দাদা। সে খবর বুঝি তোমারা পাওনি ? হরিবাবু জমীদারই আমাদের পিতা। ছেলেবেলায় আমাদি'কে চোরে চুরী ক'রে নিয়ে যায়।—দাদা আজ বাবাকে নিয়ে বনে গেছেন। বনে ব'সে তাঁরা ঈশ্বরের উপাসনা করিবেন।

চ। সে কি কথা ? কৈ এ খবর তো আমরা পাই নাই ?—যা হোক বোন্, তোমরা দুই ভাই বোনে কখনই এ জগতের নও।

জ্ঞা। দিদি, ঠাকুরঝি কোথা ? আমি একবার তাকে দে'খব।

নেপথ্যে। বড়বউ ?

চ। ঐ আসছে হতভাগী।

(লাঠী ধরিয়া ভামিনীর প্রবেশ)

ভা। এখানে কে আছে গা ?

জ্ঞা। ঠাকুরঝি, আমি এসেছি। আমায় মনে পড়ে ?

ভা। কে, ছোটবউ ? ছোট বউ, কৈ তুমি ? আমায় একবার তোমার পা দুখানি দাও, আমি চোখের জলে তোমার পা দুখানি ধুয়ে দ'ব। দিদি,

দুঃখনীরে আমার অন্তর উথলে উঠেছে, হৃদয়ে আর আটকাতে পাচ্ছি না, তাই তোমার চরণে ঢা'লতে চাই। দিদি, মনে ক'রো না এ জল কলুষিত। এ জল আমার প্রাণের নির্ঝরথেকে বেরুচ্ছে। প্রাণ তো কখন অপবিত্র হয় না?

জ্ঞা। ঠাকুরঝি, পবিত্র প্রাণের জলে যখন তোমার মলিন হৃদয় ধোয়া গেছে, তখন সেই পবিত্র স্থানে প্রেমের আসন পেতে প্রেমময় হরিকে আহ্বান কর। তা হ'লে দুঃখ আর তোমার অন্তরে স্থান পাবে না। অপার আনন্দে প্রাণ নৃত্য ক'রতে থাকবে।

ভা। আনন্দ—সুখ! সুখের কথা আর ক'ও না দিদি। আর আমি সুখ চাই না। যত সুখ চেয়েছি, তত দুঃখ পেয়েছি। আশা মায়াবিনী। সেই মায়াবিনী আশা, প্রলোভন দেখিয়ে দেখিয়ে কত দুঃখের নদী, কত দুঃখের পর্ব্বত, কত দুঃখের অরণ্যের অসহ্য ক্লেশ ভোগ করিয়ে, শেষে অকূল দুঃখের সাগরে ফেলেদিয়ে অদৃশ্য হ'য়েছে। এখন আমি অন্ধ, আশা আর নাই, দুঃখেরও অবধি নাই।

জ্ঞা। ঠাকুরঝি, আশাই দুঃখের মূল। অথচ আশার প্রলোভনও বড় ভয়ানক। সেই আশা যখন

আজ তোমায় পরিত্যাগ ক'রেছে, তখন সুখ তোমার হাতে ব'ললেই হ'লো। আমাদের চক্ষু বড়ই লোভী, বড়ই আকর্ষণশীল, পার্থিব বস্তুতে সহজেই আকৃষ্ট হয়, অথচ সুখ দূরে থাক, দুঃখেই জড়িত হয়। সেই চক্ষু যখন হারিয়েছ তখন সুখ অতি সহজেই পা'বে। ঠাকুরঝি, বাইরের চোখ যে দুঃখই দেয় তা বেশ বুঝেছ, কেন না এ জগতে সুখ নাই। তবে এখন অন্তরের চোখ খুলে অন্তর্জ্জগতের পানে তাকাও, দে'খবে সেখানে এক অপূর্ব্ব প্রলোভনের জিনিস আছে। সেই আনন্দময় জিনিস পেলে হৃদয়ে আনন্দ রাখবার আর জায়গা থাকবে না। দেখ ঠাকুরঝি, চেয়ে দেখ, হৃদয়ের কপাট খুলে দেখ, সেই প্রেমময় হরির প্রেমের মূরতিখানি প্রেমনীরে ভাসতে ভাসতে তোমায় প্রেমের আলিঙ্গনে অতি যতনে রাখবার জন্য প্রেমের হাত দুখানি বাড়িয়ে আছেন। ঠাকুরঝি, দেখ দেখ, বিলম্ব ক'রো না। আমার প্রেমের হরি বড়ই প্রেমের কাঙ্গালী। আজ সেই হরি তোমার প্রেম পা'বার আশায় তোমার প্রেমের হৃদয়ের দ্বারে এসে উপস্থিত। ঠাকুরঝি, দেখ দেখ, বিলম্ব ক'রো না। আমার প্রেমভিখারী বড় অভিমানী। বিলম্ব হ'লে

কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরে' যাবেন। আমার প্রেম প্রয়াসী হরিকে কাঁদা'ও না দিদি। ঐ দেখ দিদি. ঐ দেখ, হরি প্রেমের হাসি হাসতে হাসতে তোমায় প্রেমের অঙ্কে তুলে নিচ্ছেন। ও আলিঙ্গন আর ছেড়ো না দিদি। আমার প্রেমের হরিকে আর ভুলো না দিদি। হরি বড় আশায় আজ তোমায় অঙ্কে স্থান দিলেন।

ভা। দিদি, কি দিলে, কি দিলে আমায়? কি রতন আজ আমায় মিলিয়ে দিলে? হরি, হরি, আর আমায় ভুলো না। আমি বড় দুঃখিনী।

(গীত)

সহি যন্ত্রণা নাথ তোমারে ভুলিয়ে,
অবিদ্যার মোহে ডুবি আঁখি হারাইয়ে।
ভুলিব না আর নাথ, রহিব তোমার সাথ,
তোমারে প্রেমের হৃদি রাখিব গাঁথিয়ে।
ছেড়োনা ছেড়োনা প্রভু, দাসীরে ছেড়ো না কভু,
দাও শ্রীচরণে ঠাঁই, তুষিব পূজিয়ে।

চ। একি, একি, একি? সরমে যে মরি!
এ ঘোর নিশীথে কে গো আসি হেথা
বুকের কপাট ঠেলে ধীরি ধীরি?—
গৃহস্থেরি মেয়ে জানে না কি সে তা?

ঘরের ঘরণী, পিরীতি না জানি,
কেমনে তুষিব পিরীতি-নাগরে ?
সরমপরাণ, সরমে না মানি,
কেমনে নাগরে ঠাঁই দিব ঘরে ?

মলিন এ বাস, মলিন আবাস
কখন তোমার মনে না ধরিবে।
অসময়ে কিসে পূরাইব আশ ?
আজি যাও ফিরি, কালি এস তবে।

একি, একি, একি ? কিছুতে মানে না
কেমন নাগর তুমি ওহে হরি ?
রহ রহ রহ। দেরী কি সহে না ?
অভিমানে যেন যাইও না ফিরি।

জানি আমি তুমি বড় অভিমানী,
কাঁদি' অভিমানে দাও গড়াগড়ি।
ভিখারির এত কখন না শুনি।
কেমন ভিখারী তুমি ওহে হরি ?

ঠাঁই দিনু আজি দুঃখিনীর ঘরে,
দুঃখিনীরে যেন ছেড়ো না কখন;
যা আছে তাতেই তুষিব তোমারে,
প্রেমের কুসুমে পূজিব চরণ।

জ্ঞানদা ও রঙ্গিনী।

(গীত)

চেন চেন মন, কে তুমি রে।
কর্ম্মবন্ধ তুমি যন্ত্রসমান,
ধ্বনিত যথাযথ তদবদ তান,
জাগি' ঘুমাও, কে তুমি রে?
অবিরত রবি, শশি, সাগর, বায়,
যাঁর নিয়ম-অনু জগজন ধায়,
সেই বিধাতা কে তুমি রে?
বদ্ধ নিয়ম ইহ করম নিদান,
কারয কারণ নিয়তিবিধান,
কাল ঘটয়িতা কে তুমি রে?
নিয়তিই চালক, নিয়তিই পালক,
কারক, মারক, নিয়ত বিধায়ক,
নিয়তিই কর্ত্তা, কে তুমি রে?
নিয়তিনিয়ম,সুখ দুঃখ অভিন্ন
চালয় জগজন করমে ভিন্ন,
ভাব বৃথা ভিনু কে তুমি রে?
ভাবি 'নিয়তি ভিনু কর অভিমান,
তেঁই নিয়তিচর-দুঃখ-অধীন।
নিয়তি পৃথক্ যদি, কে তুমি রে?

এক শকতি সব জগতবিচারী,
নিয়তিনিবদ্ধ সব করমকারী,
শকতি নিয়তি যে, কে তুমি রে?
ভিন্ন নহে কভু শকতি পরাণ,
শকতি, নিয়তি, তুমি, প্রাণ সমান,
নিয়তি শকতি যে সে তুমি রে।

সম্পূর্ণ

PRINTED BY B. C. MITRA, & CO., AT THE ANGLO-INDIAN PRINTING WORKS, No. 6, Balaram Dey's Street, CALCUTTA.